সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	**সারসংক্ষেপ**	৩
২	পটভূমি	১০
৩	সাংগঠনিক কাঠামো	১৩
৪	বেজা'র পরিচিতি	১৪
৫	প্রশাসনিক কার্যক্রম	১৫
৬	সার্বিক অগ্রগতির চিত্র	১৬
৭	অর্থনৈতিক অঞ্চলে জলাধার নির্মাণ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	২০
৮	অর্থনৈতিক অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন	২১
৯	সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল (পিপিপি জোন)	২৪
১০	মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল	২৪
১১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর	২৬
১২	ট্যুরিজম পার্ক উন্নয়ন	৩৮
১৩	নাফ ট্যুরিজম পার্ক প্রকল্প	৪১
১৪	সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক প্রকল্প	৪৩
১৫	সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক	৪৫
১৬	শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল	৫২
১৭	জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল	৫৪
১৮	আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল	৫৫
১৯	জি টু জি অর্থনৈতিক অঞ্চল	৫৬
২০	চাইনিজ ইকোনমিক ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন (CEIZ)	৫৬
২১	জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল	৫৬
২২	ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল	৫৮
২৩	বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল	৫৯

২৪	মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চল	৫৯
২৫	আব্দুল মোনেম অর্থনৈতিক অঞ্চল	৬০
২৬	বে অর্থনৈতিক অঞ্চল	৬১
২৭	আমান অর্থনৈতিক অঞ্চল	৬২
২৮	মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্থনৈতিক অঞ্চল	৬৩
২৯	আরিশা অর্থনৈতিক অঞ্চল	৬৪
৩০	এ কে খান অর্থনৈতিক অঞ্চল	৬৫
৩১	আকিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল	৬৫
৩২	বসুন্ধরা স্পেশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল	৬৬
৩৩	ইস্ট-ওয়েস্ট স্পেশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল	৬৬
৩৪	সোনারগাঁও অর্থনৈতিক অঞ্চল	৬৬
৩৫	কুমিল্লা অর্থনৈতিক অঞ্চল	৬৬
৩৬	সিটি অর্থনৈতিক অঞ্চল	৬৬
৩৭	ইউনাইটেড সিটি আইটি পার্ক	৬৬
৩৮	কিশোরগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল	৬৬
৩৯	সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল	৬৭
৪০	প্রণোদনা প্যাকেজ	৬৮
৪১	ওয়ান স্টপ সার্ভিস	৬৯
৪২	অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় পরিবেশ সুরক্ষা	৭০
৪৩	অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় সামাজিক সুরক্ষা	৭১
৪৪	পরিসেবা প্রদানকারী ও বিনিয়োগকারীদের সাথে সমঝোতা স্মারক	৭২
৪৫	ওয়েবসাইট উন্নয়ন	৭৪
৪৬	বেজা'র আইনী কাঠামো	৭৬
৪৭	আর্থিক প্রতিবেদন	৭৮
৪৮	এক নজরে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলের অগ্রগতি	৮৬

সার-সংক্ষেপ

অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির হার প্রসারিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বিগত ২০১০ সালে প্রণীত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইনের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল মূলত: পশ্চাৎপদ এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) স্থাপন করা হয়। এই সংস্থা অর্থনৈতিক অঞ্চলে অন্বয়ী ও পশ্চাদসংযোগ শিল্প স্থাপন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকার ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে উন্নীত করার যে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, বেজা'র "ভিশন" পরিকল্পনায় শিল্প ও সেবাখাত উন্নয়নে তার সম্যক প্রতিফলন রয়েছে। তদানুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ, ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ২০৩০ সালের মধ্যে বার্ষিক অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির প্রত্যাশা নিয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বেজা কর্তৃক ইতোমধ্যে ০২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ডেভেলপার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। চীন, জাপান ও ভারতের সাথে জিটুজি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণসহ অফ-সাইট অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ০৩টি ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনের জন্য অফ-সাইট অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১৭টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে ১০টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলকে চূড়ান্ত লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

দেশে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন ও পরিচালন কৌশল নির্ধারণ একটি চলমান দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় সুবিধাজনক স্থান নির্ধারণ (Viable Location), বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা, ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিতকরণ ও বিনিয়োগ প্রচারণা কৌশল চিহ্নিতকরণ অপরিহার্য। বেজা গভর্নিং বোর্ড ইতোমধ্যে ৮৮ টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের স্থান নির্ধারণ ও জমির পরিমাণ অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল ৫৫টি, বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল ২৯টি, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের অর্থনৈতিক অঞ্চল ০২টি, জি টু জি অর্থনৈতিক অঞ্চল ০৪টি এবং ট্যুরিজম পার্ক ০৩টি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর

সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই ও সীতাকুন্ড উপজেলা এবং ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ৩০,০০০ একর জমির উপর দেশের বৃহত্তম **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর** স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রথম পর্যায়ে ১৩,০০০ একরের অধিক জমি বন্দোবস্ত গ্রহণের মাধ্যমে মিরসরাই অংশে অফ-সাইট অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। এ শিল্পনগরে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল, বিজিএমইএ গার্মেন্টস পার্ক, পিপিপি অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং এশিয়ান পেইন্টস, নিপ্পন-ম্যাকডোনাল্ড স্টিল, বিএসআরএমসহ ৫৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এ পর্যন্ত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডসমূহ

- ❖ মাটি ভরাট, রাস্তা নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, পানি সরবরাহ লাইন, ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ;
- ❖ প্রস্তাবিত শেখ হাসিনা সরোবর নির্মাণ;
- ❖ সবুজায়নে ২০ লক্ষ গাছ রোপণ;
- ❖ কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ
- ❖ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ
- ❖ প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ
- ❖ গ্রীড সাব-স্টেশন/ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণ

DRAFT

৬,০৭৯ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জমি বরাদ্দপ্রাপ্ত একক বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১২.৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এর ফলে প্রায় ০৭ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

এ শিল্প নগরীতে বেজা'র উদ্যোগে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বিত প্রয়াসে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এর মধ্যে বাপাউবো কর্তৃক প্রায় ১২০০ কোটি ব্যয়ে ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ, পিজিসিবি কর্তৃক প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩০ কেভি গ্রীড সাব-স্টেশন নির্মাণ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক ১৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও বিআরপাওয়ার জেন কর্তৃক ১৫০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ অন্যতম। সুবৃহৎ পরিসরের এ শিল্পনগরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বান্ধব বহুমাত্রিক শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে সমুদ্র ও বিমান বন্দর, এলএনজি টার্মিনাল, বাণিজ্যিক কেন্দ্র নির্মাণসহ শিল্প ও বাণিজ্যের নিয়ামক সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল

মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলার শেরপুরে ৩৫২ একর জমিতে শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। বেজার অর্থায়নে প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাটি ভরাট ও গ্যাস সংযোগ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সীমানা প্রাচীর, প্রশাসনিক ভবন, জলাধার, পানি সঞ্চালন লাইন ইত্যাদি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে ডিবিএল গ্রুপসহ ০৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ২৩১ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত ০৬টি প্রতিষ্ঠান তৈরি পোশাক ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের জন্য প্রায় ১.৩ বিলিয়ন ইউএস ডলারের বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রস্তাবিত শিল্পসমূহ স্থাপিত হলে প্রায় ৪৫০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

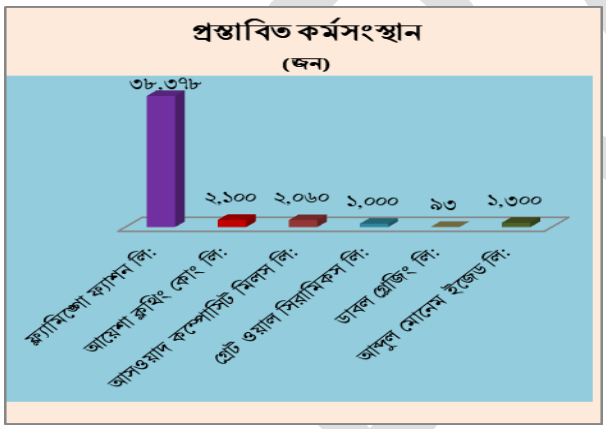

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান

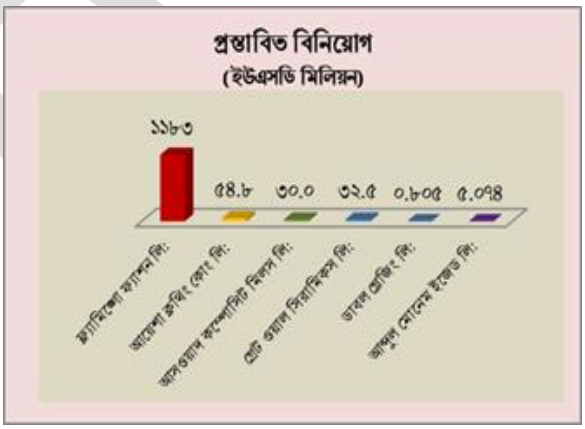

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ

জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল

শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য জামালপুর জেলার সদর উপজেলার ৪৩৬.৯২ একর জায়গায় জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ অর্থনৈতিক অঞ্চলের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ও মাস্টার প্লান তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাটি ভরাটের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জামালপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিকে ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে অর্থ ছাড় করা হয়েছে। তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড কর্তৃক গ্যাস সংযোগ সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) অর্থনৈতিক অঞ্চল

বেজা কর্তৃক সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) ০২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য ডেভেলপার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) মডেলে স্থাপিত মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল দেশের সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক অঞ্চল। এ অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সংযোগ সড়ক, ব্রীজ, প্রশাসনিক ভবন, সুপেয় পানি সরবরাহ লাইন ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য বেসরকারি অংশীদার হিসেবে পাওয়ারপ্যাক ইকোনমিক জোন লিমিটেডকে ডেভেলপার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ডেভেলপার কর্তৃক অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন এবং একই সাথে প্লট নির্মাণ শুরু করা হয়েছে। মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়নের ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় ২৫,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের মিরসরাই অংশে ৫৫০ একর জমির উপর পিপিপি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে এসবিজি কনসোর্টিয়ামকে ডেভেলপার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে । প্রায় ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে উক্ত এলাকার সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা বাঁধ , ব্রীজ নির্মাণ ও পাইপ লাইনের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে । ডেভেলপার কর্তৃক উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং শীঘ্রই মাটি ভরাট ও অন্যান্য অনসাইট উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করা হবে।

ট্যুরিজম পার্ক প্রকল্পসমূহ:

বিশ্বের দীর্ঘতম স্বর্ণালী বালুকাময় সমুদ্রসৈকত, কোরাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন ও অন্যান্য পর্যটন স্পটসমূহের জন্য কক্সবাজার দেশি-বিদেশি পর্যটকদের চিত্ত বিনোদন ও নৈসর্গিক প্রাকৃতিক শোভা অবলোকনের অন্যতম গন্তব্যস্থল। কিন্তু বৃহত্তর কক্সবাজার অঞ্চলের অনেক সম্ভাবনাময় পর্যটন স্থল এখনো অবহেলিত রয়ে গিয়েছে। অমিত সম্ভাবনাময় উক্ত জায়গাগুলোকে পর্যটকদের নিকট আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বেজা কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার সোনাদিয়া ও টেকনাফ উপজেলার জালিয়ার দ্বীপ ও সাবরাং-এ মোট ০৩টি ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনে বেজা ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে।

নাফ নদীর অভ্যন্তরে বাংলাদেশের জলসীমায় আমন্ড আকৃতির সবুজাভ জালিয়ার দ্বীপে ২৯১ একর জমির উপর দেশের প্রথম দ্বীপভিত্তিক পর্যটনস্থল ‘নাফ ট্যুরিজম পার্ক’ স্থাপন করা হচ্ছে। ট্যুরিজম পার্কটির উন্নয়নে ইতোমধ্যে ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মাটি ভরাট, বাঁধ নির্মাণ ও সীমানা দেয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। ০৯ কিলোমিটার দীর্ঘ ক্যাবল কার নির্মাণের জন্য চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-কে ডিজাইন ও সুপারভিশন কনসালটেন্ট মনোনয়ন করা হয়েছে এবং ঝুলন্ত ব্রীজ নির্মাণের জন্য ডিজাইন তৈরি শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

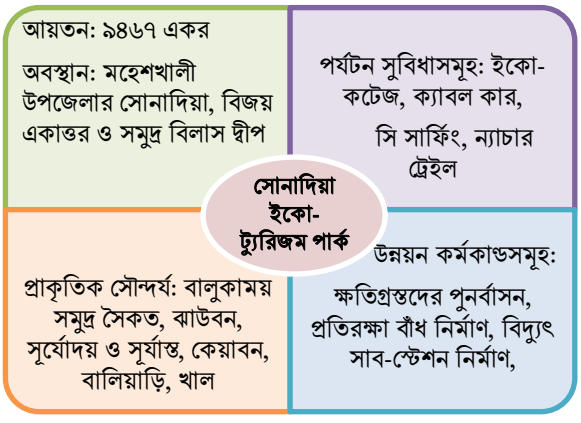

বিদেশি পর্যটকদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত টেকনাফের সাবরাং-এ ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনে সড়ক উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ১৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ভূমি উন্নয়ন, বাঁধ নির্মাণ, পানি চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নির্মাণের কাজ চলমান আছে। এ ট্যুরিজম পার্কে বিদেশি পর্যটকদের জন্য

DRAFT

সংরক্ষিত এলাকা, সি ক্রুজ, ওসানেরিয়াম, আন্ডার ওয়াটার রেস্টুরেন্ট, গলফ কোর্স, মেরিন এ্যকুয়ারিয়াম ইত্যাদি পর্যটন সুবিধা বিনির্মাণ করা হবে।

জি-টু-জি অর্থনৈতিক অঞ্চল:

বিশ্বের স্বনামধন্য জোন ডেভেলপারগণের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও কারিগরি উৎকর্ষ কাজে লাগিয়ে জি-টু-জি ভিত্তিতে সুসমন্বিত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য ২০১৫ সালে বেজা আইন সংশোধন করা হয়। বেজা কর্তৃক ইতোমধ্যে জি-টু-জি ভিত্তিতে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চাইনিজ ইকোনমিক ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মোংলা ও মিরসরাইয়ে ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চাইনিজ ইকোনমিক ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন বাস্তবায়নে চীন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড ও বেজা'র মধ্যে মালিকানা বিভাজন (Equity Shareholding) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে । সরকার উক্ত জোন বাস্তবায়নে ৭৮৩ একর জমি বেজা'র অনুকূলে বরাদ্দ করেছে। এই অঞ্চলটির অফ-সাইট অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য চীন সরকার ২৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেয়াতী ঋণ প্রদানে সম্মত হয়েছে। জোনটি স্থাপনে চীনা ডেভেলপার কর্তৃক প্রশাসনিক ভবন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণের কাজ চলমান আছে।

জি-টু-জি ভিত্তিতে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় মোট ৫০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং আরো ৫০০ একর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি, পরিবেশগত সমীক্ষা ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২,৫৮২.০০ কোটি টাকার 'Foreign Direct Investment Project' উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন, গ্যাস পাইপলাইন, বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য বাগেরহাটের মোংলা ও চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে দুটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল:

দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার বেগবান করে ২০৪১ সালে উন্নত দেশ গড়ার প্রত্যয়ে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ

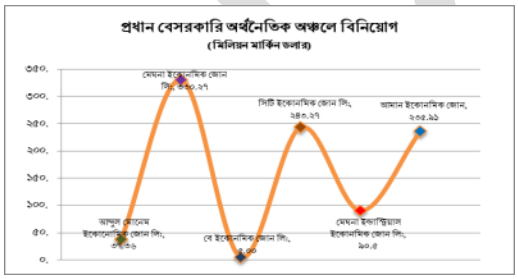

আকৃষ্টকরণে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে বর্তমান সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০-এর আওতায় বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠাকরণ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বজায় রেখে বেজা এযাবৎ মোট ১৭টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স প্রদান করেছে, যার মধ্যে ১০টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলকে চূড়ান্ত লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এসকল অর্থনৈতিক অঞ্চলে মোট ৩০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ নিশ্চিত হয়েছে এবং ১৫০০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ইতোমধ্যে ১০টি শিল্প ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে যেখানে মোট ৯৩০৮মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে ৭৬৮৬ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বে অর্থনৈতিক অঞ্চলে ০১টি বিদেশী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান শিল্প পণ্য উৎপাদন শুরু করেছে। আব্দুল মোনেম অর্থনৈতিক অঞ্চলে জাপানিজ বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগের যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছেন এবং এরই মধ্যে বিশ্বখ্যাত মোটর বাইক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হোন্ডা মোট ১০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন শুরু করেছে। আমান অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ নিশ্চিত হয়েছে এবং ৪০০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে সিমেন্ট, প্যাকেজিং ও শিপবিল্ডিং কারখানা স্থাপিত হয়েছে । মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোনে মোট ১১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত ও স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তন্মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান ২৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে ৬৯৪৭ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। সিটি ইকোনমিক জোন মোট ৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জমি বরাদ্দ প্রদান করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ০১টি প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে ৬৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন শুরু করেছে এবং এতে প্রায় ৬০০০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্যসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, জাপানসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে রপ্তানী হচ্ছে।

	‘বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লি:’
	অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে বিশ্বখ্যাত ভারী পণ্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিনিয়োগে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। বিশ্বের শীর্ষ মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হোন্ডা ২০১৮ সালে ‘বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লি:’ নামে আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোন লি:’-এ স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেছে। ৩৭.৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত উক্ত কারখানায় বর্তমানে দেশীয় চাহিদার ভিত্তিতে ০৩ ধরণের মোটর সাইকেল উৎপাদিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৬,৪৩৯ ইউনিট মোটর সাইকেল উৎপাদন করা হয়েছে, যা মূলত দেশীয় বাজারে বাজারজাত করা হয়েছে।

বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল:

মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১১৫০ একর জমিতে “বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল” স্থাপনের জন্য বেজা ও বেপজা’র মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ও পরিবেশগত সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে।

বেজা আইন ও পলিসি উন্নয়ন:

বিনিয়োগকারীদের যুগোপযোগী সেবা ও আইনী সুরক্ষা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন ২০১০ সংশোধন করা হয়েছে, যার ফলে জিটুজি ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে । এছাড়া ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন-২০১৮, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপার নিয়োগ বিধিমালা-২০১৬, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ওয়ান স্টপ সার্ভিস) বিধিমালা- ২০১৮, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল ভবন নির্মাণ বিধিমালা-২০১৭, The Customs (Economic Zone) Procedures, 2017; বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫; Bangladesh Economic Zones (Workers Welfare Fund) Policies, 2017 সহ ১১টি বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতি প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সহায়ক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে শুল্ক, মূসক ও আয়কর অব্যাহতি ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ৩০ ধরনের এসআরও জারী করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সুরক্ষার উপযোগী আইনী কাঠামো প্রণয়ন করা সম্ভবপর হয়েছে, যা দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীগণকে অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করবে।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস:

বাংলাদেশে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের শিল্প স্থাপন করার ক্ষেত্রে এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর হতে বিভিন্ন বিষয়ে অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়। এসকল অনুমোদন গ্রহণ প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ এবং জটিল বিধায় বিদেশী বিনিয়োগকারীরা অনেক ক্ষেত্রেই বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হন। বেজা বিনিয়োগকারীদের এ সকল অসুবিধা বিবেচনায় নিয়ে বিনিয়োগকারীদের জন্য "ওয়ান স্টপ সার্ভিস" প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত সকল ধরনের সেবা প্রদান করা যাবে। সে উদ্দেশ্যে বেজা'র উদ্যোগী ভূমিকায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ পাশ করা হয়। এ আইনের আওতায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৮ জারি করা হয়েছে। ফলে বিনিয়োগকারীদের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাসময়ে সেবা প্রদানের বাধ্যবাধকতার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস-এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের ১১টি সেবা (ভূমি বরাদ্দের আবেদন, প্রজেক্ট ক্লিয়ারেন্স, ভিসা এসিস্ট্যান্স, ভিসা রিকমেন্ডেশন, ওয়ার্ক পারমিট, এক্সপোর্ট পারমিট, ইমপোর্ট পারমিট, লোকাল সেলস পারমিট, লোকাল পারচেজ পারমিট, স্যাম্পল ইমপোর্ট পারমিট, স্যাম্পল এক্সপোর্ট পারমিট) সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং আরও ২৭ ধরনের সেবা প্রদানের জন্য Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন করা হয়েছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সকল সেবাসমূহ প্রদানের লক্ষ্যে এপ্রিল, ২০১৯-এ জাইকার সহযোগিতায় বেজা কার্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করা হচ্ছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুর ফলে দেশের Ease of Doing Business সূচকের উন্নতি সাধন হবে যা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

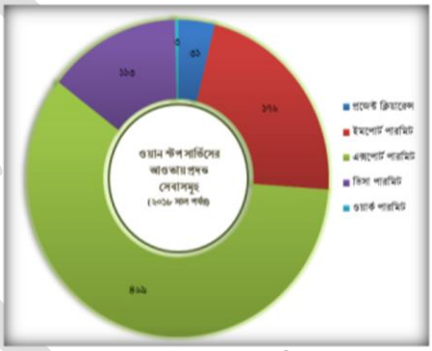

অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা:

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে শ্রম ঘন এলাকায় শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত উদ্যোগ বাস্তবায়নে কৃষি জমি নষ্ট না করে অনাবাদি ও চর ভূমিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বেজা জমি বন্দোবস্ত ও অধিগ্রহণ করছে। পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব রোধে প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিকল্পিত উপায়ে গ্রিন বেল্ট, সিইটিপি, এসটিপি, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার, ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় **বর্জ্য** ব্যবস্থাপনা স্থাপন করা হচ্ছে। প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য সেন্ট্রাল এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (সিইটিপি) স্থাপন করা হচ্ছে এবং পরিবেশ দূষণের নির্ধারিত প্যারামিটারসমূহ (বিওডি, সিওডি, টিডিএস, পিএইচ, টিএসএস ইত্যাদি) সার্বক্ষণিকভাবে মনিটরিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে 3R Strategy (Reduce, Reuse, Recycle) অনুসরণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এর ফলে অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ ও আশেপাশের পরিবেশ সুরক্ষিত হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানাসহ অন্যান্য স্থাপনাকে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষার জন্য বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে সমস্ত স্থাপনা নির্মাণের জন্য **Bangladesh Economic Zones (Construction) Rules, 2017-এর বিধিসমূহ প্রয়োগ করা হচ্ছে।**

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চলকে গ্রীন ইকোনমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বেজা সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। গ্রীন ইকোনমিক জোন গড়ার জন্য ইতোমধ্যে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। এ টাস্ক ফোর্স কর্তৃক অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে শিল্প স্থাপনের জন্য গ্রীন ইকোনোমিক জোন পলিসি ও গাইডলাইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র নির্দেশনা অনুযায়ী রেইন ওয়াটার হার্ভেস্ট এবং অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পানির জন্য জলাধার নির্মাণ করা হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে সবুজায়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমান বৃক্ষ রোপণ করা হচ্ছে। বেজা'র স্টেকহোল্ডারদের সহায়তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরসহ (মিরসরাই, ফেনী ও সীতাকুন্ড অর্থনৈতিক অঞ্চল) অন্যান্য অর্থনৈতিক অঞ্চলে ইতোমধ্যে ২০ লক্ষাধিক বৃক্ষ রোপণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বেজা সামাজিক সুরক্ষার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে "ইজেড ওয়েলফেয়ার পলিসি" প্রণয়নের পাশাপাশি প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে ডে কেয়ার সেন্টার, মহিলা কর্মীদের অগ্রাধিকার , স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মেডিকেল সহযোগিতা,দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, বীমাসহ সময়মত বেতন ও অন্যান্য সুযোগ প্রদানে কাজ করছে । এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ও স্থানীয় জনগণকে পুনর্বাসন ও চাকুরী প্রদানে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

DRAFT

পটভূমি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা বিশেষতঃ পশ্চাৎপদ অঞ্চলে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সে লক্ষ্যে ২০১০ সালে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ পাশ হয়।

বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আনয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিগত সত্তর দশকের শেষার্ধে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা বা ইপিজেড স্থাপনের কার্যক্রম সূচিত হয়। বিগত চার দশকে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাগুলো দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে সীমিত অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো শুধুমাত্র রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের সীমাবদ্ধতা। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাগুলোতে বৈদেশিক পুঁজি আহরণ সন্তোষজনক হারে বৃদ্ধি পেলেও দেশীয় উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি হয়নি। তদুপরি ইপিজেডগুলোতে পোশাক শিল্প ব্যতিত অন্যান্য শিল্প খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা যায়নি বিধায় দেশের রপ্তানি বাজারে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হয়নি এবং অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজনও পর্যাপ্ত হয়নি।

বেজার ৬ষ্ঠ গভর্নিং বোর্ড সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

এ সকল সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে শিল্প বিকাশ সাধনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকার অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশি-বিদেশি যে কোন শিল্পোদ্যোক্তা রপ্তানিমুখী কিংবা অভ্যন্তরীণ বাজার চাহিদাভিত্তিক শিল্প স্থাপন, পরিচালনা এবং উৎপাদিত পণ্য বিপণন করতে পারবে। এছাড়া, সেবা খাত ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বিকাশেও অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬০ মিলিয়ন। দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাদের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বিগত একদশক যাবৎ গুণিতক হারে বাড়ছে। এ প্রেক্ষাপটে দেশে আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার ঘটেছে এবং সেবা খাতেও বিনিয়োগ শক্তিশালী হচ্ছে। এসকল খাতে দেশীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি

বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে। দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকে সকল খাতের বিনিয়োগকারীদের উপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বেজা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

বেজা গভর্নিং বোর্ড

চেয়ারপার্সন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী বোর্ড

নির্বাহী চেয়ারম্যান

নির্বাহী সদস্য- পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

নির্বাহী সদস্য- বিনিয়োগ উন্নয়ন

নির্বাহী সদস্য- প্রশাসন ও অর্থ

অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিচালনা পদ্ধতি

পিপিপি জোনঃ বেসরকারি জোন ডেভেলপার

জি টু জি জোনঃ বিদেশি সরকার মনোনীত জোন বিনিয়োগকারী

বেসরকারি জোনঃ বেসরকারি জোন পরিচালনাকারী

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ট্যুরিজম/আইটি/বিশেষ পণ্য)

সরকারী সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জোনঃ সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা

সরকারি জোন- বেজা

DRAFT

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকরীগণ

৩রা এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেজার বিভিন্ন জোনের উন্নয়ন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
সদর দপ্তর
সাংগঠনিক কাঠামো
জনবল (১৩০)

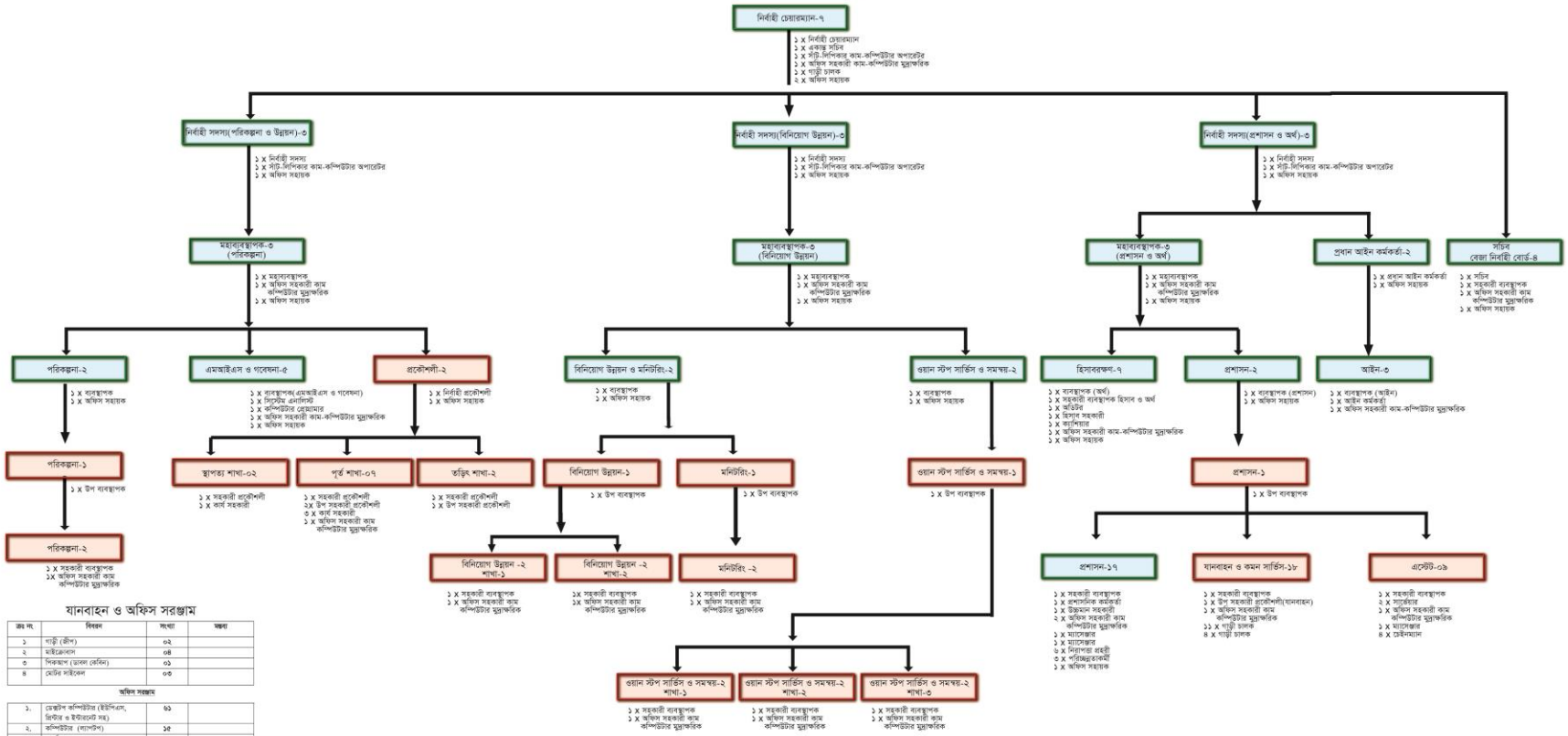

যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম

ক্রম নং	বিবরন	সংখ্যা	মন্তব্য
১	গাড়ী (জীপ)	০২	
২	মাইক্রোবাস	০৪	
৩	পিকআপ (ডাবল কেবিন)	০১	
৪	মোটর সাইকেল	০৩	

অফিস সরঞ্জাম

১.	ডেস্কটপ কম্পিউটার (ইউপিএস, প্রিন্টার ও ইন্টারনেট সহ)	৬১	
২.	কম্পিউটার (ল্যাপটপ)	১৫	
৩.	সার্ভার	০৩	
৪.	ফটোকপিয়ার (রঙীন)	০১	
৫.	ফটোকপিয়ার (সাদাকালো)	০৫	
৬.	ফ্যাক্স	০৭	
৭.	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	০৪	
৮.	কনফারেন্স সিস্টেম	০১ সেট (৬০ লাইন)	৩০ লাইন হবিগঞ্জ অঃ অঃ এ স্থানান্তরিত
৯.	টেলিফোন (ল্যান্ড)	নীতিমালা অনুযায়ী	
১০.	ইন্টারকম	১ সেট (৯০ লাইন)	৩০ লাইন হবিগঞ্জ অঃ অঃ এ স্থানান্তরিত
১১.	এয়ারকন্ডিশনার (স্প্লিট/ উইনডো)	০৬	
১২.	ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম	০২	
১৩.	জেনারেটর	০১	
১৪.	রেফ্রিজারেটর	০২	
১৫.	টেলিভিশন	০৫	

বেজা'র পরিচিতি

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন ২০১০ এর ধারা ১৭ মোতাবেক অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য নভেম্বর, ২০১১ সালে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর কার্যক্রম নিবিড় তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে অত্র সংস্থাকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়েছে। এ সংস্থার মুখ্য কার্যাবলীর মধ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, লাইসেন্স প্রদান, পরিচালন, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ অন্যতম।

বেজার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশের অনগ্রসর অথচ সম্ভাবনাময় অঞ্চলে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত এলাকাসমূহে শিল্প বিকাশ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেজা ২০৩০ সাল নাগাদ সমগ্র দেশে ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান এবং ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের অতিরিক্ত রপ্তানি বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত বছরগুলোতে রাষ্ট্রীয় সফরে যে সকল দেশ সফর করেছেন, প্রায় প্রতিটি সফরে তিনি সে সকল দেশের বিনিয়োগকারীদেরকে বাংলাদেশে শিল্প বিনিয়োগের উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। তিনি বিদেশি শিল্পদ্যোক্তাদের নিজ নিজ দেশের বিনিয়োগকারীদের জন্য আলাদা অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন। এ লক্ষ্যে বিদেশি সরকারের সাথে জি টু জি ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি সম্পাদনের (জি টু জি) সুযোগ রেখে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলের ধারণাকে বহুমাত্রিক বিনিয়োগ বান্ধব করার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে সংশোধনী আনা হয়েছে, যাতে বেপজা অথবা পোর্ট অথরিটির মত সরকারি সংস্থাগুলো অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের সুযোগ লাভ করতে পারে। অধিকন্তু, জোন ডেভেলপারদের বিনিয়োগ ও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে বিনিয়োগযোগ্য অর্থ ও অভিজ্ঞতার সময়কাল হ্রাস করা হয়েছে।

বেজা'র কার্যক্রমসমূহ

-অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন ও অধিগ্রহণ;
-জোন ডেভেলপার নিয়োগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- অবকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ ও জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ, উন্নয়ন সম্পন্ন করে বিনিয়োগকারীদের নিকট হস্তান্তর;
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গীকারপূরণকল্পে জাতীয় শিল্প নীতি বাস্তবায়ন করা।

অর্থনৈতিক অঞ্চলের শ্রেণি

ক) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল
খ) সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল
গ) জি-টু-জি ভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল
ঘ) বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল
ঙ) বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল
(চ) সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কর্তৃক উন্নয়ন ও পরিচালিত অর্থনৈতিক অঞ্চল

অনুমোদিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের সংখ্যা

ক) সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল-	৫৫টি
খ) বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল-	২৯ টি
গ) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব অঞ্চল -	০২টি
ঘ) জি টু জি অর্থনৈতিক অঞ্চল-	০৪টি
ঙ) ট্যুরিজম পার্ক-	০৩টি
	মোট ৮৮টি

সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো কিছুকিছু ক্ষেত্রে পিপিপি ভিত্তিতে ডেভেলপারের মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং কতিপয় ক্ষেত্রে সরাসরি বিনিয়োগকারীদের নিকট বরাদ্দ দেওয়া হবে।

প্রশাসনিক কার্যক্রম

বেজা'র প্রশাসনিক কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে গত ০২ বছরের নিম্নোক্ত অগ্রগতি হয়েছেঃ

- বেজা সদর দপ্তরের জন্য ৫৮টি পদ কাঠামোতে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।
- ১১টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ১২৫ টি পদ কাঠামোতে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- বেজা'র নিজস্ব অফিস ভবনের জন্য শেরে-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও এ প্রশাসনিক এলাকায় ০.৮৬৮ একর জমি বেজা'র অনুকূলে বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১৭ প্রণীত হয়েছে এবং তা ১৬ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।
- বেজা'র কার্যালয় থেকে সকল অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজ মনিটরিংসহ সংশ্লিষ্ট সকল অফিসের সাথে দ্রুত সংযোগ সাধনের জন্য বেজা কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- বেজা'র নিজস্ব জমিতে প্রধান কার্যালয় ভবন না হওয়া পর্যন্ত দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিকট ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে প্রায় ২২০০০ বর্গফুট ভাড়াকৃত অফিস স্পেসে বেজা'র কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়েছে ।

DRAFT

সার্বিক অগ্রগতি চিত্র:

বেজা ইতোমধ্যে ২২টি সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য মোট ৩৩৫৯৪.৫২৬৩ একর জমি বন্দোবস্ত/অধিগ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে ৪৭২২.৪৬৩২ একর জমি অধিগ্রহণ ও ২৮৮৭২.০৬৩১ একর জমি বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়েছে। যার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক্র. নং	অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম	বেজা'র মালিকানাধীন জমি (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	বন্দোবস্তকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১	মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল	২০৫	২০৫	
২	মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল	৮,৫১১.০১	১১০৫.৭	৭৪০৫.৩১
৩	ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চল	৪,৫১৩	-	৪৫১২.৫৬
৪	সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক	৯৬৫.৩৬	৬০.৫০	৯০৪.৮৬
৫	আনোয়ারা-(২) (চাইনীজ ইকোনমিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন)	৭৮৩	৪৯২.২৪৪	২৯০.৮৭
৬	ঢাকা এসইজেড	৪০.৩১	-	৪০.৩১
৭	নারায়ণগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল	১১০	-	১১০
৮	শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল	৩৫২	২৩৯.৮৭	১১২.২৫
৯	নীলফামারী অর্থনৈতিক অঞ্চল	১০৬	-	১০৬
১০	নাফ ইকো ট্যুরিজম পার্ক	২৯২	২১.১২	২৭১.৯৩
১১	ঢাকা অর্থনৈতিক অঞ্চল	২১৬	-	২১৫.৬৫
১২	মোংলা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল	১১০	-	১১০.১৫
১৩	কুষ্টিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল	৩১২	-	৩১২.০০
১৪	আড়াইহাজার-২ অর্থনৈতিক অঞ্চল	২৫৫	-	২৫৫.১৬
১৫	হবিগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল	৫১২	-	৫১১.৮৩
১৬	সিলেট বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল	১৭০		১৬৯.৭০
১৭	জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল	৪৩৬	৩৪৩.৯৭	৯২.৯৫
১৮	মহেশখালী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সোনাদিয়া ও ঘটিভাঙ্গা)	৯,৪৬৭	-	৯৪৬৭
১৯	মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-৩	১২৪০	৪৩৬.০২	৮০৪.৭০
২০	চাঁদপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল	৩০৩৭.৮৫		৩০৩৭.৮৫
২১	আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল	৪৯১.৪৮	-	৪৯১.৪৮
২২	শেরপুর-জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল	-	১৪০.৯৭	
	মোট	৩৩৫৯৪.৫২	৪৭২২.৪৬	২৮৮৭২.০৬

DRAFT

পিপিপি অর্থনৈতিক অঞ্চল:

মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের ২০৫ একর জমি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের আওতায় বেসরকারি জোন ডেভেলপারদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলে পাওয়ারপ্যাক ইকোনমিক জোন প্রাইভেট লিমিটেড-কে ডেভেলপার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এ অঞ্চল উন্নয়নে বেজা কর্তৃক প্রায় ৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সংযোগ সড়ক, ব্রীজ, প্রশাসনিক ভবন, পাইপ-লাইনের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে ।

মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের ৫৫০ একর জমি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের আওতায় বেসরকারি জোন ডেভেলপারদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল (১ম পর্যায়) এর জন্য পাওয়ারপ্যাক-ইস্ট ওয়েষ্ট-গ্যাসমিন জেভিকে ডেভেলপার হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এ অঞ্চল উন্নয়নে বেজা কর্তৃক প্রায় ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সংযোগ সড়ক, ব্রীজ, মাটি, পাইপ-লাইনের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে ।

সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল:

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি সরাসরি বরাদ্দের আওতায় বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের নিকট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের প্রস্তাবনা অনুযায়ী আগামী তিন বৎসর সময়ে শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রায় ১৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে ২৪টি শিল্প স্থাপিত হবে। এসকল প্রতিষ্ঠানে ৪৩,৬৩১ জন লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হবে মর্মে প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে।

মীরসরাই ও ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমির উপর বৃহৎ ও বিশেষায়িত শিল্প স্থাপনের জন্য ইতঃপূর্বে দৈনিক পত্রিকা ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রসপেক্টাস ইস্যু করা হয়েছে। সরাসরি বরাদ্দের আহবানে এযাবৎ প্রায় ৫০০০ একর জমির জন্য দেশি-বিদেশি ৬৫টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মোট ১৬.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া দেশি বিদেশি ৪০টি বিনিয়োগকারীদের সাথে জমি বরাদ্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাছাড়া, মিরসরাইতে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) অনুকূলে ১১৫০ একর জমি বরাদ্দের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে মিরসরাই ও ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চলে আরো জমি বন্দোবস্ত/ অধিগ্রহণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। জমি অধিগ্রহণের পাশাপাশি সরকারি অর্থানুকুল্য এবং সহযোগী উন্নয়ন সংস্থা/দপ্তরসমূহের সহায়তায় সকল ধরনের অফসাইট অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে।

জামালপুর জেলা রাজধানীর উত্তরে অবস্থিত একটি অনগ্রসর জনপদ। জামালপুর সদর উপজেলায় বেজা মোট ৪৩৬ একর জমির উপর জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজ হাতে নিয়েছে। সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক উক্ত জোনে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করেছে। সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের সাথে আলাপ-আলোচনায় জানা যাচ্ছে যে, যথাযথ অবকাঠামোর সাথে গ্যাস সংযোগের নিশ্চয়তা পেলে শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের ন্যায় অতি শীঘ্রই বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ এ জোনের বরাদ্দ গ্রহণ করবেন।

বর্তমান সরকারের সুদূর প্রসারি অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনার আওতায় মহেশখালি উপজেলা "Energy Hub" স্থাপিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি সরকার মহেশখালি দ্বীপের সোনাদিয়া, ঘটিভাঙ্গা, কুতুবজোমসহ সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় ৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে। এসকল অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প পার্ক, এসইজেড, ট্যুরিজম পার্ক ও জি টু জি জোন স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ উক্ত দ্বীপে বৃহৎ বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করছে। যথাযথ অবকাঠামো তৈরি করা হলে মহেশখালি এলাকায় বিপুল পরিমান বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।
কক্সবাজার জেলাস্থিত টেকনাফ উপজেলার সাবরাং ও জালিয়ারদ্বীপ এলাকাদ্বয় সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের গেইটওয়ে হিসেবে বিবেচিত। বছরের অধিকাংশ সময় কক্সবাজারের এ অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক পর্যটকের উপস্থিতি থাকে। বেজা এ দুটি এলাকাকে পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য উন্নয়ন করছে। সাবরাং ট্যুরিজম পার্কে জমি বরাদ্দের জন্য বিনিয়োগকারীদের নিকট থকে প্রস্তাব আহবান করা হয়েছে।

জি টু জি অর্থনৈতিক অঞ্চল:

চট্টগ্রাম জেলাস্থিত আনোয়ারা উপজেলায় স্থাপিতব্য ৭৮৩ একর জমির উপর চাইনিজ ইকোনমিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনের বিষয়ে ইতোমধ্যে একটি খ্যাতনামা চীনা ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানের সাথে বেজা জয়েন্ট ভেঞ্চার চুক্তি সম্পাদন করেছে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে চীনা প্রতিষ্ঠানটি উক্ত অবকাঠামো নির্মানের কাজ শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে, চীনের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে উৎপাদন মূল্যবৃদ্ধির কারণে চীনা শিল্প বিনিয়োগকারীগণ ব্যাপক হারে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। চট্টগ্রামের আনোয়ারাস্থিত উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল শুধুমাত্র চীনা বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় ১০০০ একর জমির উপরসম্পূর্ণ জাপানী বিনিয়োগকারীদের জন্য জি টু জি ভিত্তিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের বিষয়ে Sumitomo Corporation এবং বেজার মধ্যে এ বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ২৪% বেজা ও ৭৬% সুমিতোমো কর্পোরেশন হারে ইক্যুইটি শেয়ারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের জমি অধিগ্রহণ শেষ হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫০০ একর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

DRAFT

বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল:

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ইতোমধ্যে ১০টি বেসরকারি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য চূড়ান্ত লাইসেন্স প্রদান করেছে। আরও ১২টি প্রতিষ্ঠান প্রাক-যোগ্যতাপত্র গ্রহণ করে চূড়ান্ত লাইসেন্স প্রাপ্তির শর্তসমূহ পূরণ করার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভ্যন্তরে ৩৯টি দেশি-বিদেশি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এ কার্যালয় থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য প্রজেক্ট ক্লিয়ারেন্স প্রদান করা হয়েছে। প্রজেক্ট ক্লিয়ারেন্স প্রাপ্ত ৩১টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করা হয়েছে এবং ২১টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন শুরুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া লাইসেন্সে প্রাপ্ত বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে এ পর্যন্ত মোট ১.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং ১৪০০০ জন লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং প্রাক-যোগ্যতাপত্রপ্রাপ্ত বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের জমির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল:

অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম	জমির পরিমান (একর)	মন্তব্য
(১) মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চল	৬৮	লাইসেন্স প্রাপ্ত
(২) আব্দুল মোনেম অর্থনৈতিক অঞ্চল	১৯০	লাইসেন্স প্রাপ্ত
(৩) আমান অর্থনৈতিক অঞ্চল	৮৩	লাইসেন্স প্রাপ্ত
(৪) বে অর্থনৈতিক অঞ্চল	৩৮	লাইসেন্স প্রাপ্ত
(৫) মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্থনৈতিক অঞ্চল	৭২	লাইসেন্স প্রাপ্ত
(৬) সিটি অর্থনৈতিক অঞ্চল	৭৮	লাইসেন্স প্রাপ্ত
(৭) এ কে খান অর্থনৈতিক অঞ্চল	২০০	প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত
(৮) আরিশা অর্থনৈতিক অঞ্চল	৫১	প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত
(৯) ইউনাইটেড সিটি আইটি পার্ক	২	প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত
(১০) ইস্ট-ওয়েস্ট বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল	১০৬	লাইসেন্স প্রাপ্ত
(১১) বসুন্ধরা অর্থনৈতিক অঞ্চল	৫৬	প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত
(১২) সোনারগাঁও অর্থনৈতিক অঞ্চল	৫৫	প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত
(১৩) আকিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল	১০০	প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত
(১৪) কুমিল্লা অর্থনৈতিক অঞ্চল	১০৩	প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত
(১৫) সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল	১০৩৬	লাইসেন্স প্রাপ্ত
(১৬) কিশোরগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল	৯১	লাইসেন্স প্রাপ্ত
(১৭) কর্ণফুলী ড্রাই ডক স্পেশাল ইকোনমিক জোন	১৮	লাইসেন্স প্রাপ্ত
(১৮) হামিদ ইকোনমিক জোন	৫৫	প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত
(১৯) হোসেন্দী ইকোনমিক জোন	১০৮	প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত
সর্বমোট	২৫১০	

DRAFT

অর্থনৈতিক অঞ্চলে জলাধার নির্মাণ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদনের প্রাক্কালে প্রতিটি জোনে প্রাকৃতিক জলাধার নির্মাণ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের নির্দেশ প্রদান করেছেন। উক্ত নির্দেশানুসারে শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১১২ একর জলাভূমি সংরক্ষণ করা হয়েছে। মিরসরাই ও ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২০০ একর কৃত্রিম জলাধার "শেখ হাসিনা সরোবর" নামে লেক নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল এলাকায় নদী-নালা, খাল, ছড়া ইত্যাদি সমন্বয়ে প্রায় ১০০০ একর জমি প্রাকৃতিক জলাধার হিসেবে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একই ধারা অনুসরণে ভবিষ্যতে বাস্তবায়িতব্য সকল অর্থনৈতিক অঞ্চলে এরূপ জলাধার নির্মাণ করা হবে। এতদ্ব্যতিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্প ইউনিটগুলোকে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের পরামর্শ দিয়ে ভবন নকশা তৈরির অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রস্তাবিত শেখ হাসিনা সরোবর – মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল

অর্থনৈতিক অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন

বেজা কর্তৃক অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সহযোগিতায় প্রায় ৪৪৫১ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বেজা'র কাজে বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, পিজিসিবি, এলজিইডি, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও জালালাবাদ গ্যাস ডিঃবিঃ কোম্পানি সহযোগী ভূমিকা পালন করছে।

(কোটি টাকায়)

অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম	উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সংস্থা								
	বেজা	সওজ বিভাগ	কে. জি.ডি সি.এল	পা:উ:বো	পি জি সি বি	এলজিইডি	আরইবি	জে জি ডি সিএল	সর্বমোট
মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল-১ম পর্যায়	৫৮.০২	-	-	-	-	-	-	-	৫৮.০২
মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল-২য় পর্যায়	৬১৫.১২	-	-	-	-	-	-	-	৫৪৪.৮৩
মিরসরাই-সোনাগাজী ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি	-	১২৩.৫৭	২৬৬.৭৯	১১২৩.০০	৪৫০.০০	-	-	-	১৯৬৩.৩৬
নাফ ট্যুরিজম পার্ক	১৫৩.১৬	-	-	-	-	-	-	-	১২২.৯৫
সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক	৩০৩.৯২	২২.০০	-	-	-	৪.৬৩	৯.৫০	-	১৫৮.৫৯
মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল	৫০.২২	-	-	-	-	-	-	-	৫০.২২
শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল	৩৩.৭২	-	-	-	-	-	-	২৪.০০	৩৬.০৯
জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল	৩৩০.৩৭	-	-	-	-	-	-	-	৩৩৫.৩৪
আড়াইহাজার ও মিরসরাই জোনের ভূমি অধিগ্রহণ	৭৬১.৬৫	-	-	-	-	-	-	-	৭৬১.৭৫
চাইনিজ অর্থনৈতিক ও শিল্পাঞ্চল (আনোয়ারা-২)	৪২০.৩৭	-	-	-	-	-	-	-	৪২০.৩৭
সর্বমোট	**২৭২৬.৫৫**	**১৪৫.৫৭**	**২৬৬.৭৯**	**১১৮৩.০০**	**৪৫০.০০**	**৪.৬৩**	**৯.৫০**	**২৪.০০**	**৪,৪৫১.৫২**

বেজা - বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
সওজ - সড়ক ও জনপথ
কেজিডিসিএল - কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ
পাউবো - পানি উন্নয়ন বোর্ড
পিজিসিবি - পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ
এলজিইডি - লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
আরইবি - রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড
জেজিডিসিএল - জালালাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ

DRAFT

মুখ্য সচিবের বঙবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শন

মুখ্য সচিবের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শন

নির্মাণাধীন অর্থনৈতিক অঞ্চল

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল (পিপিপি জোন)

মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ডের ১ম সভায় মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল বাগেরহাট জেলা'র মোংলা উপজেলাধীন মোংলা সমুদ্র বন্দর ও মোংলা ইপিজেড এর পাশে ২০৫ একর জমির উপর অবস্থিত। মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নে ইতোমধ্যে ডেভেলপার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে । সিকদার গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান পাওয়ার প্যাক ইকোনমিক জোন প্রাইভেট লিমিটেডকে ডেভেলপার হিসেবে গত ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে নিয়োগ প্রদান করা হয় । মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়নের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় ২৫০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে । অর্থনৈতিক অঞ্চলে বেজা কর্তৃক প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সংযোগ সড়ক, ব্রীজ, সুপেয় পানি সরবরাহ লাইন, বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে । ডেভেলপার অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভ্যন্তরে সংযোগ সড়ক, পানি সরবরাহ লাইন, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। শীঘ্রই মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প-কারখানা স্থাপন শুরু হবে।

ব্রীজ নির্মাণ

প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ

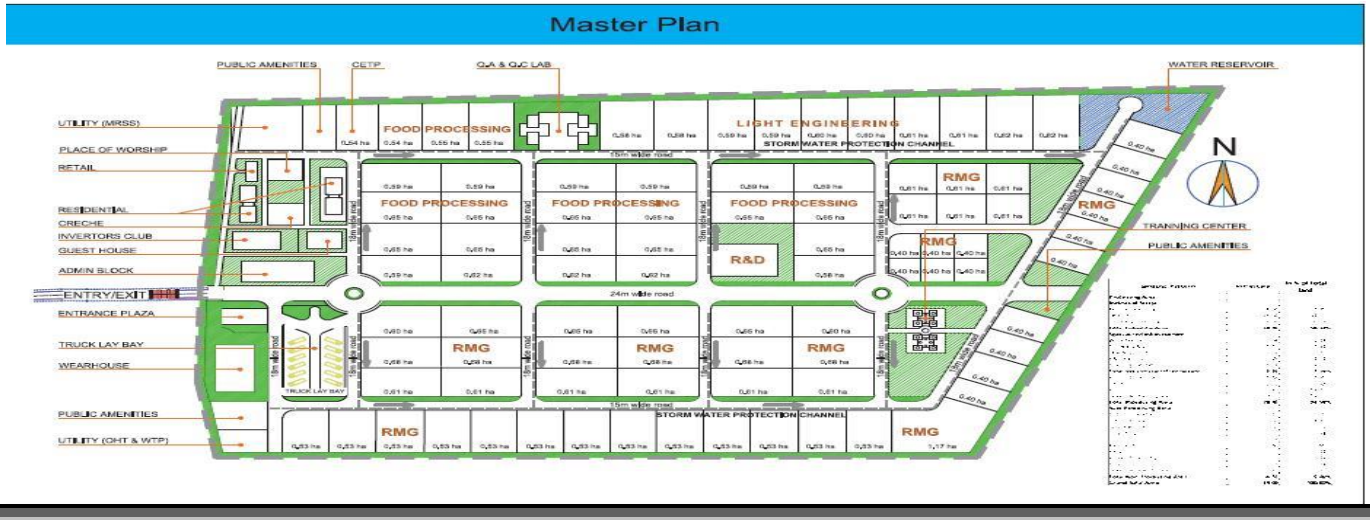

মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন চিত্র

বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ

বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন নির্মাণ

সুপেয় পানি সংরক্ষণে রিজার্ভার নির্মাণ

Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpanagar

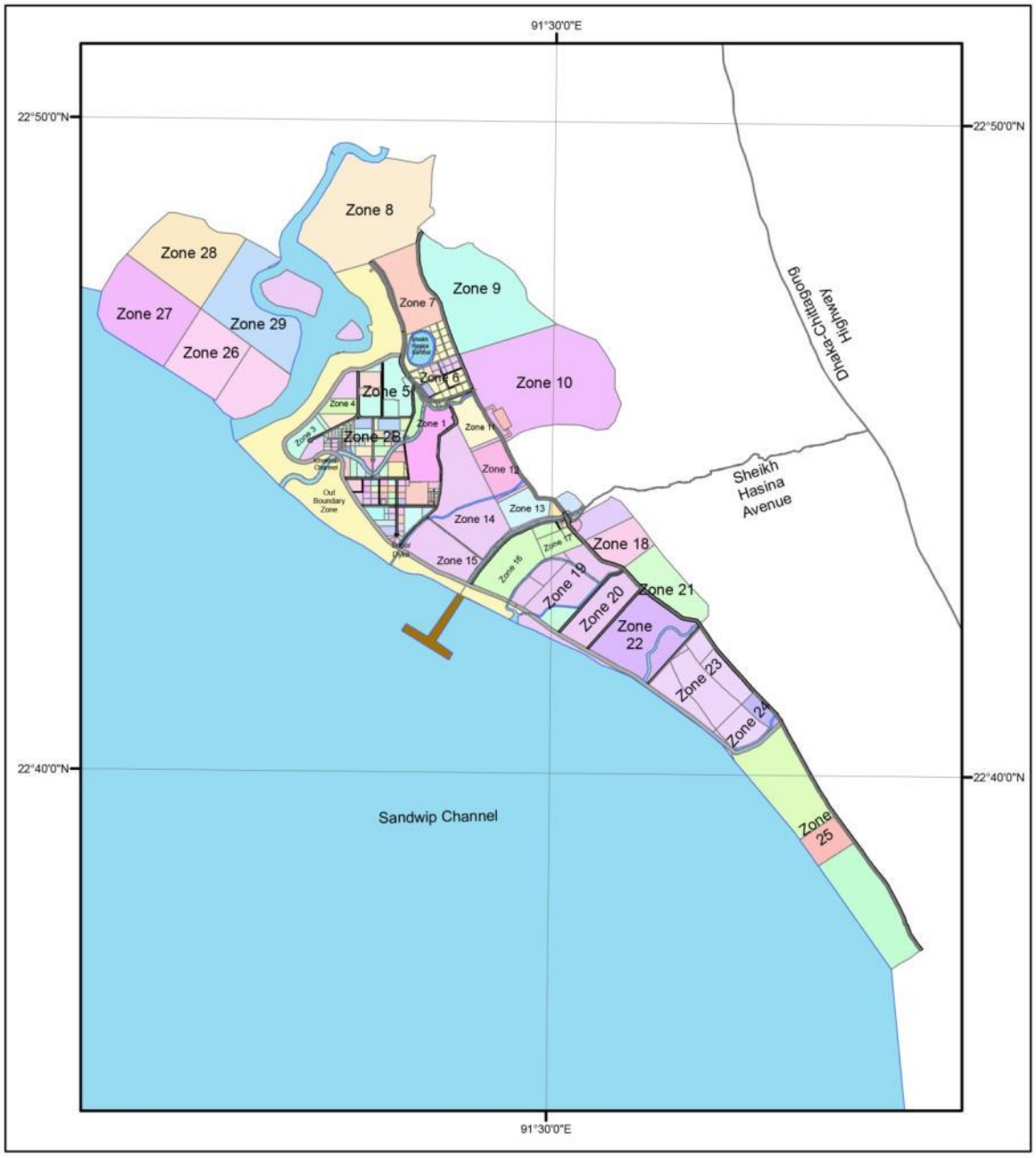

Road

Waterbody

Proposed Location for Jetty

BANGLADESH ECONOMIC ZONES AUTHORITY

N

W E

S

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই ও ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় প্রায় ৩০০০০ একর জমির উপর একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্প শহর গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। শিল্প শহরটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক হতে মাত্র ১০ কিলোমিটার ও বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম হতে মাত্র ৬৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। শিল্প শহরের সমন্বিত মাস্টার প্ল্যান তৈরির জন্য বেজা ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করেছে। শিল্প শহরের অভ্যন্তরে বিশ্বমানের সকল সুবিধাদি থাকবে যেমন ঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সমুদ্র বন্দর, কেন্দ্রীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/পানি শোধণাগার, আবাসিক এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা, ট্যুরিজম পার্ক, লেক, খেলাধুলার মাঠ, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, বিদ্যালয় **এবং** ক্লিনিক ও হাসপাতাল ইত্যাদি । এ লক্ষ্যে বেজা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহযোগিতায় নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ বাস্তবায়ন করছে:

ক্র নং	কাজের বিবরণ	বাজেট (কোটি টাকায়)	ব্যবস্থাপনা	অগ্রগতি
	বড়তাকিয়া থেকে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়ক প্রকল্পের	১৪৬	সড়ক ও জনপথ বিভাগ	• ১৮টি (৯৩ মিটার) কালভার্ট পুনঃনির্মাণ/ নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। • ৬.৯০ কিলোমিটার সড়ক পুনঃনির্মাণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। • ৩.১০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে।
২	মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রাম-এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	২৬৬.৭৯	কর্ণফুলী গ্যাস ডি.কো.লি	• জিটিসিএল ডিপোজিট ওয়ার্কের মাধ্যমে পাইপ লাইন নির্মাণের কাজ করবে। • কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ লিঃ কে জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
৩	মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ	১৬৫৭.০০	বাংলাদেশ পানি উ.বো.	• বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী'কে সিঙ্গেল সোর্সে কাজ প্রদান করা হয়েছে।
৪	২৩০ কেভি গ্রীড স্টেশন স্থাপন	৪৫০.০০	পিজিসিবি	• ৫০ একর জমি প্রদানে বেজা ও পিজিসিবির মধ্যে একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। • পিজিসিবি এ বিষয়ে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করেছে।
৫	মিরসরাইতে সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্প	-	চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি	• পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।
৬	মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে রেল সংযোগ প্রকল্প	-	বাংলাদেশ রেলওয়ে	• ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ চলমান রয়েছে ।

DRAFT

শেখ হাসিনা সরণি - **বড়তাকিয়া (আবু তোরাব) থেকে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়ক প্রকল্পের তথ্যাদি।**

- **প্রকল্পের নাম ঃ বড়তাকিয়া (আবু তোরাব) থেকে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়ক প্রকল্প।**
- **প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলকে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের (এন-১) তথা চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে সংযুক্তকরণ।**
- **প্রকল্পের দৈর্ঘ্য ঃ ১০.০০ কিলোমিটার।**
- **সড়কের** প্রশস্ততা ঃ ১২.৩০ মিটার
- প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ঃ টা: ১২৩৫৭.৪০ লক্ষ।
- **প্রকল্পের কাজের বিবরণঃ**
  - ৬.৯০ কিলোমিটার সড়ক পুনঃনির্মাণ কাজের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন।
  - ৩.১০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ কাজের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন।
  - ১৮টি (৯৩ মিটার) কালভার্ট পুনঃনির্মাণ/ নির্মাণ কাজ।
- **২২.৯৯ হেক্টর (৫৬.৭৯২ একর) ভূমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ পর্যায়ে হয়েছে।**

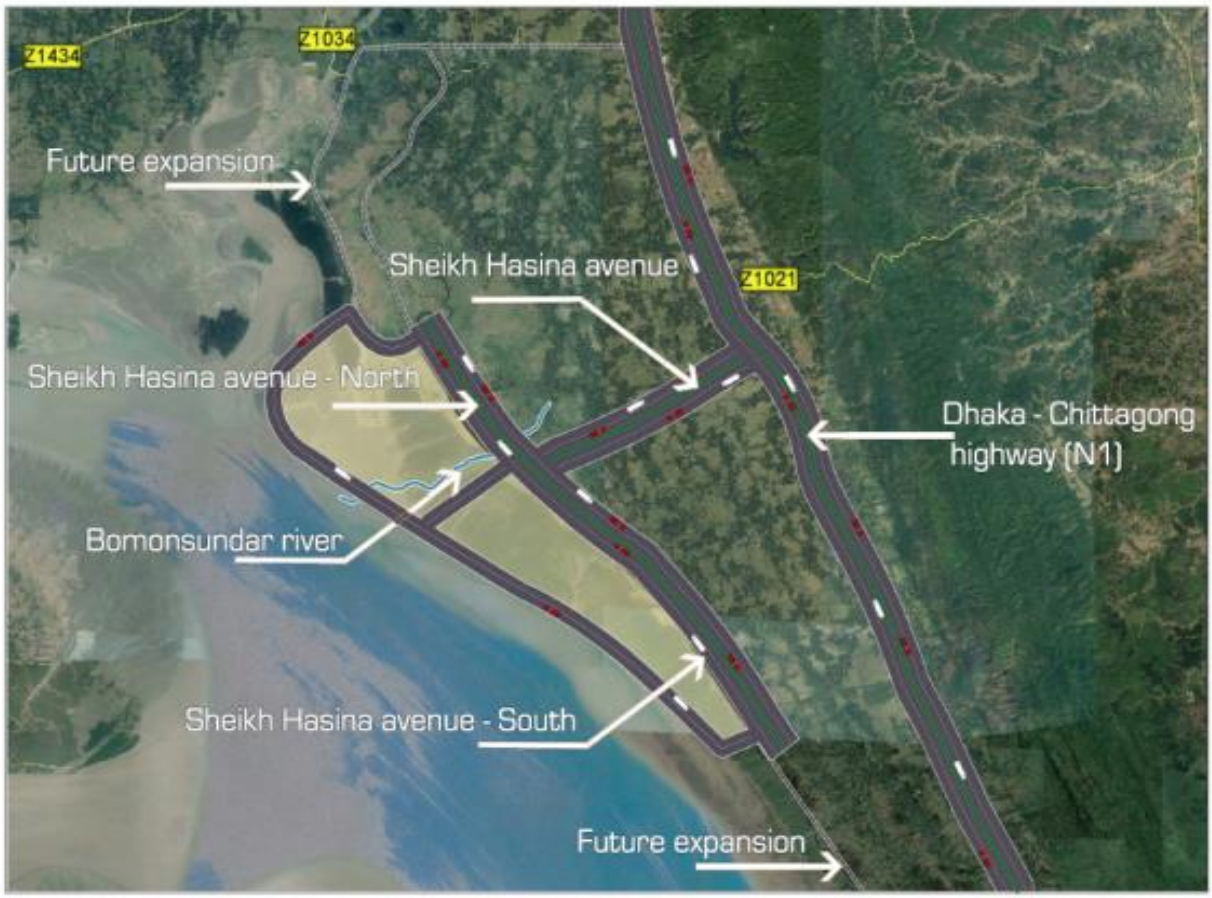

শেখ হাসিনা সরণী নির্মাণ প্রকল্প

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরে নির্মিয়মান ১৬ ভেন্ট স্লুইস গেইট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরে নির্মিতব্য পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য সাইট অফিস

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরে নির্মিতব্য পাওয়ার প্ল্যান্ট

" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর , চট্টগ্রাম-এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প"

মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজনীয় গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণের জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার নির্দেশক্রমে ২০০ এমএমএসসিএফএডি গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল) কর্তৃক **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর**, চট্টগ্রাম-এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে বর্ণিত প্রকল্পটি ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে কেজিডিসিএল এর অর্থায়নে গ্যাস ট্রান্সমিশিন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) কর্তৃক সম্পাদিত হবে। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ নিম্নরূপঃ

- প্রকল্পের নাম ঃ **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর** -এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ও কেজিডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প **Construction of Gas Pipeline for Mirsarai Economic Zone and KGDCL Gas Distribution Network Upgradation Project.**
- **বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড** ।
- বাস্তবায়নের ধরন ঃ "ডিপোজিট ওয়ার্ক" হিসেবে।
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর এ ২০০ এমএমসিএফএডি গ্যাস সরবরাহকরণ।**
- কেজিডিসিএল গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের সক্ষমতা ৩৫০ এমএমএসসিএফডি হতে ৫০০ এমএমএসসিএফডি-তে উন্নীত করে কেজিডিসিএল অধিভুক্ত শিল্প গ্রাহকের আঁঙ্গিনায় পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহকরণ।
- **প্রকল্পের প্রস্তাবিত ব্যয় ঃ মোট ঃ ২৬৬.৭৯ কোটি টাকা।**
  কেজিডিসিএল এর নিজস্ব খাত ঃ ২৬৬.৭৯ কোটি টাকা।
- প্রকল্পের অবস্থান ঃ মিরসরাই, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা, চট্টগ্রাম।
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জানুয়ারি'২০১৭ হতে জুন'২০১৯ পর্যন্ত।
- প্রকল্পের কাজসমূহ ঃ
  - ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পশ্চিম পাশে স্থাপিত জিটিসিএল এর ২৪" বাখরাবাদ-চট্টগ্রাম সঞ্চালন লাইনের বড়তাকিয়া বাজার সংলগ্ন স্থান হতে মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল পর্যন্ত প্রস্তাবিত এপ্রোচ রোড বরাবর ১৬" ব্যাসের ১০৫০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ১১ কিমি সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ।
  - অর্থনৈতিক অঞ্চলের চাহিদাকৃত গ্যাস রেগুলেটিং ও মিটারিং এর লক্ষ্যে **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর এর** অভ্যন্তরে ২০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ০১টি সিটি গেইট স্টেশন (সিজিএস) স্থাপন।
  - সিজিএস পয়েন্ট হতে উত্তর দিকে অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভ্যন্তরে ১৬" ব্যাসের ৩৫০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ৬ কিমি বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ যা পরবর্তীতে গ্রাহকদের Main Source Line হিসাবে কাজ করবে।
  - অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভ্যন্তরে বিতরণ নেটওয়ার্ক এর সংযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ০২টি এইচপি-ডিআরএস (প্রতিটি ৫০ এমএমএসসিএফডি) স্থাপন।
  - বড়তাকিয়া বাজার সংলগ্ন স্থানে স্থাপিত জিটিসিএল এর ২৪" বাখরাবাদ-চট্টগ্রাম সঞ্চালন লাইনের সাথে প্রস্তাবিত ১৬" ট্রান্সমিশন লাইনটি হট ট্যাপিং এর মাধ্যমে সংযুক্তকরণ।

DRAFT

DRAFT

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প

- **প্রকল্পের নাম ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর -প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প।**
- **বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ।**
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ প্রস্তাবিত **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর এ** প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষার মাধ্যমে বিনিয়োগের **সুরক্ষা** নিশ্চিত করা।
- প্রকল্পের প্রস্তাবিত ব্যয় ঃ মোট ঃ ১১২৩.০০ কোটি টাকা।
  জিওবি খাত ঃ ১১২৩.০০ কোটি টাকা।
- প্রকল্পের অবস্থান ঃ **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর এর পার্শ্ববর্তী সমুদ্রতীরবর্তী এলাকার প্রায় ১৬ কিলোমিটার।**
- প্রকল্পের কাজসমূহ ঃ
  - **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর** এলাকার পার্শ্ববর্তী সমুদ্রতীরবর্তী এলাকার প্রায় ১৬ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ ।
  - ১৬কিলোমিটার বাঁধটিকে ২ লেন সড়ক হিসেবে ব্যবহারের জন্য সড়ক নির্মাণ।

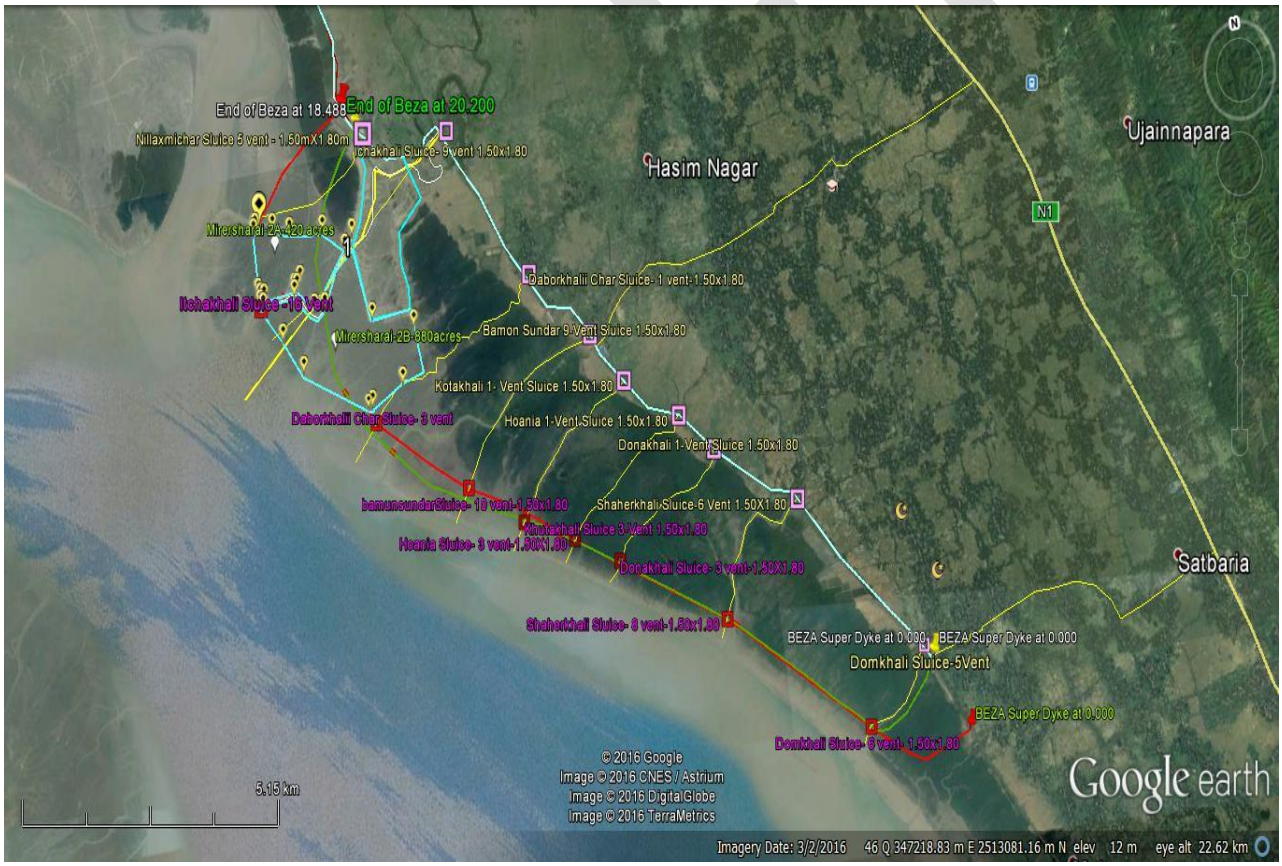

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর (১ম পর্যায়)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর (১ম পর্যায়) এ মোট জমির পরিমান ৫৫০ একর। অর্থনৈতিক অঞ্চলটি নির্মাণে ডেভেলেপার নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে । **ডেভেলপার হিসেবে পাওয়ারপ্যাক-গ্যাসমিন-ইস্টওয়েস্ট জেভি কে নির্বাচন করা হয় । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর** (১ম পর্যায়) সফলভাবে বাস্তবায়ন হলে প্রায় ১,০০,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে বর্তমানে যে সমস্ত উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

কাজের নাম	চুক্তির মুল্য (কোটি টাকা)	সর্বশেষ অগ্রগতি
সংযোগ সড়ক নির্মাণ	১৩.৪১	• ১০০% সম্পন্ন হয়েছে ।
ভূমি উন্নয়ন	২২.০৫	• ১০০ % ভৌত কার্যাদি সম্পন্ন হয়েছে ।
প্রতিরক্ষা বাঁধ ও ব্রীজ নির্মাণ	২৪.৮৮	• ১০০ % ভৌত কার্যাদি সম্পন্ন হয়েছে ।
পাইপ লাইনের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ	০.৮৯	• ১০০ % ভৌত কার্যাদি সম্পন্ন হয়েছে ।

ব্রীজ নির্মাণ

মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল বাধ নির্মাণের পরিকল্পনা

মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল বাধ নির্মাণের পরিকল্পনা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে নির্মিয়মান প্রশাসনিক ভবন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর (২ এ ও ২বি)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর (২য় পর্যায়) ০২টি ভাগে বিভক্ত (২এ ও ২বি)। মোট জমির পরিমান ১৩০০ একর। মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল ২য় পর্যায়ের জন্য ইতোমধ্যে ফিজিবিলিটি, সামাজিক ও পরিবেশগত **সমীক্ষা** প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর হতে অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল ২য় পর্যায়ে বর্তমানে যে সমস্ত উন্নয়ন কাজ পরিকল্পনাধীন রয়েছে তা নিম্নরূপ:

কাজের নাম	চুক্তি মুল্য (কোটি টাকা)	সর্বশেষ অগ্রগতি
ভূমি উন্নয়ন ও **প্রতিরক্ষা** বাঁধ নির্মাণ-২এ	৩২৬.৯৩	• নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। • **২০%** কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।
ভূমি উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ-২বি	১৭৩.৩৪	• নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। • **২০%** কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।
প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	২৬.১২	• নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। • **৩০%** কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।
সংযোগ সড়ক (প্রশস্তকরণ) ও ব্রীজ নির্মাণ	২৪.২৯	• নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। • **৩৫%** কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।
সংযোগ সড়ক (প্রশস্তকরণ) ও ব্রীজ নির্মাণ	২৯.৮০	• নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। • **৩০%** কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।
৩৩/১১ কেভিএ বিদ্যুৎ উপ-কেন্দ্র নির্মাণ	০৯.৫১	• ঠিকাদার নিয়োগ হয়েছে।
স্লুইসগেট নির্মাণ	২৭.৯৬	• ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। • শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।
2A অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রবেশের জন্য সংযোগ সড়ক নির্মাণ	২০.৯৮	• নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
2B অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রবেশের জন্য সংযোগ সড়ক নির্মাণ	১৩.৮৩	• নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
Accommodation shed নির্মাণ	৫.৪৩	• নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
ব্রীজসহ সংযোগ সড়ক নির্মাণ	২৬.৮১	• ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।
২x২০/২৪ MVA বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণ	১২.২৯	• পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে।
ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ	৫.১৪	• মাটি খননের কাজ চলমান।
সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য পাইপলাইন স্থাপন	৬.১০	• নির্মাণ কাজ চলমান।

DRAFT

এনিমেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর

মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের 2A অংশে মাটি ভরাট

বামনসুন্দর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর পর্যন্ত সংযোগ সড়কের তথ্যাদি

- **প্রকল্পের নাম ঃ** সংযোগ সড়ক (প্রশস্তকরণ) ও ব্রীজ নির্মাণ ।
- **প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর** এ দ্রুত ও নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য।
- **সড়কের দৈর্ঘ্য ঃ ৩.৫০ কিলোমিটার।**
- **সড়কের প্রস্থ ঃ** ৪.৩০ মিটার
    - **ঃ ৯.৩ মিটার (২ লেন একত্রিত হওয়ার পর)**
    - **ঃ ক্যারেজওয়ে-৭.৩ মিটার**
- প্রকল্পের সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টা: ২৪.২৯ লক্ষ।
- **প্রকল্পের কাজের বিবরণঃ**

প্রকল্পের কাজের বিবরণঃ

- ৩.৫০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ
- ০১টি ৫৬ মিটার ব্রীজ (বামনসুন্দর খালের উপর) ও ০১টি ৬ মিটার কালভার্ট নির্মাণ।

- **প্রকল্পের নাম ঃ সংযোগ সড়ক (প্রশস্তকরণ) ও ব্রীজ নির্মাণ**
- **প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর** এ দ্রুত ও নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য ।
- **সড়কের দৈর্ঘ্য ঃ ৩.৫০ কিলোমিটার।**
- **সড়কের প্রস্থ ঃ** ৪.৩০ মিটার
    - **ঃ ৯.৩ মিটার (২ লেন একত্রিত হওয়ার পর)**
    - **ঃ ক্যারেজওয়ে-৭.৩ মিটার**
- প্রকল্পের সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টা: ২৯.৮০ লক্ষ।
- **প্রকল্পের কাজের বিবরণঃ**

    - ৩.৫০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ।
    - ০১টি ৫১ মিটার ও ০১টি ১৮ মিটার ব্রীজ (ইছাখালী খালের উপর) নির্মাণ।

নির্মিত সংযোগ সড়ক

সংযোগ সড়ক প্রশস্তকরণ ও ব্রিজ নির্মাণ

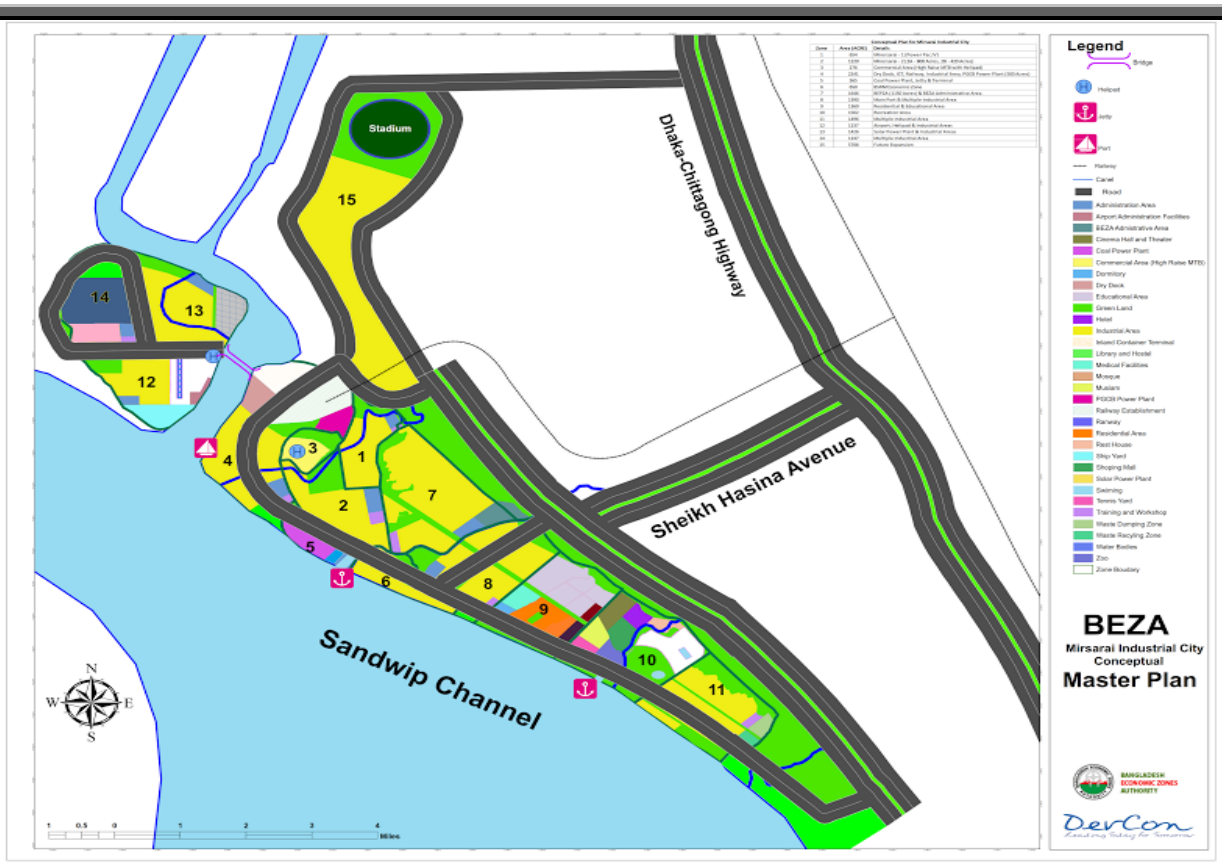

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর এর ধারণাগত মাস্টার প্লান

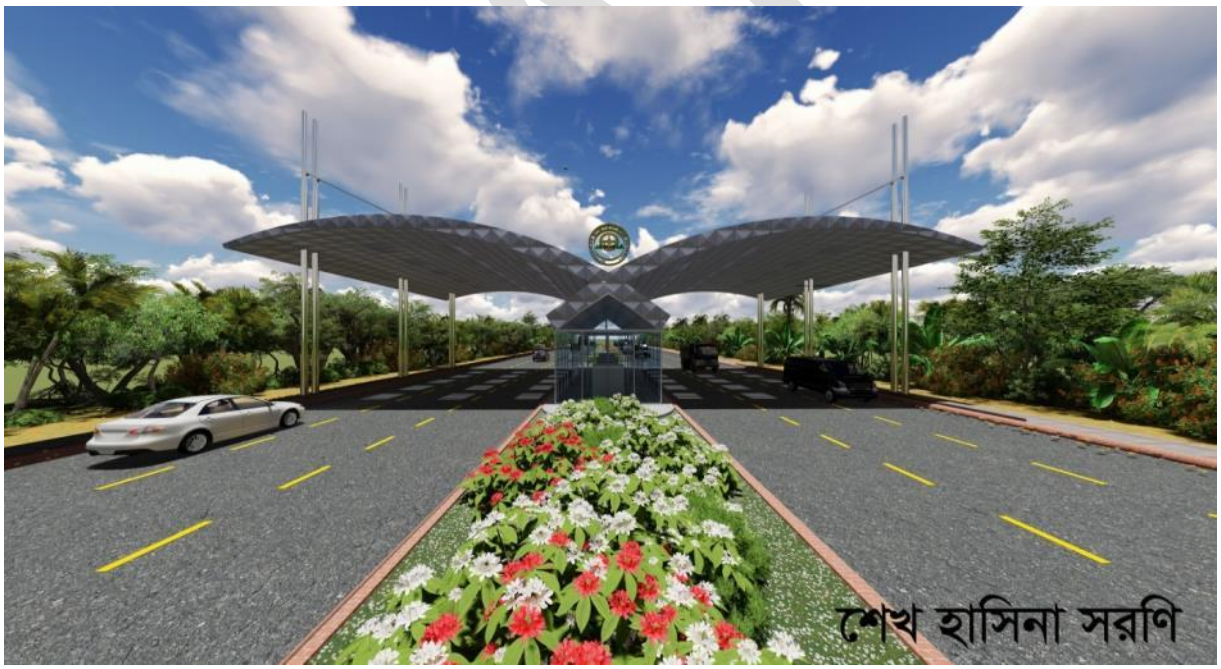

শেখ হাসিনা সরণীতে প্রবেশের জন্য নির্মিতব্য প্রবেশদ্বার

মীরসরাই-2B অর্থনৈতিক অঞ্চলে মাটি ভরাট

মীরসরাই-2A অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রবেশের জন্য সংযোগ সড়ক নির্মাণ

মীরসরাই-2B অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রবেশের জন্য সংযোগ সড়ক নির্মাণ

৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরে চীনা প্রতিষ্ঠান জিনহুয়ান কেমিক্যাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম শিল্প কারখানা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর

মিরসরাই ও ফেনী শিল্প সিটিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) কে ১১৫০ একর জমি ও এসবিজি নামক একটি যৌথ মালিকানাধীন দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে পিপিপি'র চুক্তির আওতায় ৫৫০ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এতদ্ব্যতিত, অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি সরাসরি বরাদ্দ প্রদান পদ্ধতির অনুসরণে মোট ৬৫টি আবেদনের বিপরীতে ৫৫৩০ একর জমি বরাদ্দ প্রদান/প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ সকল আবেদনের বিপরীতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ $১৬.৬৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কর্মসংস্থানের প্রক্ষেপণ ১৬৩০০০ জন। প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের খাতওয়ারী বিভাজন নিম্নরূপ:

খাত	আবেদনকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	প্রস্তাবিত বিনিয়োগ (মি: মা: ড:)	কর্মসংস্থান (জন)
বস্ত্র ও তৈরি পোশাক	৭০৫	১৫৭০.১৪২	১,০২,৫১৮
ইস্পাত ও লৌহজাত পণ্য	৭৫০	৪৫০২.৪৯	৬,৭৮৭
বিদ্যুৎ উৎপাদন	২০০৪	৭০৮১.৭৪	১৪.৪৫১
ফার্মাসিউটিক্যালস, পেইন্টস, এলপিজি গ্যাস প্লান্ট, ফুড প্রসেসিংসহ অন্যান্য	২০৭১	৩৪৮৭.৬৮	৩৮,৯৩৩
মোট	**৫৫৩০**	**১৬,৬৪২.০৩**	**১৬২.৬৮৯**

বাংলাদেশের পোশাক প্রস্তুতকারী সংগঠন বিজিএমইএ এর সদস্য শিল্পদ্যোক্তাদের জন্য ৫০০ একর জমি বরাদ্দের আবেদন জানিয়েছে। তাঁদের প্রস্তাবনামতে উক্ত গার্মেন্টস পার্কে ২.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ ও ৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে।

সরাসরি পদ্ধতিতে জমি বরাদ্দ ও প্রস্তাবিত বিনিয়োগ

ক্র: নং	বরাদ্দপ্রাপ্ত/যোগ্য প্রতিষ্ঠানের নাম	জমির পরিমাণ (একরে)	বিনিয়োগ (মি: মা: ড:)	কর্মসংস্থান (জন)
১	বসুন্ধরা শিল্প অর্থনৈতিক অঞ্চল	৫০০	৪৮৮.৮৪	২,০০০
২	অনন্ত টেক্সটাইল পার্ক	২৫০	৪৩৯.৮০	২৫,৫৩৫
৩	এ সি আই ফার্মাসিউটিকেলস	১০০	৩১৫.০০	৫,০০০
৪	যমুনা স্পেসটেক (জেভি)	৫০	১৩১.৮৮	৫১৪
৫	বিপিডিবি-পাওয়ার জেন	১৬	১৩৫.৮৩	৯২
৬	বিএসআরএম স্টিল মিলস লি:	১৪০	২৪০.১৪	২৬৬৩
৭	বিএসআরএম চিটাগং পাওয়ার কো:	১৬	২১২.৬০	৩০২
৮	পিএইচপি স্টিল ওয়ার্কস	৫০০	৪০০০.০০	১৪৭০

DRAFT

৯	বেঙ্গল প্লাস্টিক লি:	১০০	১৪১.০০	৭৫০০
১০	গ্রেটওয়াল সিরামিক্স	৪০	৩৭.৫০	১১০০
১১	ম্যাংগো টেলিসার্ভিস	১০০	৯৯.০১	৩৩০২
১২	আসওয়াদ কম্পোজিট মিলস্	৫০	১০০.০০	৪০০০
১৩	ফখরুদ্দিন টেক্সটাইলস লি:	৫০	৯৯.০০	৮০১৩
১৪	মেট্রো নিটিং এন্ড ডাইং মিলস	১০০	২১৬.০০	১৪০০০
১৫	বেজিং জেনইউএন হেংগুই ইঞ্জিনিয়ারিং	৬০০	৩০৪.০০	৫০
১৬	পিজিসিবি	৫০	২৬৪.৯১	৫৭
১৭	ম্যাকডোনাল্ড স্টিল প্রডাক্টস্	৭০	৫৯.১৯	২১৯৪
১৮	হাংজু জিনজিয়াং গ্রুপ	৮০০	৫০৫৯.০০	১৪০০
১৯	সামিট এলায়েন্স লজিস্টিকস	১০৬	১৮৮.০০	৫০০০
২০	সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স	১০০	২০৫.০০	১৫৬০
২১	আব্দুল মোনেম লি:	৩০০	৩০৪.৭৫৬	১৩০০
২২	ওরিয়ন পাওয়ার মেঘনাঘাট	২০০	৭৯২.৮৩	৩০০
২৩	ডাচ-বাংলা পাওয়ার এন্ড এসোসিয়েট	১০০	৯২.৩২৫	১২০০০
২৪	হেলথকেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস	২০	২৫.৬৮৮	৯০০
২৫	বে-এস্পেরিয়াম লি:	১০০	৮৯.৪০৯	৪১০
২৬	আরব বাংলাদেশ ফুডস লি:	১০	১২.৫০০	৫২৫
২৭	গ্যাস ওয়ান লি: (এলপিজি প্লন্ট)	২৫	২৩.৭৫	
২৮	ফর্ন ইন্টারন্যাশনাল	২৫	২৬.২৩৫	১৩৫
২৯	এশিয়ান পেইন্টস লি:	২০	৬.৭০৯	৩৫০
৩০	ইনট্রেগা এ্যাপারেন্স	১০	২২.২০	১৯০২
৩১	হ্যামকো কর্পোরেশন	১০	৩৩.৩৩	২৭১
৩২	ওএমসি গ্রুপ	২০	৬৩.৪৪৩	৫৪৬৬
৩৩	আরমান হক ডিনামস্ লি:	১০	৮.৭৯৪	৯১
৩৪	গ্রীন হেলথ লি:	১০	২০.১৬৫	১২০০
৩৫	নাফা এ্যাপারেন্স লি:	২০	৫৪.৮০	৩৫০০
৩৬	রেজা ফ্যাশন	১০	৪৬.২৯২	১২০০০
৩৭	সিরাজ সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	২০	২৩.৭৬৫	৪০০
৩৮	সামিট চিচাগং পাওয়ার লি:	২২	২২০.২৩	২৫০

DRAFT

৩৯	বিএসএ গ্রুপ	২৫	৩৭.৪৯	১০০০
৪০	জুহানা টেক্সটাইল লি:	১০	১৫.০০	১১০০
৪১	রাতুল এ্যাপারেন্স	১০	৩০.০০	১৯৯৫
৪২	সানজি টেক্সটাইল মিলস্ লি:	২০	৭২	২৮৩৪
৪৩	রফিক এ্যাপারেন্স ওয়াসিং এন্ড প্যাকেজিং	৩০	১১৩.৬৭	৮০৩৯
৪৪	আরপিসিএল-বিপিডিবি	৫০	১১২৫	২৫০
৪৫	ওয়েস্ট-বাংলা (জেভি) এসোসিয়েশান ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	১০	১২.১৪৬	৮৫০
৪৬	আলিফ এমব্রোডাইরি ভিলেজ লি:	১০	১৯.২৩৩	১০০
৪৭	বিডিকম অনলাইন লি:	১০	১৯.২৩৩	১০০
৪৮	জিজাং জিনডুন পারসিওর ভাসেল কো: লি:	৫০০	৫০৫৯.০০	১৪০০
৪৯	এনার্জি প্যাক পাওয়ার জিন লি:	৩০	৯৯	১০০০
৫০	সানজি স্টিললেস স্টিল লি:	১০	৩.১৬	১৬০
৫১	মার্সেন্ট মেলবোন মেট নেট	১০	৩.৬৬৫	১৫১
৫২	ইনট্রেগা ডিজাইন লি:	৫০	৪২.৬৭	৬৫৬
৫৩	সিম ফেব্রিক্স লি:	০৫	১৭.২৫	২৪২
৫৪	ইউএস-বাংলা গ্রুপ লি:	১০০	৭২.৮৫	২০০০
৫৫	আরেফিন এন্টারপ্রাইজ	৭০	১৮.০০	৫২
৫৬	আমান স্পিনিং মিলস লি:	৩০	৫৬.৬০	৬৪১৪
৫৭	মডার্ন পলি ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	৫০	৪৪.০৪	১৫০
৫৮	ইউরোশিয়া ফুড প্রসেসিং (বিডি) লি:	২০	৫৩.৬১	১১৫৭
৫৯	মাহিন ডিজাইন ইটিকিট (বিডি) লি:	১০	৩১.৩৭	১৫০০
৬০	হ্যামকো কর্পোরেশন লি:	১০	১৪.০৬	২৭১
৬১	গ্লোবাল এনার্জি লি:	১০	১৮.৪৮	৫১৩
৬২	কার্মো ফোম এন্ড এডিসিভ লি:	২০	৫৭.০৭	২১৩৮
৬৩	ইনমেটাল ইন্টারন্যাশনাল লি:	১০	৯.০০	৩০০
৬৪	নোভা হেলথকেয়ার এন্ড ফার্ম লি:	১০	১৭.৭৫৪	৭৭৬

DRAFT

ট্যুরিজম পার্ক উন্নয়ন

কক্সবাজার ও ট্যুরিজম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক নাফ ট্যুরিজম পার্কের উন্নয়ন কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কক্সবাজার জেলায় ৩টি ট্যুরিজম পার্ক ও ৬টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করছে। ৩টি ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনের ফলে আগামী ৮ বছরে প্রায় ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এবং এ খাত হতে বছরে প্রায় অতিরিক্ত ০২ বিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়া বাংলাদেশে ট্যুরিজমের বর্তমান অবস্থান ১২৭ হতে ২ ডিজিটের মধ্যে আসবে বলে বেজা মনে করে (The Travel & Tourism Competitiveness Index 2015 Ranking) । এই তিনটি ট্যুরিজম পার্ক বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে বাংলাদেশের ট্যুরিজম শিল্পের ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হবে। ইতোমধ্যে বেজা কর্তৃক নাফ ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনে ডেভেলপার নিয়োগের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, যেখানে ৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করে যার মূল্যায়ন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনে প্রয়োজনীয় সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং ট্যুরিজমের জন্য সরাসরি প্লট বরাদ্দের লক্ষ্যে অবিলম্বে আগ্রহপত্র আহ্বান করা হবে। সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে বেজা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিভিন্ন সভা-সেমিনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মতবিনিময় করছে এবং সেখানে অবৈধভাবে বসবাসরত ৩৩৩টি পরিবারকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনটি ট্যুরিজম পার্ক ছাড়াও মহেশখালী উপজেলায় বেজা ০৬টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন লাভ করে। এর মধ্যে মহেশখালি অর্থনৈতিক অঞ্চল, কক্সবাজার স্পেশাল ইকোনমিক জোন, মহেশখালি অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহেশখালি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এর প্রশাসনিক অনুমোদন

প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মহেশখালী-৩ (ধলঘাটা) অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৮০৪.৭০ একর খাস জমি এবং ৪৩৬.০২ একর অধিগ্রহণকৃত জমি বেজা'র মালিকানায় রয়েছে। এ স্থানটিতে বিশ্ববিখ্যাত এলপিজি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ কোরীয় SK Gas ও বাংলাদেশের সামুদা কেমিক্যাল প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব বেজা অনুমোদন করেছে এবং সামুদা কেমিক্যাল লি: এর অনুকূলে ৫১০ একর জমি বরাদ্দ করেছে। এখানে, KISC বড় আকারে স্টিল প্লান্ট নির্মাণে ২.৩ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের লক্ষ্যে প্রাক্ সমীক্ষা পর্যালোচনা করছে। বড় বড় বিনিয়োগকারীগণ সমুদ্রের গভীরতা কাজে লাগিয়ে নিজস্ব জেটি নির্মাণের পরিকল্পনা করছে ।

নাফ ট্যুরিজম পার্ক সবুজায়নে বৃক্ষরোপণ

নাফ ট্যুরিজম পার্ক এলাকার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের সৌন্দর্য

নাফ ট্যুরিজম পার্ক প্রকল্প

টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদীর একটি মনোরম দ্বীপ জালিয়ারদ্বীপ। মোট জমির পরিমান প্রায় ২৯১ একর। পাহাড় ও নদীর বৈচিত্র্যময় দৃশ্য, নির্মল বাতাস, সুউচ্চ পাহাড়ের সৌন্দর্য্য দ্বীপটিকে অনন্যসাধারন রূপ দিয়েছে। নাফ ট্যুরিজম পার্ক হবে বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পিত ট্যুরিজম পার্ক। নাফ ট্যুরিজম পার্কটি সফলভাবে বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের ট্যুরিজম খাতে এক নতুন দিগন্ত উম্মোচিত হবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২০,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। এখানে থাকবেঃ

- ✓ হোটেল, কটেজ, ইকো-ট্যুরিজম, ৯.৫ কিলোমিটার ক্যাবল কার নেটওয়ার্ক,
- ✓ ভাসমান জেটি, ঝুলন্ত সেতু, শিশু পার্ক, ইকো-কটেজ, ওসানেরিয়াম/ মেরিন এ্যাকুয়ারিয়াম
- ✓ আন্ডার ওয়াটার রেস্টুরেন্ট, ভাসমান রেস্টুরেন্ট সহ নানাবিধ বিনোদনের সুবিধা।

নাফ ট্যুরিজম পার্কে যে সমস্ত উন্নয়ন কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তা হলোঃ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	সম্ভাব্য মুল্য (কোটি টাকা)	সর্বশেষ অগ্রগতি
১	ঝুলন্ত ব্রীজ নির্মাণ	৫৫.০০	• ডিজাইন প্রস্তুতকরণ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। • শীগ্রই দরপত্র আহবান করা হবে।
২	জেটি নির্মাণ	১৯.৮১	• শীগ্রই দরপত্র আহবান করা হবে।
৩	ভূমি উন্নয়ন	২৩.৮৬	• ৭৫% ভূমি উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে।
৪	বাঁধ নির্মাণ	২৪.২৮	• ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে • শীগ্রই দরপত্র আহবান করা হবে।

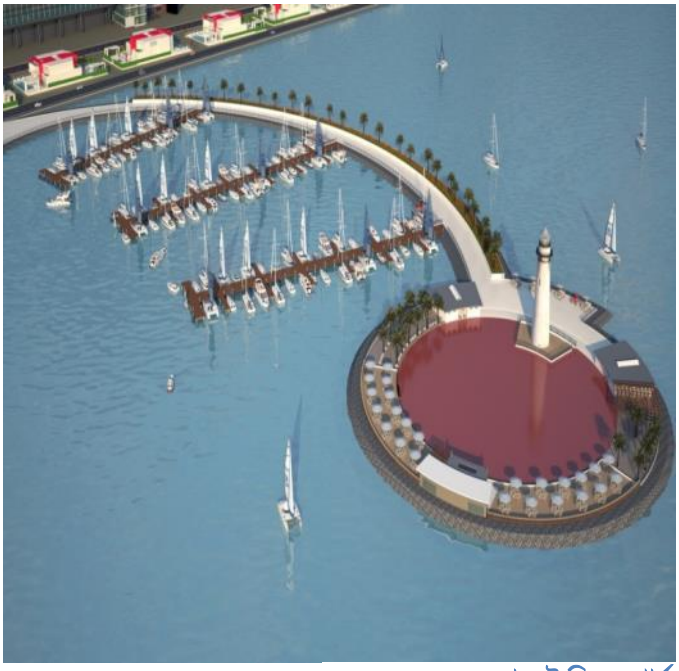

নাফ ট্যুরিজম পার্ক সাইট

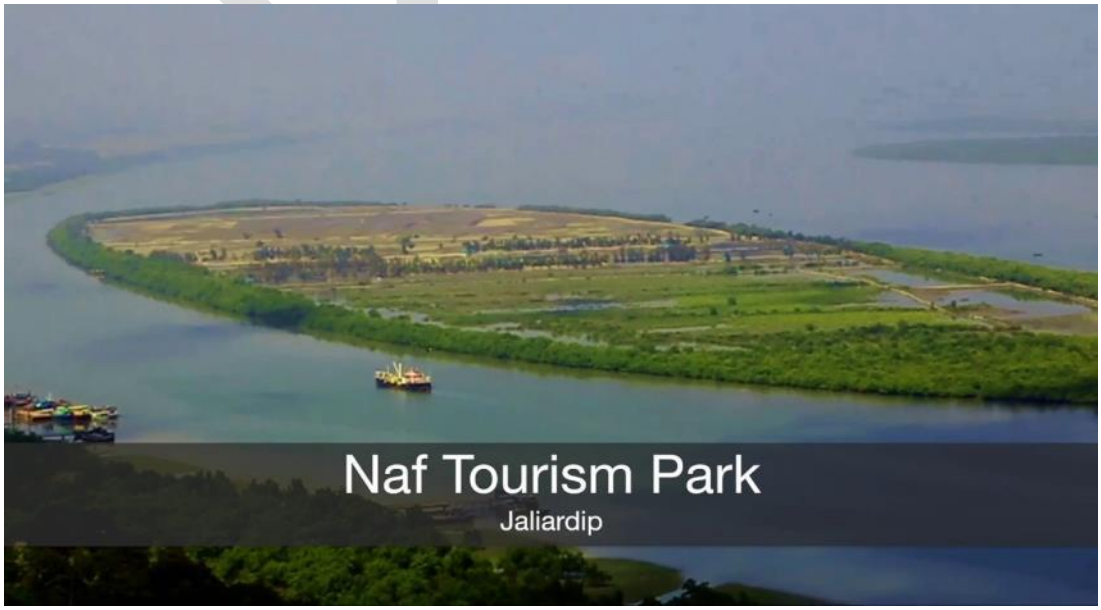

নাফ ট্যুরিজম পার্কে কেবল কার স্থাপনের জন্য চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পরামর্শক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

DRAFT

সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক

সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে টেকনাফ উপজেলার সাগর তীরে অবস্থিত। যেখানে মোট জমির পরিমান ১০৪১ একর। পাহাড় ও সাগরের বৈচিত্রময় দৃশ্য, সুদীর্ঘ বালুকাময় সৈকত এ স্থানকে সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে পরিণত করেছে । সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক হবে বাংলাদেশের ট্যুরিজমের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান ও বিনোদনের কাঙ্ক্ষিত স্থান। সাবরাং ট্যুরিজম পার্কটি সফলভাবে বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের ট্যুরিজম খাতে এক নতুন দিগন্ত উম্মোচন হবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৭০,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এখানে থাকবেঃ

- ✓ ৫ তারকা হোটেল, ইকো-ট্যুরিজম
- ✓ মেরিন এ্যকুরিয়াম
- ✓ সি-ক্রুজ
- ✓ বিদেশী পর্যটকদের জন্য বিশেষ সংরক্ষিত এলাকা
- ✓ সেন্টমার্টিনে ভ্রমণের বিশেষ ব্যবস্থা
- ✓ ভাসমান জেটি
- ✓ শিশু পার্ক
- ✓ ইকো-কটেজ
- ✓ ওসানেরিয়াম
- ✓ আন্ডার ওয়াটার রেস্টুরেন্ট
- ✓ ভাসমান রেস্টুরেন্টসহ নানাবিধ বিনোদনের সুবিধা ।

সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনে বেজা ও সরকারের অন্যান্য বিভাগ যে সমস্ত প্রকল্পসমূহ হাতে নিয়েছে তা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	কাজের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সম্ভাব্য বাজেট (কোটি টাকা)	সর্বশেষ ভৌত অগ্রগতি
১	টেকনাফ-শাহাপরিরদ্বীপ সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	সড়ক ও জনপথ বিভাগ	২২.০০	১০০%
২	স্থানীয় সরকার কর্তৃক সড়ক সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩টি স্থানীয় সড়ক)	এলজিইডি	৪.৬৩	১০০%
৩	ভূমি উন্নয়ন	বেজা	৫৭.০০	ঠিকাদার নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।
৪	বিদ্যুৎ সংযোগ	পল্লী বিদুতায়ন বোর্ড	৯.৫০	ডিপোজিট হিসেবে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে ।
৫	ভূমি অধিগ্রহণ	বেজা	৩৫.৭৩	
৬	সাবরাং ট্যুরিজম পার্কের বাঁধ নির্মাণ নির্মাণ	বেজা	২৯.৭৩	২৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক স্থাপন প্রকল্প

ভূমি উন্নয়ন

ঝাউ বন

সাবরাং ট্যুরিজম পার্কের বাঁধ নির্মাণ।

সাবরাং ট্যুরিজম পার্কের বাঁধ নির্মাণ।

সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক

সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক মহেশখালি উপজেলার সোনাদিয়া, চর মকবুল, চর ভরাট ও সমুদ্র বিলাস মৌজায় অবস্থিত। মোট জমির পরিমান ৯৪৯৭.৩১ একর ভবিষ্যতে যা ১২০০০ একর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। যা বেজা গত ২৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে জেলা প্রশাসন কক্সবাজার হতে বন্দোবস্ত গ্রহণ করে। সোনাদিয়ায় ইকো-ট্যুরিজম পার্ক প্রতিষ্ঠা করতে বেজা ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ হাতে নিয়েছে। সোনাদিয়ায় ইকো-ট্যুরিজম পার্ক পরিবেশ বান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে বেজা প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র ৩০% স্থান ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যাতে করে পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব না পড়ে। বর্তমানে অবৈধভাবে বসবাসরত স্থানীয় বাসিন্দাগণ অবৈধভাবে ঘের নির্মাণের মাধ্যমে মাছ চাষ করে আসছে, যা পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি-স্বরূপ। ইকো-ট্যুরিজম পার্ক নির্মাণের ফলে একদিকে যেমন অবৈধভাবে ঘের পরিচালনা বন্ধ হবে, অন্যদিকে পরিকল্পিত ট্যুরিজমের ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্কে'র বৈশিষ্ট্য-

- ✓ মোট বালুকাময় সমুদ্র তীর এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯.২ কিলোমিটার।
- ✓ কক্সবাজার-টেকনাফ ২.৬কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।
- ✓ ঝাউবন এর মনমাতানো ঝিরিঝিরি শব্দ।
- ✓ দৃষ্টি নন্দন লাল কাকড়া।
- ✓ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি।
- ✓ শুটকি মাছ প্রক্রিয়াকরণ।
- ✓ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার সুযোগ।

সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক গড়ে তুলতে বেজা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

- ✓ অবৈধভাবে বসবাসরত ৩১৫টি পরিবারকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনবার্সনের জন্য উদ্দ্যোগ গ্রহণ।
- ✓ সোনাদিয়া দ্বীপে নতুন যাতে কোন মৎস্য ঘের ও অবৈধভাবে বসতি গড়ে না ওঠে হয় সে বিষয়টি নিশ্চিতকল্পে জেলা প্রশাসন কক্সবাজার প্রয়োজনীয় কাজ করছে।
- ✓ সোনাদিয়া দ্বীপে বিদ্যুৎ সাব স্টেশন স্থাপনে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় কাজ করছে।
- ✓ সোনাদিয়া দ্বীপ রক্ষাকল্পে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে কাজ করছে।
- ✓ সোনাদিয়া দ্বীপের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং তাদের স্থাপনার জন্য জমি বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।
- ✓ সোনাদিয়া দ্বীপের জীববৈচিত্র্য বজায় রেখে পরিবেশ-বান্ধব ট্যুরিজম পার্ক গড়ে তুলতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করা হচ্ছে।
- ✓ দ্বীপের উপকূলীয় অংশে ঝাউবন সৃজনের কাজ চলমান।
- ✓ পার্কের সীমানা নিশ্চিতকল্পে পিলার স্থাপনে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

- ✓ সোনাদিয়া দ্বীপের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি ও বিআইডাব্লুটিএ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন টার্মিনাল স্থাপনে কাজ করছে ।
- ✓ সুপেয় পানি নিশ্চিতকল্পে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ ।
- ✓ কক্সবাজার হতে সোনাদিয়া দ্বীপ পর্যন্ত ক্যাবল কার নেটওয়ার্ক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ ।
- ✓ সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্কে কয়েকটি অত্যাধুনিক আবাসিক কটেজ ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণে বেজা কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ ।
- ✓ অবৈধ দখল বন্ধে পুলিশ ক্যাম্প ও সশস্ত্র আনসার নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ।

সোনাদিয়া

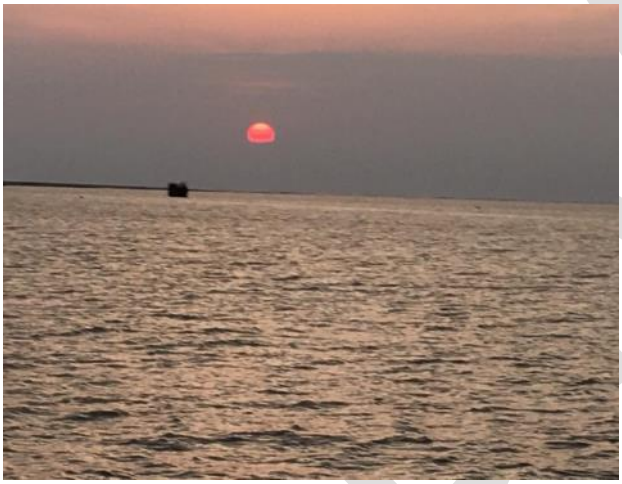

মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-৩ (ধলঘাটা), কক্সবাজার

প্রস্তাবিত অঞ্চল ও জমির তফসিল	*বিবরণ*
মৌজা: ধলঘাটা সরকারি খাস : ৫৭২.৬১ একর ব্যক্তিমালিকানা জমি: ৬৬৬.৯৪ একর রিজিউম করা জমি: ১৯৫.৮৮ একর চর ভরাট: ৬১.৭৫ একর বেজা'র মালিকানাধীন জমি: (৮০৪.৭০ + ৪৩৬.০২) = ১২৪০.৭২ একর ধলঘাটা মৌজায় বেজা'র অনুকূলে বন্দোবস্তের প্রক্রিয়াধীন জমির পরিমাণ: ২৯৪৬.২৩ একর	• ৮০৪.৭০ একর জমি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত পাওয়া গিয়েছে। • ৪৩৬.০২ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। • ১০ ফুট মাটি ভরাটের প্রয়োজন হবে। • ২৫টি কাঁচা ঘর রয়েছে। পাকা ঘর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নেই। • মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত। • Initial Site Assessment **সম্পন্ন হয়েছে।** • সম্ভাব্যতা সমীক্ষা দ্রুত শুরু হবে।

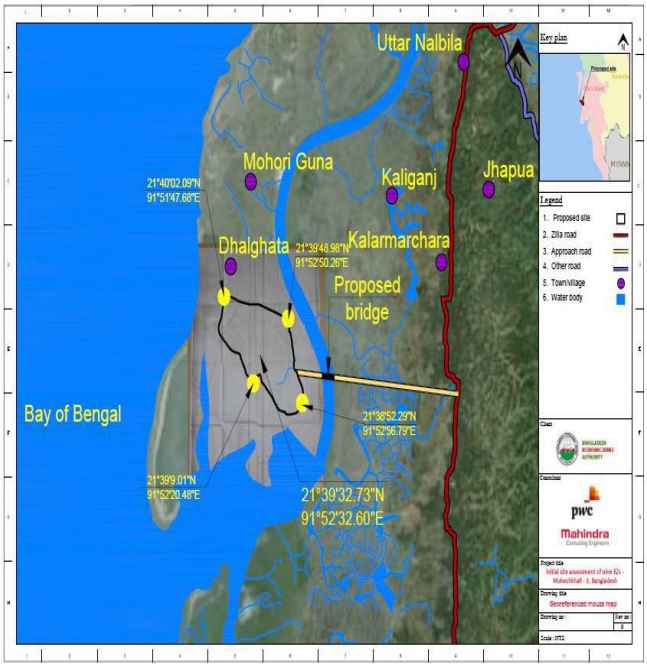

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল মৌলভীবাজার সদর উপজেলার শেরপুরে ৩৫২ একর জমির উপর অবস্থিত যার পূর্বে সিলেট, পশ্চিমে হবিগঞ্জ, উত্তরে সুনামগঞ্জ ও দক্ষিণে মৌলভীবাজার জেলা । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন গত ফেব্রুয়ারি ২০১৬। এখানে উল্লেখ্য যে , শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ও সিলেট বিভাগের প্রায় ৪৪,০০০ লোকের কর্মসংস্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চলটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে । শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সংযোগ প্রদানে জালালাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক পাইপলাইন স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে ও পিজিসিবি কর্তৃক একটি গ্রীড সাব-স্টেশন ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক একটি বিদ্যুৎ সাব স্টেশন স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। বেজা কর্তৃক ভূমি উন্নয়ন , বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন ও লেক উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করা রয়েছে। মার্চ ২০১৭ সালে শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে বিনিয়োগকরীদের নিকট বিনিয়োগ প্রস্তাব আহবান করা হয় এবং এ প্রেক্ষিতে ০৬টি প্রতিষ্ঠানকে ২৩১ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয় । উক্ত ০৬টি প্রতিষ্ঠান হতে প্রায় ১.৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব পাওয়া যায়। বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিসেম্বর ২০১৮ হতে শিল্প স্থাপন শুরু করবে এবং জুন ২০১৯ মধ্যে শিল্প উৎপাদনে যাবে মর্মে বেজাকে অবহিত করে।

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এর সাথে ভূমির ইজারা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল

প্রস্তাবিত বিনিয়োগ, বিক্রয়/রপ্তানি ও কর্মসংস্থান

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

শিল্প উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের নাম	বরাদ্দকৃত জমি (একর)	বিনিয়োগ	বিক্রয় (বাৎসরিক)	রপ্তানি (বাৎসরিক)	কর্মসংস্থান (সংখ্যা)	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
ফ্লামিঙ্গো ফ্যাশন লিমিটেড (ডিবিএল গ্রুপ)	১৭০	১১৮৩.০০	-	৩৩৩৩.০০	৩৮৩৭৮	২০
আয়শা ক্লথিং কোং লি:	৭	৫৪.৮০	-	৯৬.৯৩	২১০০	১
আসওয়াদ কম্পোজিট মিলস লি:	৭	৩০.০০	-	৯৭.০০	২০৬০	১
গ্রেটওয়াল সিরামিকস্ লি:	২৫	৩২.৫০	৯৭.০৩	-	১০০০	১
ডাবল গ্লেজিং লি:	৩	০.৮১	-	-	৯৩	১
আব্দুল মোনেম সিরামিকস লি	২১৯	৫০.০০			২০০	১
সর্বমোট	**২৩১**	**১৩৫১.১১**	**৯৭.০৩**	**৩৫২৬.৯৩**	**৪৩৮৩১**	**২৪**

Proposed Shreehatta Economic Zone Plot Planning

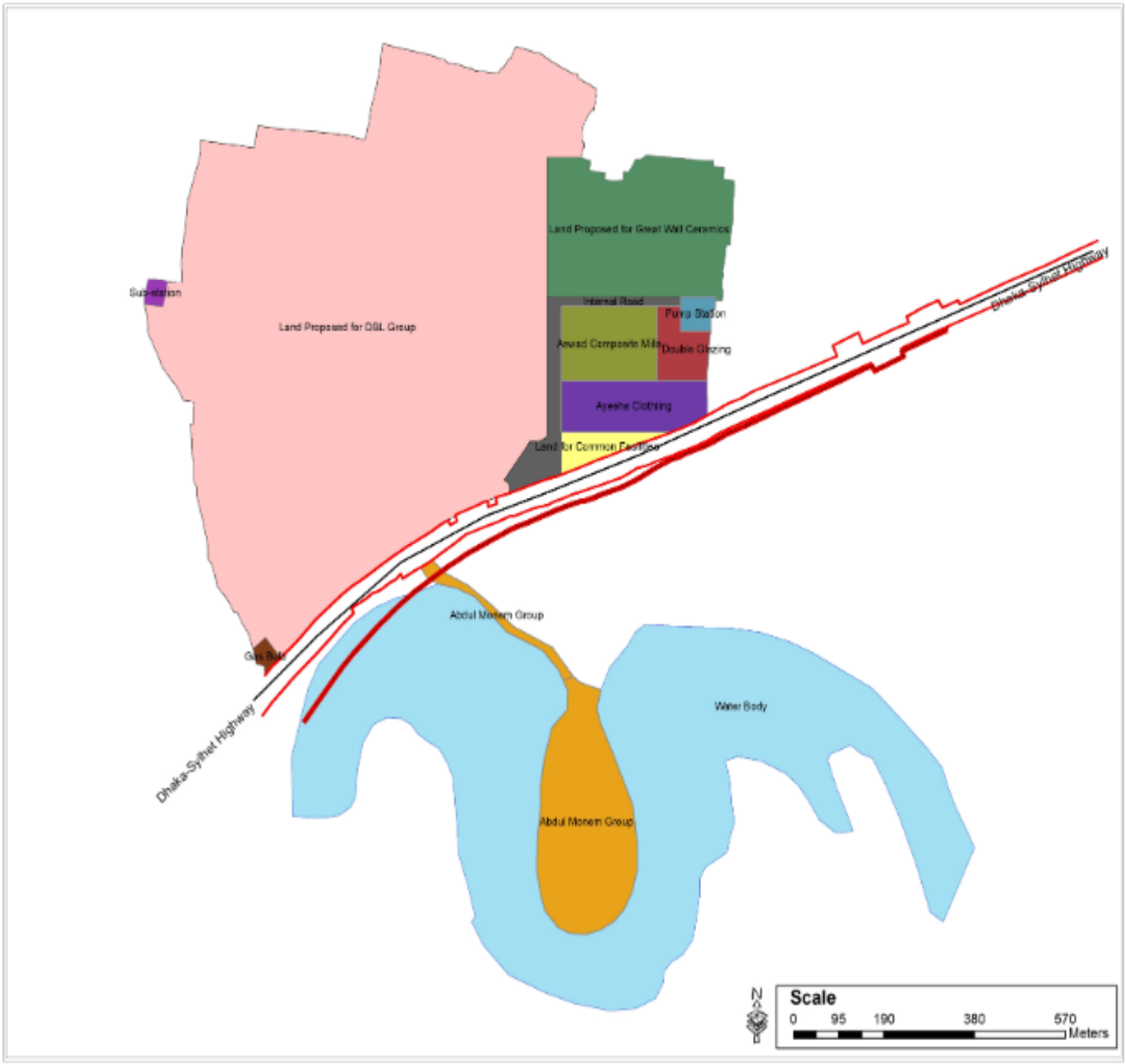

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে নির্মিত পানি সংরক্ষণাগার পরিদর্শন

জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল

উপজেলা: জামালপুর সদর।
মোট জমির পরিমান: ৪৩৬.৯২ একর। খাস জমি: ৯২.৯৫ একর এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি: ৩৪৩.৯৭ একর
প্রকল্পের মেয়াদকাল: জানুয়ারি'২০১৬ হতে ডিসেম্বর'২০১৯ পর্যন্ত।
প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা): ৩৩৫৩৪.০০ লক্ষ টাকা।
জমি অধিগ্রহণ: ৩৪৩.৯৭ একর ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির অধিগ্রহণ জেলা প্রশাসন, জামালপুর কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে।

ক্রমিক	কাজের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সম্ভাব্য বাজেট (কোটি টাকা)	চুক্তি শুরু ও শেষের তারিখ	সর্বশেষ ভৌত অগ্রগতি	মন্তব্য
১	ভূমি অধিগ্রহণ	বেজা	১৩৫.০০	-	৭৫৬ টি চেকের মাধ্যমে মোট ৬৪,৩৪,৮৮,৬৪৬.৫৯ টাকা (৫৩.১২%) প্রদান করা হয়েছে	
২	ভূমি উন্নয়ন	বেজা	৭০.০০	০১/০৮/১৭ হতে ৩০/০৪/১৯	অগ্রগতি ৫২%	
৩	গ্যাস সংযোগ প্রকল্প	বেজা	৫০.০০	২০/০৯/১৮ ১৫/০৬/১৯	অগ্রগতি ১৫%	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কো: লি:
৪	বিদ্যুৎ সংযোগ প্রকল্প	বেজা	১৮.০০	জুন'২০১৭ ১২ জানুয়ারি ২০১৯ইং	অগ্রগতি ৯৭%	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, জামালপুর
৫	পানি সরবরাহ	বেজা	২০.০০	৩০/০৮/১৮ ২৬/০২/১৯	অগ্রগতি ১৫%	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৬	অবকাঠামো (অফিস ভবন, ডরমিটরি হাউজ ও সীমানা প্রাচীর) নির্মাণ।	বেজা	২৪.০০	১৬/১১/১৮ ৩০/১২/২০১৯	অগ্রগতি ২৫%	গণপূর্ত অধিদপ্তর

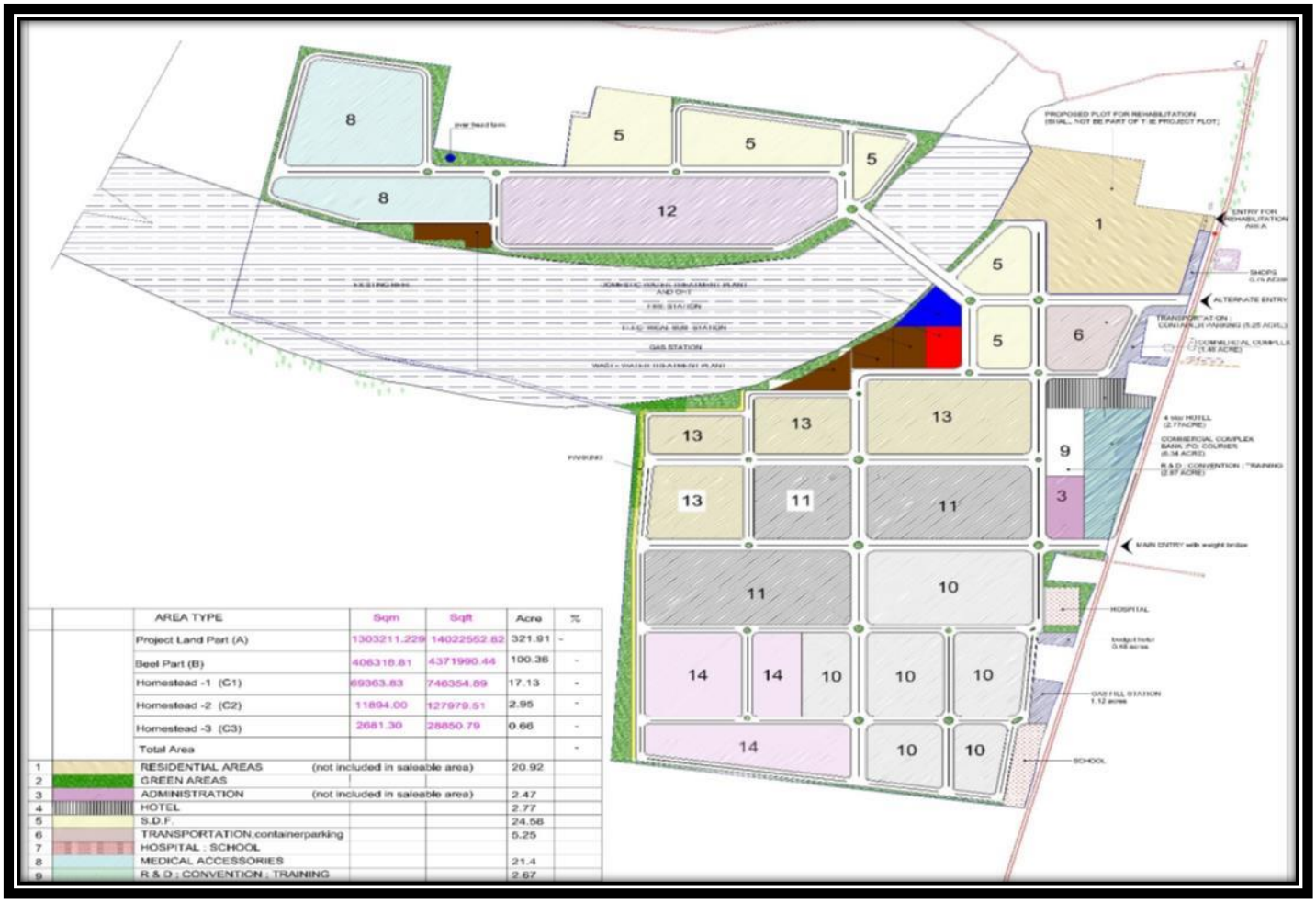

		AREA TYPE	Sqm	Sqft	Acre	%
		Project Land Part (A)	1303211.229	14022552.82	321.91	-
		Beel Part (B)	406318.81	4371990.44	100.36	-
		Homestead -1 (C1)	69363.83	746354.89	17.13	-
		Homestead -2 (C2)	11894.00	127979.51	2.95	-
		Homestead -3 (C3)	2681.30	28850.79	0.66	-
		Total Area				-
1		RESIDENTIAL AREAS (not included in saleable area)			20.92	
2		GREEN AREAS				
3		ADMINISTRATION (not included in saleable area)			2.47	
4		HOTEL			2.77	
5		S.D.F.			24.58	
6		TRANSPORTATION,containerparking			5.25	
7		HOSPITAL : SCHOOL				
8		MEDICAL ACCESSORIES			21.4	
9		R & D ; CONVENTION ; TRAINING			2.67	

জি টু জি অর্থনৈতিক অঞ্চল

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সরকারের সাথে বিদেশি কোন সরকারের মধ্যেকার চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নতুন ধারার অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই উদ্যোগের আওতায় এযাবৎ চীন, জাপান ও ভারতের বিনিয়োগকারীদের জন্য আলাদা অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ স্পেশাল ইকোনমিক জোন (জাপানীজ অর্থনৈতিক অঞ্চল)

বাংলাদেশে শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাপান বরাবরই সহায়তা প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে। বিগত মে, ২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাপান সফরকালে বিষয়টি বাস্তব রূপ লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য যে Bay of Bengal Industry Growth Belt (BIG-B) আওতায় প্রশান্ত মহাসাগর হতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে ধারা সূচিত হয়েছে তার আওতায় জাপান-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের কার্যধারা ত্বরান্বিত হচ্ছে। জাপানের জাইকা কর্তৃক পরিচালিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুসরণে বাংলাদেশ সরকার নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রকল্প অনুমোদন করেছে। জাপান সরকার জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য Foreign Direct Investment Promotion Project (BD-P86) এর আওতায় ১৩৫.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা প্রদান করেছে। উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্দেশ্যে বেজা ও জাপানের Sumitomo Corporation এর মধ্যে ২০১৭, মে মাসে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৬শে মে ২০১৯ সালে Sumitomo Corporation এর সাথে যৌথ উদ্যোগে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা বেজার ইতিহাসে একটি মাইলফলক। ইতোমধ্যে জিওবি হতে প্রকল্পের আওতায় ১০০০ একরের মধ্যে সর্বশেষ ৫০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপনে বাংলাদেশ সরকার প্রায় ৩২০০ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়া জাইকা কর্তৃক আরো ২৫০০ কোটি টাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ভূমি উন্নয়নে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়ন, গ্যাস পাইপলাইন, বিদ্যুৎ লাইন স্থাপনসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।

জাপানীজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মাস্টারপ্ল্যান

জাপানীজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য চলমান বিভিন্ন সমীক্ষা

জাপানীজ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য সুমিতোমো কর্পোরেশনের সাথে যৌথ উদ্যোগ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

চাইনিজ অর্থনৈতিক এবং শিল্পাঞ্চল (CEIZ)

জুন, ২০১৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরকালে চীনা কর্তৃপক্ষ তাদের শিল্প স্থাপনা বাংলাদেশে স্থানান্তরের আগ্রহ ব্যক্ত করে। এই সময়ে চীন সরকার তাদের বিনিয়োগকারীদের জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্পাঞ্চল স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করে। এরই প্রেক্ষাপটে চীন সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বেজার মধ্যে চাইনিজ ইকোনমিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন স্থাপনের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য ৪২০.৩৭ কোটি টাকা ($ ৫৩.৯০ মিলিয়ন) ব্যয়ে ৭৮৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত প্রকল্পের সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে। এতদ্ব্যতিত, চাইনিজ ইকোনমিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন (CEIZ) এর অফ সাইট অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য চীন সরকার মার্কিন ডলার ২৮০ মিলিয়ন রেয়াতি ঋণ (Concessional Loan) প্রদানে সম্মত হয়েছে।

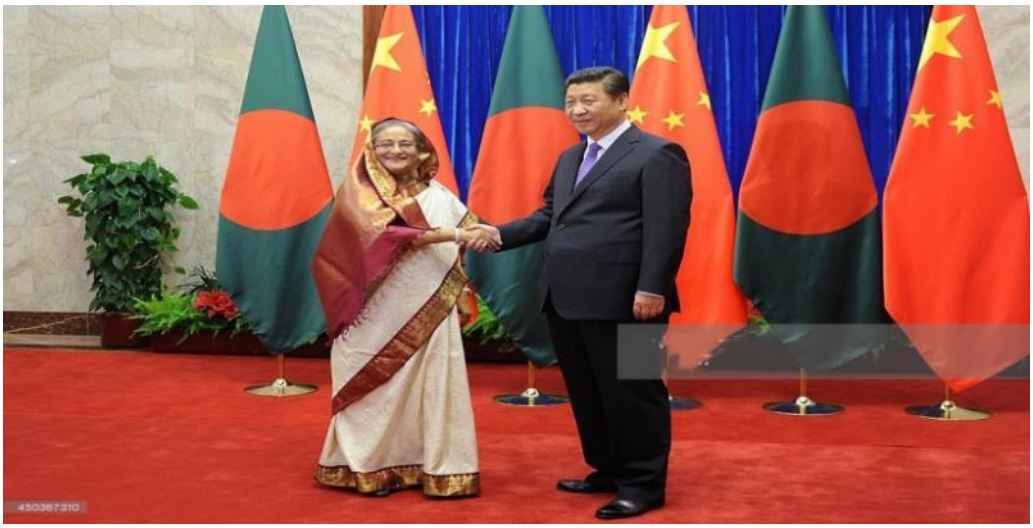

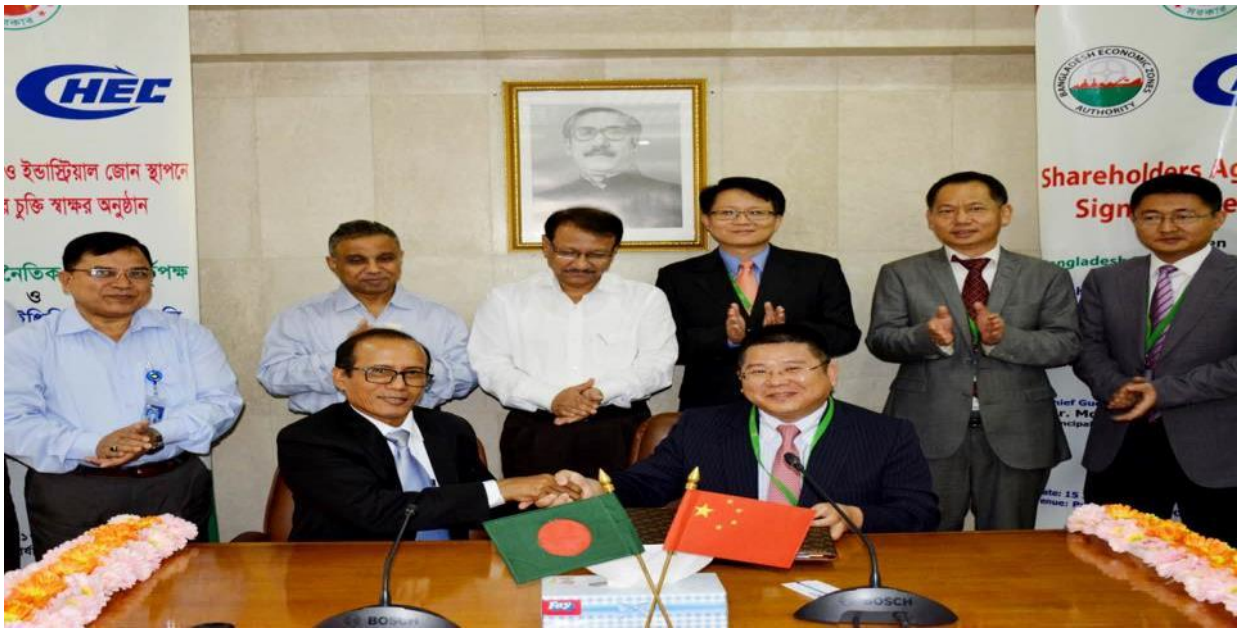

চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি ও বেজা'র মধ্যে শেয়ারহোল্ডার চুক্তি স্বাক্ষর

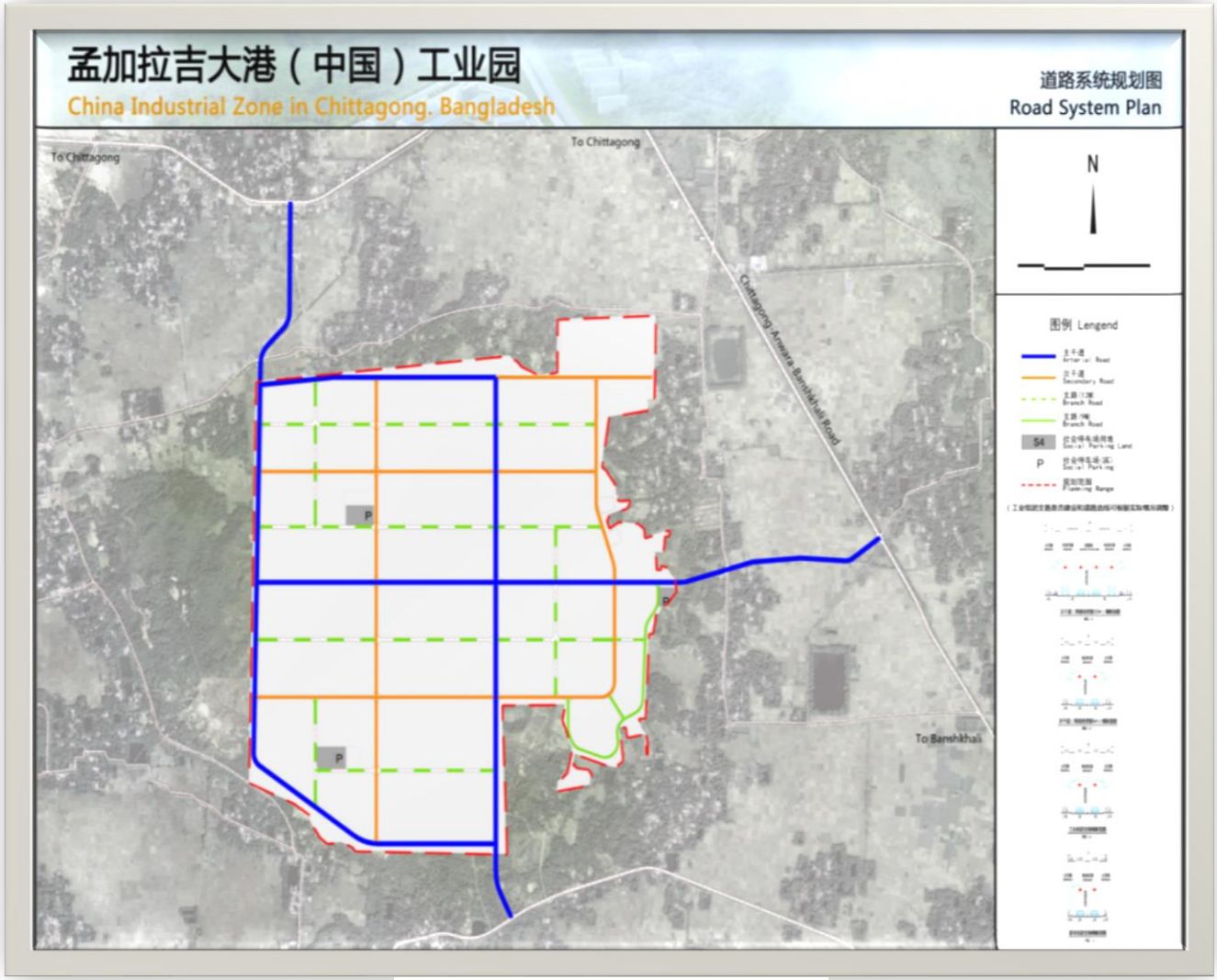

মাষ্টার প্ল্যান

মাষ্টার প্ল্যান

নির্মিত প্রশাসনিক ভবন

বাংলাদেশ-ভারত জি টু জি অর্থনৈতিক অঞ্চল

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের আওতায় ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে বিগত জুন, ২০১৫ সালে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এলক্ষ্যে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা ও বাগেরহাটের মোংলা উপজেলায় দুটি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ভারতীয় সরকারের চাহিদার প্রেক্ষিতে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলেও ১০০০ একর জমি ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এসকল অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। ভারত সরকারের নমনীয় ঋণ বা Concessional Line of Credit এর আওতায় এসকল অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। বেজা ইতোমধ্যে ভেড়ামারায় ৪৬০ একর, মংলায় ১১০ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। মোংলা এলাকায় ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য চিহ্নিত জমির পরিমাণ অপর্যাপ্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে ভারতীয় পক্ষ বাগেরহাটের রামপাল এলাকায় পর্যাপ্ত জমি প্রাপ্তির প্রস্তাব করেছে। ভেড়ামারা ও মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মিরসরাই অঞ্চলে স্থাপিতব্য ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানে ভারত সরকার সম্মত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে মে ২০১৬ সালে বেজা ও ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কমকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত Joint Working Group এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে গত ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে নয়াদিল্লীতে Joint Working Group-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় IEZ বাস্তবায়নের বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়। মোংলাস্থ ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলের ডেভেলপার হিসাবে ইতোমধ্যে ভারতীয় হাই কমিশনার থেকে সম্ভাব্য ২টি ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া মিরসরাই IEZএর সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ চলছে। মিরসরাই এ অবস্থিত ভারতীয় IEZ-এর বাস্তবায়নের নিমিত্ত দু'টি প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।

ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল

মেঘনা ইকোনমিক জোন

- **অবস্থান:** মেঘনাঘাট, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ
- **মোট ভূমি:** ৭১.৯০২০ একর
- **প্রস্তাবিত ভুমি:** ২৪৫.০০ একর
- লাইসেন্স প্রদান: ২৩/০৮/২০১৬
- এ পর্যন্ত বিনিয়োগ: ৫৩১.৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- এ পর্যন্ত অনুমোদিত শিল্প ইউনিটঃ ১০ টি
- প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান: ২০,০০০ জন
- পরিবেশ সমীক্ষা: সম্পন্ন হয়েছে
- সীমানা প্রাচীর: সম্পন্ন হয়েছে
- ভূমি উন্নয়ন: সম্পন্ন হয়েছে
- ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান: সম্পন্ন হয়েছে
- ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ প্লান্ট, পেপার এন্ড পাল্প ইন্ডাষ্ট্রিজ; কেমিক্যাল প্লান্ট, ডাল, আটা ও সিড ক্রাসিং মিল স্থাপিত হয়েছে।

মাস্টার প্লান:

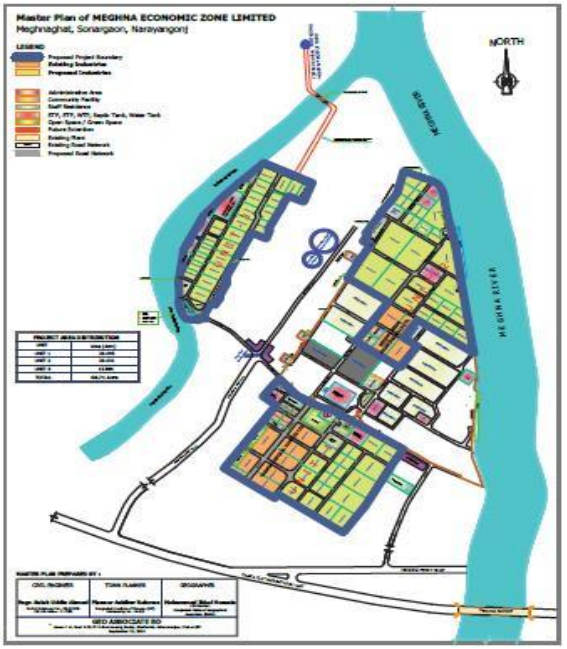

বৈদুতিক সাব-স্টেশন

প্রশাসনিক ভবন ও জোন সার্ভিস ভবন

আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোন

- অবস্থান: গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ
- মোট ভূমি: ১৮৯.৯৪ একর
- প্রস্তাবিত ভূমি: ২১৬.০০ একর
- লাইসেন্স প্রদান: ০৩/০১/২০১৭
- এ পর্যন্ত বিনিয়োগ: ৯০.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- এ পর্যন্ত অনুমোদিত শিল্প ইউনিট : ০১টি
- পরিবেশ সমীক্ষা: সম্পন্ন হয়েছে
- সীমানা দেওয়াল: ১০০% সম্পন্ন হয়েছে
- ভূমি উন্নয়ন: প্রায় সমাপ্ত
- ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান: সম্পন্ন হয়েছে
- ০৩টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ভূমি ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- Honda Motors তাদের উৎপাদন কারখানা নির্মাণ করছে।

মাস্টার প্লানঃ

আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোনে জাপানিজ প্রতিষ্ঠান হোন্ডার কারখানা

জাপানিজ প্রতিষ্ঠান হোন্ডার সাথে জমি বরাদ্দের চুক্তি

বে অর্থনৈতিক অঞ্চল

- অবস্থান: কোনাবাড়ি, গাজীপুর
- মোট ভূমি: ৩৮.০০ একর
- প্রস্তাবিত ভূমি: ৬৫ একর
- লাইসেন্স প্রদান: ২৪/০৪/২০১৭
- বিনিয়োগ: ৮৮.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান: ১,০০,০০০ জন
- পরিবেশ সমীক্ষা: সম্পন্ন হয়েছে
- সীমানা দেওয়াল: ২৫% সম্পন্ন হয়েছে
- ভূমি উন্নয়ন: ৮০% সম্পন্ন হয়েছে
- ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান: সম্পন্ন হয়েছে
- স্থাপিত শিল্প কারখানা: লেদার এন্ড লেদার পণ্য, টয় এন্ড প্যাকেজিং

প্রশাসনিক ভবন

100% Export Oriented Toys Factory in operation at Bay EZ.

বে অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত কারখানা

আমান ইকোনমিক জোন

- অবস্থান: বৈদ্যেরবাজার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ
- মোট ভূমি: ৮৩.১৩ একর
- প্রস্তাবিত ভূমি: ১৫০ একর (আনুমানিক
- লাইসেন্স প্রদান: ১৬/০৩/২০১৭
- বিনিয়োগ: ৩২৬.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- পরিবেশ সমীক্ষা: সম্পন্ন হয়েছে
- সীমানা দেওয়াল: সম্পন্ন হয়েছে
- ভূমি উন্নয়ন: সম্পন্ন হয়েছে
- ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান: সম্পন্ন হয়েছে
- স্থাপিত শিল্প কারখানা: সিমেন্ট কারখানা, প্যাকেজিং, শিপ বিল্ডিং

সিমেন্ট ফ্যাক্টরি

প্যাকেজিং কারখানা

জাহাজ নির্মাণ শিল্প

মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন

- অবস্থান: সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ
- মোট ভূমি: ৭১.৯০২০ একর
- প্রস্তাবিত ভূমি: ৯৮ একর
- প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান: ১৯/০১/২০১৭
- এ পর্যন্ত বিনিয়োগ: ৩১.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান: ১০,০০০ জন
- পরিবেশ সমীক্ষা: সম্পন্ন হয়েছে
- সীমানা দেওয়াল: ৪৫%
- ভূমি উন্নয়ন: ৯৫%
- ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান: সম্পন্ন হয়েছে
- এখানে ইতোমধ্যে বেভারেজ, স্টীলপ্লান্ট ও সিমেন্ট পেপার ব্যাগ উৎপাদন কারখানা বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে। অস্ট্রেলিয়ান TIC হাঙ্গার উৎপাদন কারখানা স্থাপন করছে।

১৩.৬ সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোন

- অবস্থান: বেলকুচি ও সদর উপজেলা, সিরাজগঞ্জ
- মোট ভূমি: ১০৩৫ একর
- চূড়ান্ত লাইসেন্স প্রদান: ০৪/১০/২০১৮
- এ পর্যন্ত বিনিয়োগ: ৫১.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- এ পর্যন্ত কর্মসংস্থান: ২৩০ জন
- প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান: ৩৫০,০০০ জন
- পরিবেশ সমীক্ষা: সম্পন্ন হয়েছে
- ভূমি উন্নয়ন: কাজ চলমান

১৩.৭ সিটি ইকোনমিক জোন

- অবস্থান: রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
- মোট ভূমি: ৮১.৮৮১৮ একর
- প্রস্তাবিত ভুমি: ১১০ একর
- চূড়ান্ত লাইসেন্স প্রদান: ২৩/০১/২০১৮
- এ পর্যন্ত বিনিয়োগ: ৬৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- এ পর্যন্ত কর্মসংস্থান : ৫৭৮৩ জন
- সম্ভাব্য বিনিয়োগ: ১০ হাজার কোটি টাকা।
- প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান: ২০,০০০ জন

City Economic Zone

City Auto Rice & Dal Mills Ltd.
Under City Economic Zone

আরিশা ইকোনমিক জোন

- অবস্থান: বসিলা, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা
- মোট ভূমি: ৫০.৮১ একর
- প্রস্তাবিত ভূমি: ৮৫.০০ একর
- প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান: ১৪/০৩/২০১৬
- বিনিয়োগ: ২১০.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- পরিবেশ সমীক্ষা: সম্পন্ন হয়েছে
- সীমানা দেওয়াল: ৯০% সম্পন্ন হয়েছে
- ভূমি উন্নয়ন: ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে
- ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান: সম্পন্ন হয়েছে

উন্নয়ন চিত্র

উন্নয়ন চিত্র

এ. কে. খান ইকোনমিক জোন

- অবস্থান: পলাশ, নরসিংদী
- মোট ভূমি: ২০০ একর
- প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান: ১০/০২/২০১৫
- বিনিয়োগ: ৩৫ মিলিয়ন ডলার
- প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান: ৪০,০০০ (আনুমানিক) জন
- পরিবেশ সমীক্ষা: সম্পন্ন হয়েছে
- সীমানা দেওয়াল: ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে
- ভূমি উন্নয়ন: ৭৫% সম্পন্ন হয়েছে
- ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান: সম্পন্ন হয়েছে

আকিজ ইকোনমিক জোন

- অবস্থান: ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
- মোট ভূমি: ১০০ একর
- প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান: ২১/০৯/২০১৬
- এ পর্যন্ত বিনিয়োগ: ১২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান: ২০,০০০ জন
- পরিবেশ সমীক্ষা: সম্পন্ন হয়েছে
- সীমানা দেওয়াল: ৬০% সম্পন্ন হয়েছে
- ভূমি উন্নয়ন: ৭৫% সম্পন্ন হয়েছে
- ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান: সম্পন্ন হয়েছে

উন্নয়ন চিত্র

বসুন্ধরা স্পেশাল ইকোনমিক জোন

- অবস্থান: দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা
- মোট ভূমি: ৫৬.০৮২০ একর
- প্রস্তাবিত ভূমি: ১৩৮.৯৯ একর
- প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান: ২৮/০৭/২০১৬
- এ পর্যন্ত বিনিয়োগ: ৩৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান: ২০,০০০ জন
- পরিবেশ সমীক্ষা: প্রক্রিয়াধীন
- ভূমি উন্নয়ন: ৮০% সম্পন্ন হয়েছে

সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন

- অবস্থান: সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
- মোট ভূমি: ৫৫.০০ একর
- প্রস্তাবিত ভূমি: ২৮৮ একর
- প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান: ২৪/০৮/২০১৬
- বিনিয়োগ: ৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান: ৫০,০০০ জন
- পরিবেশ সমীক্ষা: প্রক্রিয়াধীন (২৫%)
- সীমানা দেওয়াল: ২০% সম্পন্ন হয়েছে
- ভূমি উন্নয়ন: ৪৫% সম্পন্ন হয়েছে
- ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান: প্রক্রিয়াধীন (২০%)

সিটি ইকোনমিক জোন

- অবস্থান: রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
- মোট ভূমি: ৮১.৮৮১৮ একর
- প্রস্তাবিত ভুমি: ১১০ একর
- প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান: ২২/০৫/২০১৭
- এ পর্যন্ত বিনিয়োগ: ৩.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- সম্ভাব্য বিনিয়োগ: ১০ হাজার কোটি টাকা।
- প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান: ২০,০০০ জন
- পরিবেশ সমীক্ষা: প্রক্রিয়াধীন
- ভূমি উন্নয়ন: ৮০% সম্পন্ন হয়েছে
- ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান: প্রক্রিয়াধীন

ইস্ট-ওয়েস্ট স্পেশাল ইকোনমিক জোন

- অবস্থান: দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা
- মোট ভূমি: ৫৩.৮৭ একর
- প্রস্তাবিত ভূমি: ১৩৭.৭৩ একর
- প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান: ২৮/০৭/২০১৬
- এ পর্যন্ত বিনিয়োগ: ৪৫.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান: ২০,০০০ জন
- পরিবেশ সমীক্ষা: সমাপ্ত হয়েছে (৪০%)
- ভূমি উন্নয়ন: ৮০% সম্পন্ন হয়েছে
- ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান: পরীক্ষাধীন

কুমিল্লা ইকোনমিক জোন

- অবস্থান: মেঘনাঘাট, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ
- মোট ভূমি: ১০২ একর
- প্রস্তাবিত ভূমি: ৩০০ একর
- প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান: ০৮/১২/২০১৬
- এ পর্যন্ত বিনিয়োগ: ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান: ১,০০,০০০ জন
- পরিবেশ সমীক্ষা: প্রক্রিয়াধীন (৬০%)
- ভূমি উন্নয়ন: ২০% সম্পন্ন হয়েছে
- ফিজিবিলিটি ও মাস্টার প্ল্যান: প্রক্রিয়াধীন (৫০%)

ইউনাইটেড সিটি আইটি পার্ক

- অবস্থান: গুলশান, ঢাকা
- মোট ভূমি: ২.৪৩ একর
- প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান: ১৮/০৭/২০১৬
- এ পর্যন্ত বিনিয়োগ: ৬.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান: ৭৫০০ জন

কিশোরগঞ্জ ইকোনমিক জোন

- অবস্থান: পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ
- মোট ভূমি: ৯১.৬৩ একর
- প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান: ৩/০৭/২০১৭
- প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান: ১,২০,০০০ জন

সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোন

- অবস্থান: সিরাজগঞ্জ সদর ও বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ
- মোট ভূমি: ১০৩৫ একর
- প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান: ২০/০৬/২০১৭
- এ পর্যন্ত বিনিয়োগ: ৪০.৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান: ৫,০০০০০ জন
- পরিবেশ সমীক্ষা: প্রক্রিয়াধীন

বেসরকারি ইকোনমিক জোন এ বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান **:** বেসরকারি ইকোনমিক জোন কর্তৃক এ যাবৎ মোট ৩০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং প্রায় ১৫০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রণোদনা প্যাকেজ

জোন ডেভেলপার:

বিষয়	বিস্তৃতি
(১) আয়কর অব্যাহতি	১ম ১০ বৎসর- ১০০%
(২) আমদানী শুল্ক অব্যাহতি	১০০%
(৩) স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন খরচ জমি হস্তান্তর ও লোন ডকুমেন্ট	১০০%
(৪) ভূমি উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকার কর	১০০%

ইউনিট বিনিয়োগকারী :

বিষয়	বিস্তৃতি
(১) আয়কর অব্যাহতি ১০ বৎসর	প্রথম ৩ বৎসর- ১০০% ৪র্থ বৎসর- ৮০% পরবর্তী প্রতি বৎসর ১০% হ্রাসকৃত অব্যাহতি
(২) আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট অব্যাহতি (যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, গাড়ী)	১০০%

(৩) বন্ড সুবিধা	১০০%
(৪) স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফিস - জমি হস্তান্তর - লোন ডকুমেন্ট	 ৫০% ১০০%
(৫) ভূমি উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকার কর	১০০%
(৬) কর অব্যাহতি- রয়ালটি, ডিভিডেন্ড বৈদেশিক শ্রমিক	 ১০০% ৫০%
(৭) স্থানীয় বাজারে বিক্রয় সুবিধা- ডমেসটিক প্রক্রিয়াকরণ এলাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরন এলাকা	 ১০০% ২০%
(৮) মূলধন ও লভ্যাংশ প্রত্যাবাসন	১০০%
(৯) বৈদেশিক মুদ্রা আদান প্রদান	১০০%

ওয়ান স্টপ সার্ভিস

অনলাইনে প্রদত্ত সেবা সমূহ:	অনলাইনে সেবা প্রদান প্রক্রিয়াধীন
• প্রকল্প অনুমোদন • আমদানী অনুমতিপত্র প্রদান • রপ্তানি অনুমতিপত্র প্রদান • ভিসা সুপারিশ • ওয়ার্ক পারমিট প্রদান • জমির আবেদন রেজিস্ট্রেশন	• স্থানীয় ক্রয় অনুমতি অনুমোদন • স্থানীয় বিক্রয় অনুমতি অনুমোদন • পরিসেবা সংযোগসমূহ অনুমোদন • অফসোর ব্যাংকিং লাইসেন্স • তরলবর্জ্য, পানি ও পয়ঃপরিশোধন প্লান্ট - সাব-কন্ট্রাক্ট • নামের ছাড়পত্র অনুমোদন • ভবন নির্মান ও ডিজাইন অনুমোদন • পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ • অগ্নি নিরাপত্তা ছাড়পত্র গ্রহণ • কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স

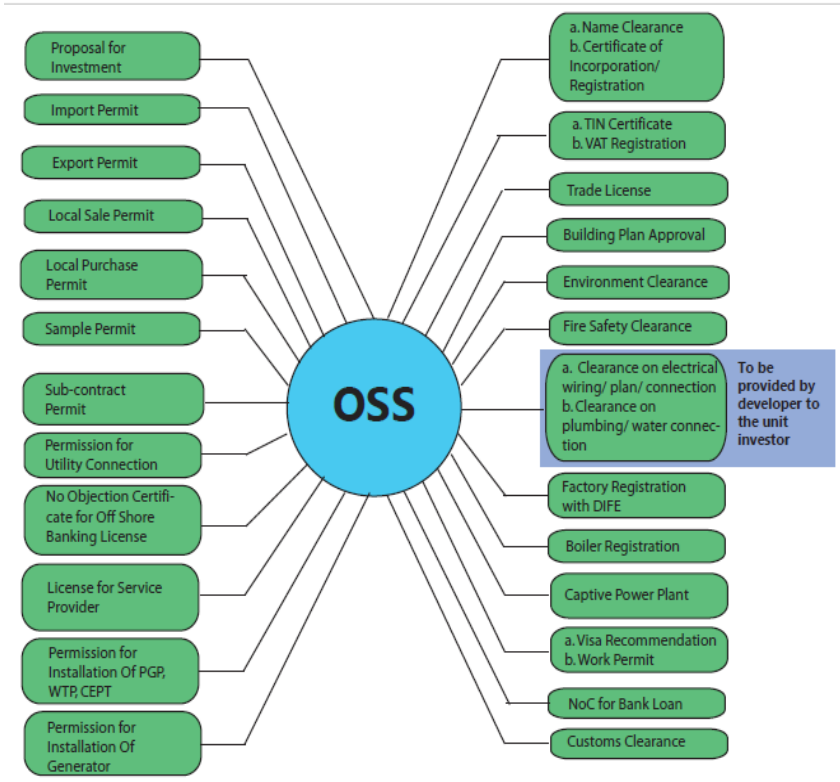

নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে প্রতিনিয়ত বিদেশি বিনিয়োগকারী/নাগরিক আগমন করে থাকেন। বিদেশি বিনিয়োগকারী/ নাগরিকদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে বিদেশিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা শিল্পায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বেজা'র মাধ্যমে পরিকল্পিত এবং পরিবেশ সম্মতভাবে শিল্প স্থাপন করা সম্ভব হবে। নীতিমালা অনুযায়ী অর্থনৈতিক অঞ্চল শহর এবং পৌর এলাকা ব্যতিত অন্যান্য এলাকায় গড়ে তোলা হচ্ছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূলত অনাবাদী এবং পতিত সরকারি খাস জমিকে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও কৃষি জমি যাতে নষ্ট না হয় এবং বসতবাড়ি থেকে যেন কেউ উচ্ছেদ না হয় সে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যে লক্ষ্যে বেজা জোনগুলির পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। যত্রতত্র শিল্প কারখানা স্থাপন নিরুৎসাহিতকরণ এবং পরিবেশ দূষণ রোধ করা বেজা'র মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। এর মাধ্যমে শহর অঞ্চলের বাহিরে দেশের অনুন্নত এলাকায় পরিকল্পিতভাবে শিল্প কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে বেজা কাজ করছে, যার ফলে পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ অনেক সহজতর হবে।

পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব রোধে প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিকল্পিত উপায়ে গ্রিন বেল্ট, সিইটিপি, এসটিপি, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার, ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় পরিবেশ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাপনা তৈরী করা হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে CETP স্থাপন করা বাধ্যতাতামূলক এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও অপসারণের ব্যবস্থা থাকবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে 3R Strategy (Reduce, Reuse, Recycle) অনুসরণ করা হবে। যার ফলে অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ ও আশে পাশের পরিবেশ সুরক্ষিত হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানাসহ অন্যান্য স্থাপনাকে বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছুসসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষার জন্য বাঁধ নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে সমস্ত স্থাপনা নির্দিষ্ট নিয়ম নীতির মাধ্যমে তৈরি করার জন্য বেজা বিল্ডিং কোড ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে সিইটিপি নির্মাণে নীতি প্রণয়ন, বিজনেস মডেল প্রণয়ন, উদ্ভাবনীমূলক ও কার্যকর অর্থায়ন এর ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের প্রতিষ্ঠান 2030 Water Resource Group ও GIZ সঙ্গে বেজা গত ১৯ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং ল্যাবরেটরি ও দক্ষ জনবল দ্বারা পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যা পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ লক্ষ্যে বেজা ও 2030 Water Resource Group সমন্বিতভাবে বেশ কয়টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কর্মশালার আয়োজন করেছে, যেখানে

সিইটিপি, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও মতামত পাওয়া গিয়েছে যা পরিবেশসম্মতভাবে অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চয়তা

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিতভাবে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন ও ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর জন্য শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বেজা কৃষি জমি নষ্ট না করে অনাবাদি ও চর জমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে জমি বন্দোবস্ত ও অধিগ্রহণ করছে।

বেজা সামাজিক সুরক্ষার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ইজেড ওয়েলফেয়ার ফান্ড পলিসি প্রস্তুতের পাশাপাশি প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে ডে কেয়ার সেন্টার , মহিলা কর্মীদের অগ্রাধিকার , স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মেডিকেল সহযোগিতা,দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা সহ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ পত্র প্রদান , প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, বীমাসহ সময়মত বেতন ও অন্যান্য সুযোগ প্রদানের জন্য কাজ করছে । বেজা অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ উন্নয়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে বদ্দপরিকর, যার অংশ হিসেবে মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নে সংযোগ সড়ক সম্প্রসারণ ও পাইপলাইনের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবারাহে ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ ও পূনর্বাসন নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নে সংযোগ সড়ক সম্প্রসারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, নারায়ণগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও আনোয়ারা -২ অর্থনৈতিক অঞ্চলের পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে আশ্রয়ণ প্রকল্পের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোন লিমিটেড কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য প্রায় ৩০ একর জমি বরাদ্ধ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ও স্থানীয় জনগণকে চাকুরী প্রদানে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে স্থানীয় যুব সমাজের সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে ।

সামাজিক সুরক্ষার অংশ হিসেবে ০৯ টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের সমাজিক প্রভাব সমীক্ষা (SIA) প্রস্তুত করা হয়েছে ।

পরিসেবা প্রদানকারী ও বিনিয়োগকারীদের সাথে সমঝোতা স্মারক:

অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকে নিরবিচ্ছিন্ন পরিসেবা সুবিধা প্রদানের জন্য বেজা সংশ্লিষ্ট দপ্তরগগুলোর সাথে নিম্নলিখিত সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর করেছেঃ

ক) ঝিজিয়াং গ্রস সিমলেস স্টিল টিউব কোং, চীন- মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১৩৫০ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ প্লান্ট নির্মাণ ও শিল্প স্থাপন।

খ) পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ- নিরবিছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য গ্রিড সাবস্টেশন নির্মাণ, বেজা এজন্য মিরসরাই এলাকায় ৫০ একর জমি বরাদ্দ দিয়েছে।

গ) ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং- মিরসরাই ও শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে পানি সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ।

ঘ) পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড- মিরসরাই ও মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ।

ঙ) তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোং- আবদুল মোনেম অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস লাইন সংযোগ প্রদান।

চ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড- মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে এমব্যাংকমেন্ট ও স্লুইসগেট নির্মাণ।

বিনিয়োগ উন্নয়ন কার্যক্রম

বেজার নেতৃত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বিত প্রতিনিধিদল সময় সময় বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিদর্শন করে নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রদান করেছে:

(১) বেশীর ভাগ দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো নগরকেন্দ্রিক সুবিধা যথাঃ আবাসন, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি সুবিধা নিশ্চিত করে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো অনুরূপ নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে।

(২) বেজা বিনিয়োগ আনয়নে বিপণন কৌশল জোরদার করতে পারে।

(৩) অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্প ইউনিটগুলোকে পরিসেবা সুবিধা প্রদান করে আয়ের উৎসে বৈচিত্র্য আনয়ন করতে পারে।

(৪) সকল অর্থনৈতিক অঞ্চলে সিসিটিভি স্থাপন করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে;

(৫) অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় সকল সেবাদান ও রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানগুলোকে একই প্লাটফর্মে আনতে পারে।

(৬) জোনের অভ্যন্তরে পুলিশ স্টেশন ও অগ্নি নির্বাপণ ইউনিট স্থাপন করতে পারে।

বেজা বিগত তিন বৎসরে দেশের অভ্যন্তরে অনেকগুলো "ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন রোড শো" এর আয়োজন করেছে, যেখানে অংশগ্রহণকারীগণ মূলতঃ রাস্তা, রেল-যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পানি, ইন্টারনেট যোগাযোগ নিশ্চিত করার অভিন্ন দাবী জানিয়েছে। তাছাড়া, বন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীন নৌ চলাচল সুবিধা ও কন্টিইনার সুবিধা বৃদ্ধিরও দাবী জানানো হয়েছে।

ওয়েবসাইট উন্নয়ন

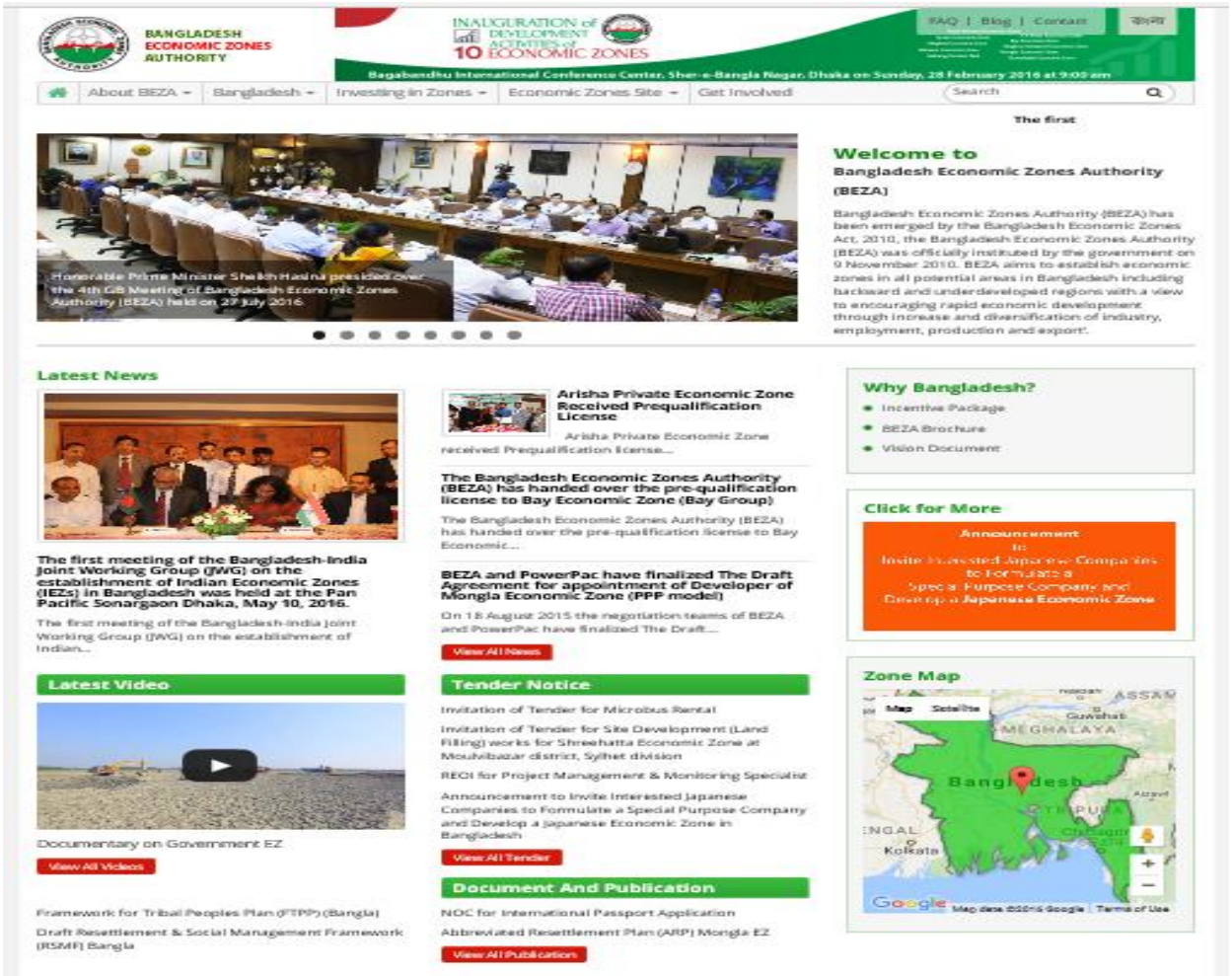

ওয়েবসাইটে সকল তথ্য অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সেবা প্রদান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১। বেজার ওয়েবসাইট Dynamic ওয়েবসাইট হিসেবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে টেন্ডার, প্রকাশিত ডকুমেন্ট, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট ইস্যুসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২। বেজার বিভিন্ন আইন সম্বলিত আইকনে জারিকৃত নতুন এসআরও এবং কাস্টমস ও আয়করের সাথে সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৩। অর্থনৈতিক অঞ্চলের তালিকায় নতুন অনুমোদিত অঞ্চলসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি জোন সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়েছে। তবে জোন তালিকাকে আরো পরিশীলিত করার নিমিত্ত উন্নত এবং অনুন্নত জমি অনুযায়ী পৃথক করে তা অন্তর্ভুক্তির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

৪। বেজা ইতোমধ্যে ওয়েব বেইজড সেবা কার্যক্রমের আওতায় জোন ডেভেলপার ও শিল্প ইউনিটসমূহকে ওয়ান স্টপ সেবা প্রদান শুরু করেছে। ১১টি সেবা ওএসএস এর মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে যা জুন ২০১৯ এর মধ্যে ১৬টিতে উন্নীত হবে।

৫। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ অনুযায়ী ওয়েবসাইট উন্নয়নের অংশ হিসেবে Graphical Enhancement এর কাজ চলমান রয়েছে।

৬। বেজা কর্তৃক প্রকাশিত ব্রোসিউরসমূহ এতে upload করা হয়েছে।

৭। ওয়ান স্টপ সেবাসমূহের উপর বিস্তারিত বর্ণনা এবং Graphical Representation কর্মকান্ড চলমান রয়েছে।

৮। বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিতকরণের জন্য বিভিন্ন প্রণোদনামূলক কার্যক্রম ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং তা আরো উন্নত করার কাজ চলমান রয়েছে।

বেজা'র আইনী কাঠামো

মহান জাতীয় সংসদ এবং বাংলাদেশ সরকার বেজা'র প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমকে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা ও নীতিমালার আওতায় পরিচালনার জন্য আইন, প্রবিধানমালা ও কতিপয় পরিপত্র ও সার্কুলার জারি করেছে:

ক) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০

- এই আইনের আওতায় নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা যাবে:
  - ১) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিক;
  - ২) বেসরকারি মালিকানা ও পরিচালনাধীন;
  - ৩) সরকারি মালিকানা ও পরিচালনাধীন;
  - ৪) বিশেষায়িত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানভিত্তিক;
  - ৫) বেজা ও রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন;
  - ৬) উপরোক্ত দুই ধরনের অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রক্রিয়াকরণ কমিটি গঠন।

প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলকে নিম্নলিখিত জোনে বিভক্ত করা যাবে:

১) রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা;

২) অভ্যন্তরীণ বাজারভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ এলাকা;

৩) বাণিজ্যিক এলাকা;

৪) প্রক্রিয়াধীন সামাজিক এলাকা;

এই আইনের আওতায় নিম্নলিখিত নীতিনির্ধারণী পরিচালনাকারী বডি স্থাপন ও সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে:

১) বেজা গভর্নিং বোর্ড;

২) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা);

৩) অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি চিহ্নিতকরণ ও অধিগ্রহণ;

৪) জোন ডেভেলপার নিয়োগ;

৫) প্রণোদনা প্যাকেজ নির্ধারণ;

৬) ওয়ান স্টপ সেবা প্রদান;

খ) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ডেভেলপার নিয়োগ ইত্যাদি) বিধিমালা, ২০১৪

উক্ত বিধিমালার আওতায় নিম্নলিখিত দুই ধরনের অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপার নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে:

১) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপার;

২) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ডেভেলপার;

এই বিধিমালায় ডেভেলপার নিয়োগ প্রক্রিয়া, নিয়োগকাল, ডেভেলপারের যোগ্যতা, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য, বিকল্প ডেভেলপার নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

গ) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ডেভেলপার নিয়োগ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৬

এই বিধিমালায় জোন ডেভেলপারের সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

ঘ) বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতিমালা, ২০১৫

এই নীতিমালার আওতায় বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াবলি বর্ণনা করা হয়েছে। এসকল বিষয়ের মধ্যে ভূমি নির্বাচন, জোন স্থাপনের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত পদ্ধতি চূড়ান্ত লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য করণীয় বিষয়সমূহ অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। তাছাড়া বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা, লাইসেন্সধারীর দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঙ) ওয়ানস্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮।

অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স পারিমিট ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ বিগত ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে মহান সংসদে পাশ হয়েছে।

চ) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল ওয়ান স্টপ সার্ভিস বিধিমালা- ২০১৮ পাশ হয়েছে।

চ) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ভবন নির্মাণ) বিধিমালা, ২০১৭।

এই বিধিমালাটি বাংলাদেশ জাতীয় ভবন নির্মাণ কোড (BNBC) এর নিয়ামবলী অনুসরণপূর্বক প্রস্তুত করা হয়েছে। এই বিধিমালার আওতায় প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের জোনিং, খালি জমি ও সবুজায়ন, প্লট সাইজ ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট জায়গার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এতদ্ব্যতিত, ভবনের নকসা, সংযোগ সড়ক, অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা নির্দেশনা দেয়া আছে। তাছাড়া এনার্জি ব্যবস্থাপনা, ল্যান্ড স্ক্রেপিং ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের বিধিমালা সন্নিবেশিত আছে। শিল্প বিনিয়োগকারীদের ডিজাইন ও নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে অনুমতি পত্র জারির জন্য বেজা'কে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

জ) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সহায়ক এস আর ও জারিকরণ

অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদেরকে কাস্টম্স, ভ্যাট ও আয়কর এবং স্ট্যাম্প ডিউটি অব্যহতি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় Statutory Regulatory Orders (SRO) জারি করেছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ হতেও ভূমি উন্নয়নকর স্থানীয় সরকার কর অব্যহতি ঘোষণ করে সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলের ডেভেলপার ও ইউনিট বিনিয়োগকারীদের বৈদেশিক মুদ্রা ও ব্যাংক লেনদেন বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে বৈদেশিক লেনদেন সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে বন্ড পরিচালনা সংক্রান্ত Standing Order জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে ইস্যু করা হয়েছে।

আর্থিক প্রতিবেদন

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) একটি নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। সরকারের জাতীয় বাজেট থেকে প্রতি বছর সাহায্য মঞ্জুরী হিসেবে অনুদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত বরাদ্দ থেকে বেতন ভাতা এবং আংশিক অফিস পরিচালনা ব্যয় করা হয়ে থাকে। বিগত ৩ বৎসরে বেজা'র কার্যক্রমে ব্যাপক গতিশীলতা আসায় বেজা'র নিজস্ব আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যার মাধ্যমে অফিস পরিচালনা ব্যয় ছাড়াও অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন সীমানা পিলার, ইউটিলিটি বিল, জমির রেজিস্ট্রেশন ব্যয়, অর্থনৈতিক অঞ্চলের মাটি ভরাট, বিদুৎ সংযোগ, টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে, বিভিন্ন কাঠামো সংস্কার, নিরাপত্তাকর্মীদের বেতনসহ অন্যান্য কার্যক্রমের ব্যয় বহন করা হচ্ছে।

বেজা বিগত সময়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং সংযোগ সড়কের জমি অধিগ্রহণ ও অর্থনৈতিক অঞ্চলের মাটি ভরাট এর জন্য অর্থ বিভাগ ও BIFFL থেকে সুদমুক্ত এবং সুদযুক্ত ঋণ গ্রহণ করেছে যা নিম্নরূপঃ

ক্র. নং	ঋণের বিবরণ	ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	ঋণের পরিমান (টাকায়)	মন্তব্য (সুদের হার)
১.	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধিগ্রহণকৃত ২০৫ একর জমি বেজা'র অনুকূলে হস্তান্তর বাবদ	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	৪৭,৪২,৪৮,২০৯	সুদমুক্ত
২.	সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সংযোগ সড়ক নির্মাণ ৪৭.৫২ একর জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	২৫,২৭,৮০,৯৩৮	সুদযুক্ত (৬%) বর্ণিত টাকা পরবর্তীতে সাবরাং অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি অধিগ্রহণের জন্য ব্যয় করা হয়েছে।
৩.	সাবরাং অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি অধিগ্রহণ	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	১২,৯০,৫১,০০০	সুদযুক্ত (৬%)
৪.	মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলায় শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি অধিগ্রহণ (ব্রাহ্মণগাঁও, শেরপুর ও আইনপুর মৌজায়)	বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লি: (BIFFL)	২৯২,০৫,৬৫,৩৩৭	সুদযুক্ত প্রথম ৩ বছর ৫% পরবর্তী ৭ বছর ৯%
৫.	Chinese Economic and Industrial Zone (CEIZ) প্রবেশের জন্য সংযোগ সড়ক নির্মাণকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ।	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	১৮,৩৩,৫১,০০০	সুদযুক্ত (৬%)
৬.	শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন।	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	৭,০০,০০,০০০	সুদযুক্ত (৬%)

বেজা'র তহবিল পরিচালনার জন্য প্রবিধানমালা প্রণয়ন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেজা'র জন্য একটি যথোপযুক্ত অর্থ ও বাজেট উইং থাকা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে বেজা'র অর্গানোগ্রামে হিসাব শাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান রেখে নতুন জনবল কাঠামোর কাজ করা হচ্ছে।

সাবরাং ট্যুরিজম পার্কের প্রস্তাবিত মাস্টার প্লান

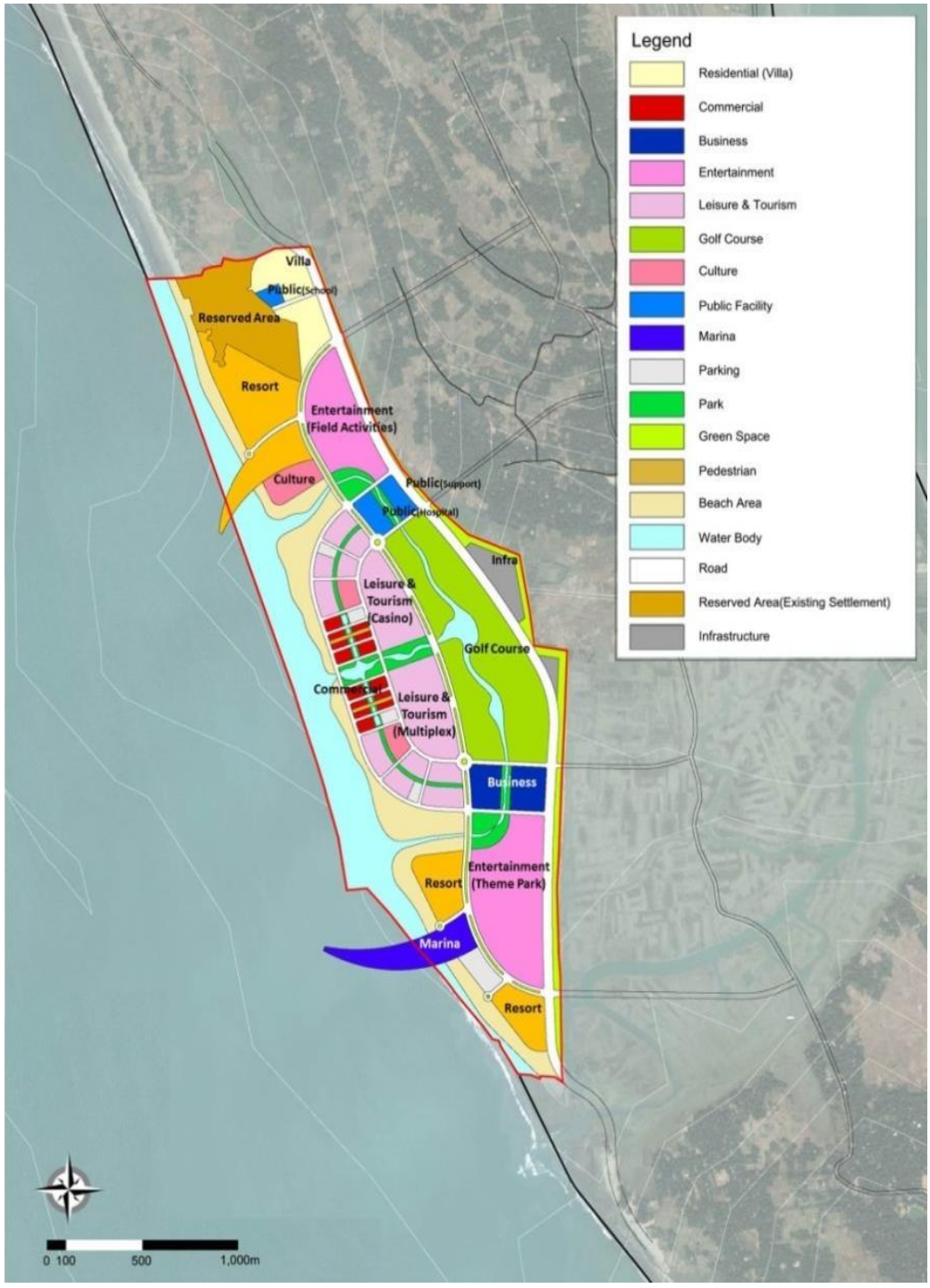

চায়না ইকোনমিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনের
(CEIZ)-এর মাস্টার প্লান

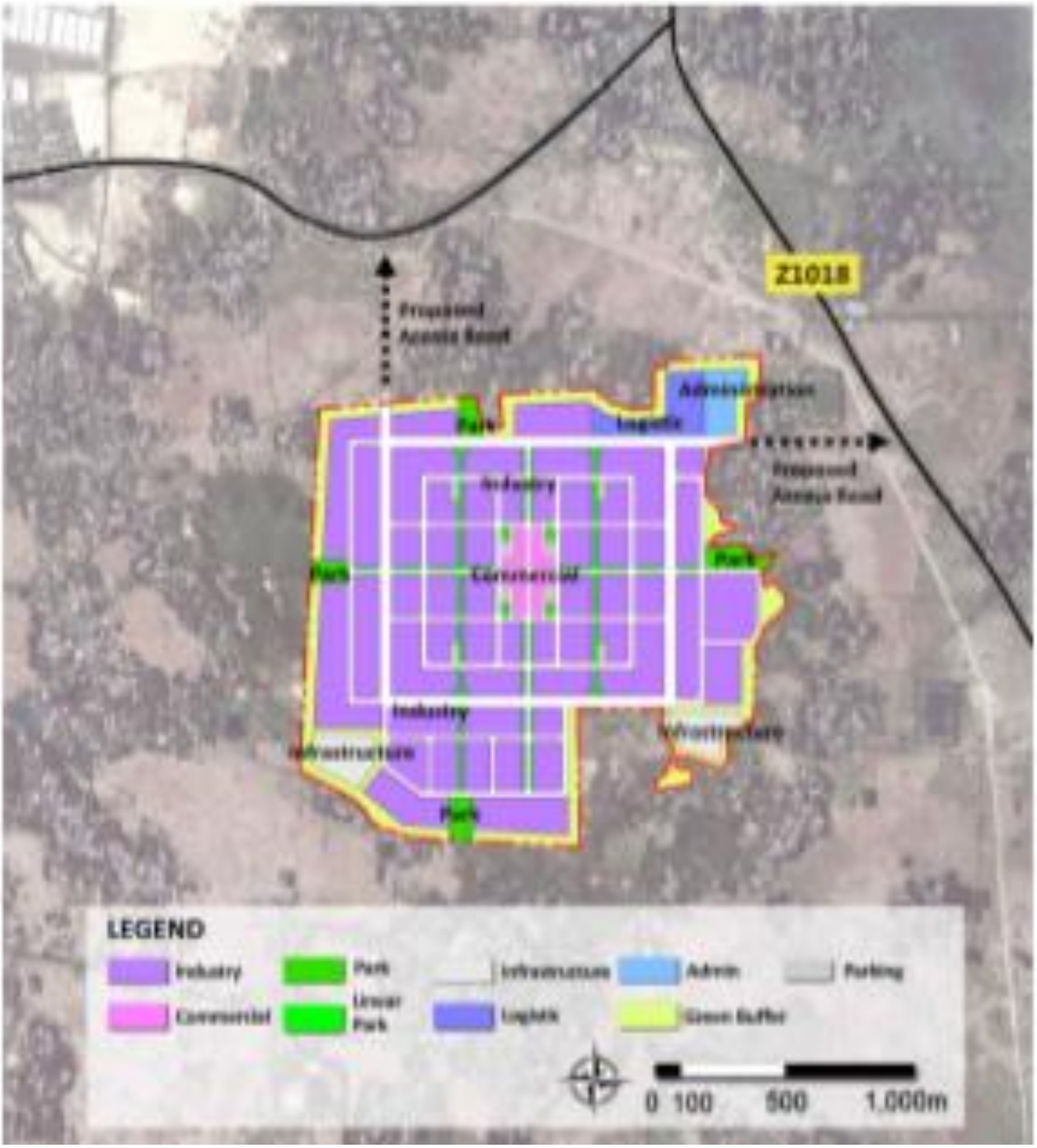

মহেশখালী দ্বীপের মাস্টার প্লান

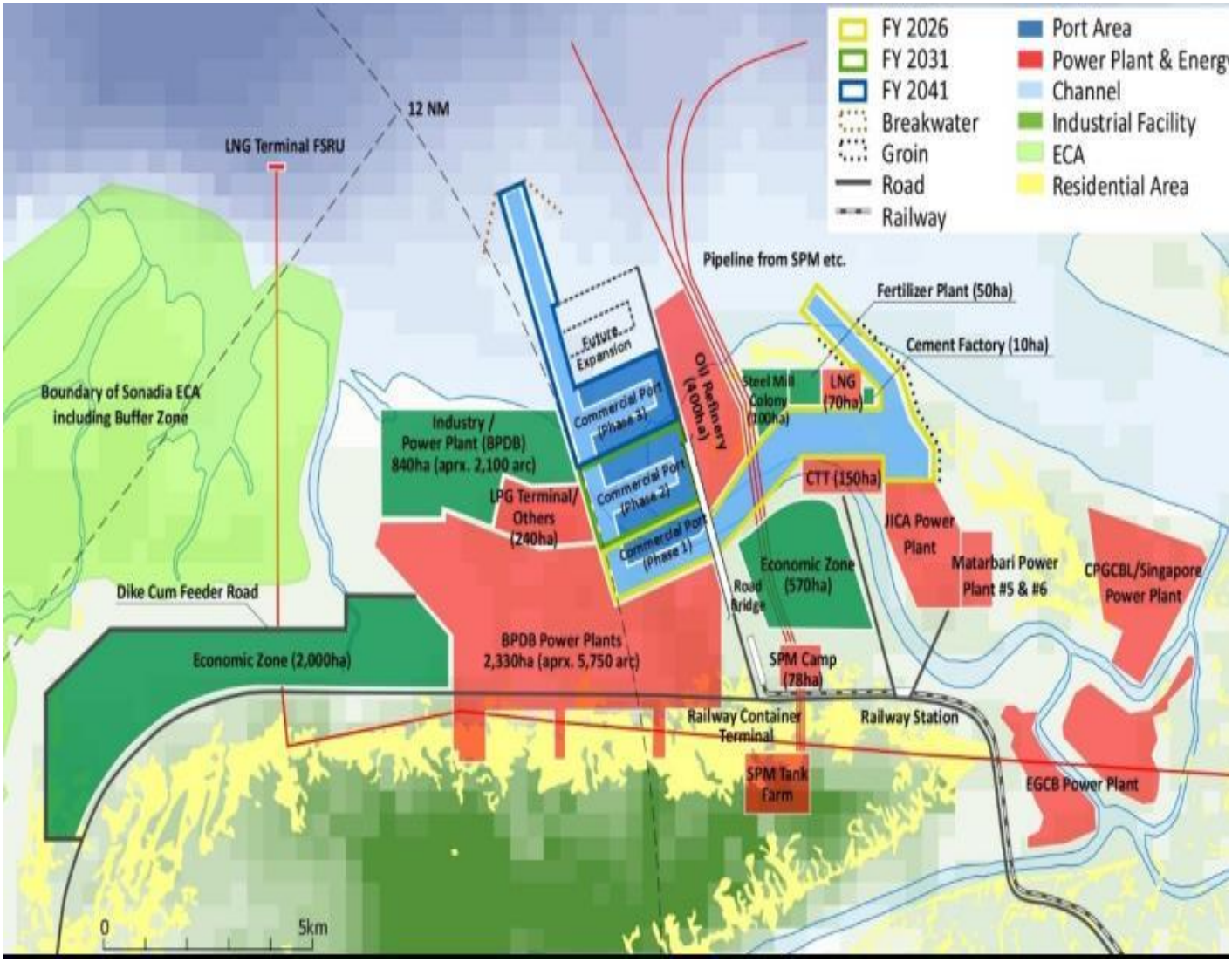

মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল-২ এর মাস্টার প্ল্যান

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল এর মাস্টার প্ল্যান

নাফ ট্যুরিজম পার্কের মাস্টার প্ল্যান

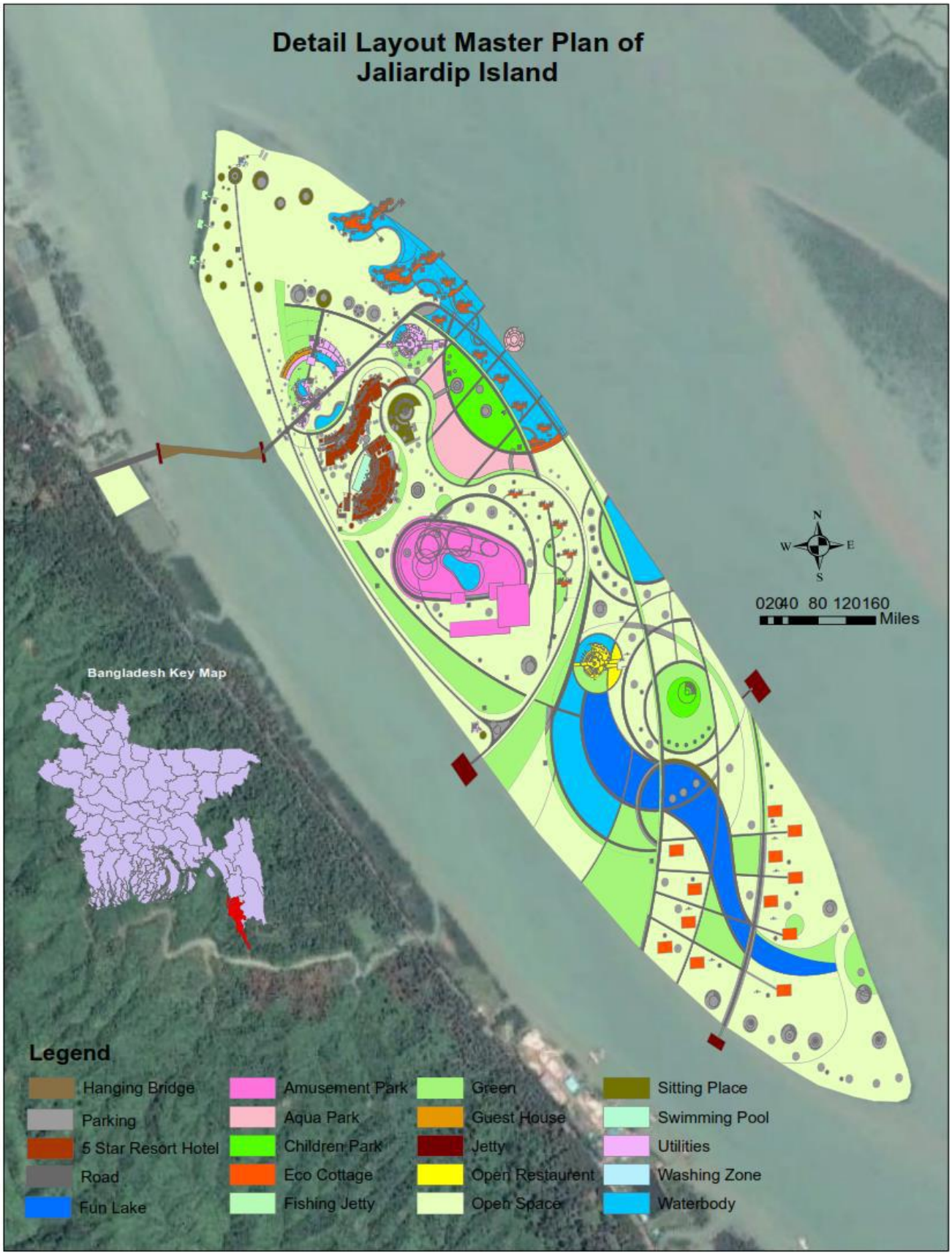

এক নজরে

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের আওতায় নির্বাচিত বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলের সর্বশেষ অগ্রগতির প্রতিবেদন।

ক্র: নং	অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম	জেলা	সর্বশেষ অগ্রগতি
১	মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল	বাগেরহাট	➢ মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলে পাওয়ার প্যাক ইকোনমিক জোন লিমিটেডকে ডেভেলপার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ➢ অফ-সাইট উন্নয়নের কাজ বিদ্যুৎ, গ্যাস, রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ কাজ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। ➢ প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
২	মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল	চট্টগ্রাম	➢ ৭১৩৭.৫৪৮১ একর জমি বেজা'র অনুকূলে বন্দোবস্তমূলে মালিকানা পাওয়া গেছে প্রায় ৩০০০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ০৪টি পৃথক প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। রাস্তা বাঁধ নির্মাণসহ উন্নয়ন মূলক কাজ চলছে। বেজা কর্তৃক জমি বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম চলছে। ১৭টি বিনিয়োগকারীর আবেদন পাওয়া যায় জমির পরিমাণ ১,৮৪০ একর। ➢ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সহযোগিতায় ১৬৫৭ কোটি টাকার মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ➢ সড়ক ও জনপথ বিভাগের ২৪১৪১.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংযোগ সড়ক প্রককেল্পর কাজ চলমান। ➢ কর্ণফুলী গ্যাস ডি. কো.লি এর ২৬৬.৭৯ কোটি টাকা গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প। ➢ ৪৫০ কোটি টাকা ব্যায়ে পিজিসিবি কর্তৃক ২৩০ কেভি গ্রিড স্টেশন নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ➢ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃক একটি বন্দর স্থাপনে ফিজিবিলিটি'র কাজ চলমান রয়েছে । ➢ মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল-২এ ও ২বি বাস্তবায়নে ভূমি ও বাঁধ নিমাণে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। ।
৩	ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চল	ফেনী	➢ ৪৫১২.৫৬ একর জমি বন্দোবস্তমূলে বেজা'র মালিকানা পাওয়া গেছে। ৩৭২৬ একর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। মাস্টার প্লানের কার্যক্রম চলছে।
৪	শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল	মৌলভীবাজার	➢ শ্রীহট্টের ২৪০ একর জমিতে সরাসরি জমি বরাদ্দের জন্য ০৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা হয়েছে। তাদের সাথে Land Lease Agreement সম্পন্ন করা হয়েছে। বিনিয়োগের পরিমাণ ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রায় ৪৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। ➢ ভূমি উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে । ➢ জালালাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনে কাজ শুরু করেছে যা আগামী অক্টোবর ২০১৭ মধ্যে সম্পন্ন হবে । ➢ মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কোয়ালিটি বিদ্যুৎ প্রদানে ডাবল সার্কিট লাইন স্থাপন করেছে।
৫	আনোয়ারা- ২ অর্থনৈতিক অঞ্চল	চট্টগ্রাম	➢ বেজা ও চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির মধ্যে শেয়ার হোল্ডার চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

ক্র: নং	অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম	জেলা	সর্বশেষ অগ্রগতি
			➢ ৪২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৯১ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ➢ অফ-সাইট উন্নয়ন কাঠামোর জন্য চীন সরকার ২৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানে সম্মত হয়েছে। ➢ দু'টি সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ➢ ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ও পরিবেশগত সমীক্ষা করা হয়েছে।
৬	সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক	কক্সবাজার	➢ ৯৬৫.৩৬ একর জমি বন্দোবস্ত ও অধিগ্রহণ মূলে বেজা'র মালিকানায় আনা হয়েছে। ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ শেষ পর্যায়ে। ➢ প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণে ঠিকাদার নিয়োগ হয়েছে এবং বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। ➢ ভূমি উন্নয়নে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। ➢ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ➢ সবুজায়নের অংশ হিসেবে ১৫০০০ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে । ➢ বিদ্যুৎ গ্রিড স্টেশন স্থাপনে পিজিসিবি কাজ করছে । ➢ ফিজিবিলিটির স্ট্যাডি ও পরিবেশগত সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৭	নাফ ট্যুরিজম পার্ক	কক্সবাজার	➢ বেজা'র অনুকূলে ২৭১ একর জমি বন্দোবস্ত পাওয়া গেছে এবং ২১.২২ একর জমি বন্দোবস্তের গ্রহণ করা রয়েছে। ➢ ক্যাবেল কার নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। ➢ ফিজিবিলিটি ও পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ➢ ভূমি উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। ➢ সাবমেরিন বিদ্যুৎ লাইন সম্পন্ন হয়েছে । ➢ সবুজায়নের অংশ হিসেবে ১৫০০০ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে । ➢ একটি ঝুলন্ত ব্রীজ ও ক্যাবেল কার নির্মাণে উদ্যোগ্য গ্রহণ করা হয়েছে। ➢ ফিজিবিলিটির স্ট্যাডি ও পরিবেশগত সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৮	জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল	জামালপুর	➢ মোট জমি ৪৩৬.৯২ একর। এর মধ্যে ৩৪৩.৯৭ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৯২.৯৫ একর খাস জমি বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ➢ আরও ১৪৭ একর খাস জমি প্রকল্প অন্তর্ভুক্তের বিষয়ে জেলা প্রশাসন জামালপুরকে প্রস্তাব তৈরী করা হয়েছে। ➢ জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পটি সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। যার মোট বাজেট ৩৩৫৩৪.০০ লক্ষ টাকা। ➢ ফিজিবিলিটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ➢ ভূমি উন্নয়নের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। ➢ বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগের কাজ চলমান রয়েছে।
৯	আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল (জাপানীজ ইকোনমিক জোন)	নারায়ণগঞ্জ	➢ জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা হয়েছে। অচিরেই ৩ ধারার নোটিশ দেয়া হবে। ➢ এ লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যার মোট বাজেট ৭৬১৭৪.৬৩ লক্ষ টাকা।
১০	ঢাকা এসইজেড, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা	ঢাকা	➢ ৪০ একর জমি বেজা'র অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। ➢ প্লাস্টিক এসোসিয়েশন উক্ত জমিতে প্লাস্টিক এসইজেড স্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ➢ ফিজিবিলিটির স্ট্যাডি ও পরিবেশগত সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ক্র: নং	অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম	জেলা	সর্বশেষ অগ্রগতি
১১	নীলফামারী অর্থনৈতিক অঞ্চল	নীলফামারী	➢ ১০৬ একর জমি বেজা'র অনুকূলে বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ➢ অবশিষ্ট ২৫১.৭০ একর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ➢ Initial Site Assessment এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।
১২	মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-৩, ধলঘাটা কক্সবাজার	কক্সবাজার	➢ ৬৩৪.৩৬ এবং ১৯৫.৮৮ একর জমি বেজা'র অনুকূলে বিনা সেলামীতে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত সম্পন্ন হয়েছে। ➢ ৪৩৬.০২ একর ব্যক্তিমালিকানার জমি অধিগ্রহণের অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। ➢ ১.৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব বেজা হতে অনুমোদন করা হয়েছে।
১৩	নারায়ণগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল	নারায়ণগঞ্জ	➢ ফিজিবিলিটি ও পরিবেশ সমীক্ষা প্রস্তুত করা হয়েছে। ➢ প্রায় ১০০ একর জমি বেজা'র অনুকূলে বন্দোবস্ত করা হয়েছে।
১৪	মহেশখালী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ঘটিভাঙ্গা-সোনাদিয়া, কক্সবাজার	কক্সবাজার	➢ সরকারি খাস জমি ও চরভরাট ৯৪৬৬.৯৩ একর জমি বিনা সেলামীতে/প্রতীকীমূল্যে বেজা'র অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত ও চুক্তিপত্র ২৭-০৪-২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। ➢ ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির কাজ চলমান রয়েছে । ➢ Initial Site Assessment এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে । ➢ ইকো-ট্যুরিজম পার্ক উন্নয়নে পরিবেশ ও বন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে সভা হয়েছে। ➢ বেজা কর্তৃক বন বিভাগের সহযোগিতায় বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১৫	কুষ্টিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল (ভারতীয়)	কুষ্টিয়া	➢ ভেড়ামারা ও মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য ৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানে ভারত সরকার সম্মত হয়েছে। ➢ ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয়েছে।
১৬	হবিগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল	হবিগঞ্জ	➢ ৫১১.৮৩ একর জমি বেজা'র অনুকূলে বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
১৭	মংলা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Indian SEZ)	বাগেরহাট	➢ ১১০.১৫ একর জমি বেজা'র অনুকূলে বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগ একটি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং সম্পন্ন হয়েছে। ভেড়ামারা ও মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য ৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানে ভারত সরকার সম্মত হয়েছে। ➢ ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয়েছে। ➢ Initial Site Assessment এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।
১৮	শরীয়তপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, জাজিরা	শরীয়তপুর	➢ ৫২৫.২৬৫ একর ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। ➢ ইনিশিয়াল সাইট এসেসমেন্ট এর কাজ করা হয়েছে। ➢ ভূমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসককে পত্র দেওয়া হয়েছে। ➢ Initial Site Assessment এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।
১৯	ভোলা অর্থনৈতিক অঞ্চল	ভোলা	➢ খাস জমি অনুসন্ধান করে স্থান নির্বাচন করার জন্য জেলা প্রশাসককে পত্র দেওয়া হয়েছে। ➢ Initial Site Assessment এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।
২০	সিলেট বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, গোয়াইনঘাট, সিলেট	সিলেট	➢ ১৬৯.৭০ একর জমি বেজা'র অনুকূলে বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়েছে। দু'টি মৌজার ৮৬.৩৩ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে, একটি মৌজায় বি এস রেকর্ড সম্পন্ন হওয়ায় ৩১.৮৫ একর জমির নতুন সংশোধিত প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য জেলা প্রশাসক তথ্যাদি প্রেরণ

ক্র: নং	অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম	জেলা	সর্বশেষ অগ্রগতি
			করেছে।
২১	খুলনা অর্থনৈতিক অঞ্চল- ১	খুলনা	➢ ২৮৬.৮৬ একর সরকারি খাস জমি বেজা'র অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদান ও ২৩২.৬৬ একর ব্যক্তিমালিকানার জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। ➢ ২৩২.৬৬ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেয়ে জেলা প্রশাসক, খুলনাকে গত ২৮-০৭-২০১৬ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। সরকারি খাস জমি বিনা সেলামীতে বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, খুলনা কর্তৃক ১৭-০৪-২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
২২	খুলনা অর্থনৈতিক অঞ্চল- ২	খুলনা	➢ জেলা প্রশাসক, খুলনা কর্তৃক ২০-০৯-২০১৬ তারিখে উক্ত জমি বিনা সেলামীতে প্রতীকীমূল্যে বেজা'র অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
২৩	আশুগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	➢ প্রাথমিক ভাবে স্থান নির্বাচন করা হয় তবে বিদ্যুতের হাই টেনশন লাইন থাকায় স্থানটি পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া চলছে। প্রাথমিক ভাবে জমি নির্বাচন করা হয়েছে।
২৪	পঞ্চগড় অর্থনৈতিক অঞ্চল	পঞ্চগড়	➢ ইনিশিয়াল সাইট এসেসমেন্ট এর কাজ চলছে।
২৫	নরসিংদী অর্থনৈতিক অঞ্চল	নরসিংদী	➢ প্রাথমিক ভাবে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে।
২৬	শ্রীপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল	গাজীপুর	➢ জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
২৭	আনোয়ারা অর্থনৈতিক অঞ্চল	চট্টগ্রাম	➢ ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে।
২৮	আগৈলঝাড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল	বরিশাল	➢ প্রস্তাবিত জমিটির যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তার পরিবর্তে বিকল্প স্থান নির্বাচন করে পুনরায় প্রস্তাব চাওয়া হয়।
২৯	মানিকগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল (পুরাতন আরিচা ফেরিঘাটে BIWTA এর অব্যবহৃত জমি)	মানিকগঞ্জ	➢ প্রস্তাবিত স্থানটি নদী ভাঙন এলাকা। পরিবর্তীতে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।
৩০	ঢাকা অর্থনৈতিক অঞ্চল, দোহার	ঢাকা	➢ নদী ভাঙন প্রবল এলাকা। তথাপি জেলা প্রশাসককে বেজা'র অনুকূলে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। ➢ ইনিশিয়াল সাইট এসেসমেন্টএর কাজ করা হয়েছে। ➢ Initial Site Assessment এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।
৩১	শরীয়তপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, গোসাইরহাট	শরীয়তপুর	➢ জেলা প্রশাসক কর্তৃক ০১-১২-২০১৬ তারিখের প্রস্তাবে গোসাইরহাট উপজেলার চর জালালপুর মৌজার সংশোধিত প্রস্তাব অনুযায়ী ৬৮৬.০০ একর সরকারি খাস জমি নির্বাচন ব্যাপারে যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।
৩২	কক্সবাজার স্পেশাল ইকোনমিক জোন, মহেশখালী	কক্সবাজার	➢ প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
৩৩	মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল- ১, কক্সবাজার	কক্সবাজার	➢ প্রশাসনিক অনুমোদন হয়নি। স্থান নির্বাচন কাজ চলছে।
৩৪	মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল- ২, কালারমারছড়া কক্সবাজার	কক্সবাজার	➢ প্রশাসনিক অনুমোদন হয়নি। স্থান নির্বাচন কাজ চলছে।

ক্র: নং	অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম	জেলা	সর্বশেষ অগ্রগতি
৩৫	নারায়ণগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সোনারগাঁ	নারায়ণগঞ্জ	➢ প্রাথমিক ভাবে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে।
৩৬	নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল	নাটোর	➢ ফিজিবিলিটির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৩৭	গোপালগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল	গোপালগঞ্জ	➢ প্রাথমিক ভাবে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত স্থানটি নীচু এলাকা বিধায় বিকল্প স্থান খোঁজা হচ্ছে।
৩৮	মহেশখালী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল কক্সবাজার	কক্সবাজার	➢ প্রশাসনিক অনুমোদন হয়নি। স্থান নির্বাচন কাজ চলছে।
৩৯	রাজশাহী অর্থনৈতিক অঞ্চল	রাজশাহী	➢ পূর্বের প্রস্তাবিত ২০৪ একর ব্যক্তিমালিকানা জমির পরিবর্তে মহাসড়কের পার্শ্বে সরকারি জমিকে প্রধান্য দিয়ে ২০০ - ৩০০ একর জমির বিকল্প প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়েছে।
৪০	শেরপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল	শেরপুর	➢ শেরপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৩৬৪.৭৫ একর জমির মধ্যে ১৬৯.৭৫ একর সরকারি খাস জমি বন্দোবস্তের জন্য এবং ১৯৫.০০ একর ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণের জন্য ০৭-০৩-২০১৭ তারিখে জেলা প্রশাসককে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ➢ অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে।
৪১	গোপালগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল-২	গোপালগঞ্জ	➢ গোপালগঞ্জ সদর গোবরা মৌজার ২০০ একর জমির পরিবর্তে বিকল্প প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
৪২	পটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	➢ প্রস্তাবিত জমি নিয়ে মামলা রয়েছে। মামলা নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
৪৩	সুন্দরবন ট্যুরিজম পার্ক, বাগেরহাট	বাগেরহাট	➢ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণায়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর ও বেজা'র সমন্বয়ে প্রস্তাবিত স্থানটি পরিদর্শনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
৪৪	বগুড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল- ১	বগুড়া	➢ ২৫১.৪৩ একর জমি অধিগ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৭-০৭-২০১৭ তারিখে যৌথ তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে।
৪৫	কুড়িগ্রাম অর্থনৈতিক অঞ্চল- ১	কুড়িগ্রাম	➢ প্রস্তাবিত ২১৯ একর জমির মধ্যে সরকারি খাস জমি বন্দোবস্ত এবং ব্যক্তিমালিকানার জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়েছে।
৪৬	নেত্রকোনা অর্থনৈতিক অঞ্চল- ১	নেত্রকোনা	➢ নেত্রকোনা সদর উপজেলাধীন বিলগুজাবগী মৌজায় প্রস্তাবিত ২৬৬ একর জমির বর্তমান শ্রেণী, ঘর-বাড়ি, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিদ্যমান আছে কিনা সে বিষয়ে জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়েছে।
৪৭	মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল, কালারমারছড়া, কক্সবাজার	কক্সবাজার	➢ প্রশাসনিক অনুমোদন হয়নি। স্থান নির্বাচন কাজ চলছে।
৪৮	ময়মনসিংহ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ঈশ্বরগঞ্জ	ময়মনসিংহ	➢ ৪৫৪.৮৪ একর জমি বেজা'র অনুকূলে বন্দোবস্তের জন্য চাহিত তথ্যাদিসহ জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ গত ১৮-০৬-২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৪৯	ময়মনসিংহ অর্থনৈতিক অঞ্চল	ময়মনসিংহ	➢ ময়মনসিংহ সদর উপজেলাধীন জেলখানার চর ও পারলক্ষীর আলগী মৌজার মোট ৪৬৮.৯৯ একর জমি মধ্যে ব্যক্তিমালিকাধীন এবং সরকারি খাস সুস্পস্ট ভাবে উল্লেখ করে জমির তথ্যাদি প্রেরণ করার জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়েছে।
৫০	আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন,	খাগড়াছড়ি	➢ প্রাথমিক ভাবে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত স্থানে কিছু কিছু পাহাড়ী

ক্র: নং	অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম	জেলা	সর্বশেষ অগ্রগতি
	খাগড়াছড়ি	পার্বত্য জেলা	লোকজনের বসতি রয়েছে।
৫১	আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল- ২, নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	➢ ২৫৫ একর জমি বেজা'র অনুকূলে বন্দোবস্তমূলে মালিকানায় আনা হয়েছে এবং ১৫৭ একর ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৭-০৭-২০১৭ তারিখে যৌথ তদন্ত সম্পাদন করা হয়েছে।
৫২	জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল- ২	জামালপুর	➢ ২৬৩.২৫ একর জমির মধ্যে ১৯৮.৩১ একর সরকারি খাস জমি বন্দোবস্ত এবং ৬৪.৯৪ একর জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ➢ অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে।
৫৩	রামপাল অর্থনৈতিক অঞ্চল, বাগেরহাট	বাগেরহাট	➢ ৩০০ একর জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে জেলা প্রশাসককে পত্র দেওয়া হয়েছে।
৫৪	গজারিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ	➢ ৯৭.৯৮ একর জমি বন্দোবস্তের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ভূমি মন্ত্রণালয়ে চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করেছে।
৫৫	মাদারীপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল	মাদারীপুর	➢ মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলায় দু'টি প্রস্তাব একত্রিত করে ১৩০২ একর জমি সংশোধিত প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। ➢ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।
৫৬	ফরিদপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল	ফরিদপুর	➢ ৮৮৮ একর ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে।
৫৭	সীতাকুন্ডু অর্থনৈতিক অঞ্চল	চট্টগ্রাম	➢ গত ২৭-০৫-২০১৮ তারিখে ৬ষ্ঠ গভর্নিং বোর্ড সভায অনুমোদিত হয়েছে।
৫৮	চাঁদপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল - ১ (মতলব উত্তর)	চাঁদপুর	➢ গত ২৭-০৫-২০১৮ তারিখে ৬ষ্ঠ গভর্নিং বোর্ড সভায অনুমোদিত হয়েছে। ➢ ৩০৩৭ একর জমি বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
৫৯	চাঁদপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল – ২ (হাইমচর)	চাঁদপুর	➢ গত ২৭-০৫-২০১৮ তারিখে ৬ষ্ঠ গভর্নিং বোর্ড সভায অনুমোদিত হয়েছে। ➢ বন্দোবস্তির নিমিত্ত তথ্যাদি চেয়ে জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল

ক্র: নং	অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম	জেলা	সর্বশেষ অগ্রগতি
১	আবদুল মোনেম, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ	➢ গত ০৩-০১-২০১৭ তারিখে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ➢ এ যাবং প্রায় ৫৯.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। ➢ ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ➢ ০৩টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে । ➢ সড়ক , বিদ্যুৎ , সুপেয় পানি সরবাহের কাজ চলমান রয়েছে । ➢ সীমানা প্রচীর, প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, প্রবেশ গেট নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে ।
২	মেঘনা ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	➢ গত ২৩-০৮-২০১৬ তারিখে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ➢ এ যাবং প্রায় ১২৯.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। ➢ ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ➢ ৫টি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে প্রায় ৭ হাজার লোক কাজ

ক্র: নং	অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম	জেলা	সর্বশেষ অগ্রগতি
			করছে। ➢ ইটিপি নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে । ➢ প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে ।
৩	আমান ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	➢ গত ১৬-০৩-২০১৭ তারিখে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ➢ এ যাবং প্রায় ৩২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। ➢ ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ➢ ৪টি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে প্রায় ২৫০০ লোক কাজ করছে। ➢ প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে ।
৪	বে ইকোনমিক জোন, কোনাবাড়ী, গাজীপুর	গাজীপুর	➢ গত ২৪-০৪-২০১৭ তারিখে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ➢ এ যাবং প্রায় ৮৮.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। ➢ ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ➢ ৩টি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে প্রায় ২০০ লোক কাজ করছে।
৫	মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	➢ গত ২১-০৯-১৭ তারিখে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ➢ এ যাবং প্রায় ৩১.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। ➢ ৫০% ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
৬	আরিশা ইকোনমিক জোন, ঢাকা	ঢাকা	➢ গত ১৪-০৩-২০১৮ তারিখে প্রাক-যোগ্যতা সনদ প্রদান করা হয়। ➢ ফিজিবিলিটি ও পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ➢ এ যাবং প্রায় ২১০.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। ➢ ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ➢ ২টি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে প্রায় ১৫০ লোক কাজ করছে।
৭	ইউনাইটেড সিটি IT Park লি: ঢাকা	ঢাকা	➢ গত ১৮-০৭-২০১৬ তারিখে প্রাক-যোগ্যতা সনদ প্রদান করা হয়। ➢ ফিজিবিলিটি ও পরিবেশগত সমীক্ষার কাজ চলমান রয়েছে । ➢ এ যাবং প্রায় ৬.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। ➢ ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
৮	সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন, নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	➢ গত ২৪-০৮-২০১৬ তারিখে প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ➢ আদালতে মামলা চলমান রয়েছে।
৯	বসুন্ধরা ইকোনমিক জোন	ঢাকা	➢ গত ২৩-০৬-২০১৬ তারিখে প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ➢ ফিজিবিলিটি ও পরিবেশগত সমীক্ষা চলমান রয়েছে। ➢ এ যাবং প্রায় ৩৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। ➢ ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর কাজ চলামান রয়েছে।
১০	ইস্ট-ওয়েস্ট স্পেশাল ইকোনমিক জোন	ঢাকা	➢ গত ২৮-০৭-২০১৬ তারিখে প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ➢ চূড়ান্ত লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করেছেন। ➢ ফিজিবিলিটি ও পরিবেশগত সমীক্ষা চলমান রয়েছে। ➢ এ যাবং প্রায় ৪৫.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। ➢ ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর কাজ চলামান রয়েছে।
১১	সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোন লি:, সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	➢ ১০৪৩ একর জমি সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোনের অনুকূলে অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

ক্র: নং	অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম	জেলা	সর্বশেষ অগ্রগতি
			➢ গত ২০-০৬-২০১৭ তারিখে প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ➢ ফিজিবিলিটি ও পরিবেশগত সমীক্ষা চলমান রয়েছে। ➢ এ যাবং প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।
১২	এ.কে.খান এন্ড কোম্পানি লি: ইকোনমিক জোন, পলাশ, নরসিংদী	নরসিংদী	➢ ফিজিবিলিটি ও পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ➢ গত ০৮-১১-১৬ তারিখে প্রাক-যোগ্যতা সনদ প্রদান করা হয়েছে। ➢ ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে। ➢ এযাবৎ প্রায় ৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে।
১৩	সিটি ইকোনমিক জোন	নারায়ণগঞ্জ	➢ গত ২৩-০১-১৮ তারিখে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ➢ এ যাবং প্রায় ৩.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। ➢ ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর কাজ চলমান রয়েছে।
১৪	কুমিল্লা ইকোনমিক জোন, মেঘনা, কুমিল্লা	কুমিল্লা	➢ গত ০৮-১২-১৬ তারিখে প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ➢ ফিজিবিলিটি ও পরিবেশগত সমীক্ষার কাজ চলমান আছে।
১৫	আকিজ ইকোনমিক জোন	ময়মনসিংহ	➢ গত ২১-০৯-১৬ তারিখে প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ➢ চূড়ান্ত লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করেছে। ➢ ফিজিবিলিটি ও পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ➢ এ যাবৎ প্রায় ১২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। ➢ ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর কাজ চলামান রয়েছে।
১৬	কিশোরগঞ্জ ইকোনমিক জোন (নিটল মটরস লি:)	কিশোরগঞ্জ	➢ গত ০৩-০৭-১৭ তারিখে প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ➢ ফিজিবিলিটি ও পরিবেশগত সমীক্ষা চলমান রয়েছে।
১৭	কর্ণফূলী ড্রাই ডক স্পেশাল ইকোনমিক জোন	চট্টগ্রাম	➢ গত ১৭-০৯-১৭ তারিখে প্রাক-যোগ্যতা সনদ প্রদান করা হয়েছে। ➢ প্রস্তাবিত স্থানের জমির মালিকানা যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। ➢ বাংলাদেশ গেজেটে ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।
১৮	আবুল খায়ের ইকোনমিক জোন	মুন্সীগঞ্জ	➢ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। ➢ জমির মালিকানা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।
১৯	বেসরকারি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, মুন্সীগঞ্জ বিজিএমইএ কর্তৃক প্রস্তাবিত "গার্মেন্টস শিল্প পার্ক"	মুন্সীগঞ্জ	➢ প্রস্তাবিত জমি ৪৯২ একর। ➢ বিজিএমইএ থেকে কোন কার্যকর উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছেনা।
২০	ফমকম ইকোনমিক জোন, রামপাল, বাগেরহাট	বাগেরহাট	➢ প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ ৮০.৬৫ একর। ➢ আবেদন বিবেচনাধীন।
২১	এ্যালায়েন্স ইকোনমিক জোন, কুমিল্লা	কুমিল্লা	➢ আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে।
২২	ইস্ট-কোস্ট গ্রুপ ইকোনমিক জোন, বাহুবল, হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ	➢ আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে।
২৩	সিটি স্পেশাল ইকোনমিক জোন	ঢাকা	➢ আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে।